দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

VAISNAVA PADASANKALAN

[An Anthology of Vaisnava Padas]

Debnath Bandyopadhyay

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৭৭

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮৮

প্রকাশক ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

আর্য ম্যানসন (নবম তল)

কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক ঃ

শ্যামলকান্তি কুমার

মিত্র প্রেস

২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ষোল টাকা

Published by Sri Sibnath Chattopadhyay, Chief-Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) New Delhi.

রাধাকৃষ্ণমনুস্মৃত্য কৃপাস্নিগ্ধানুরঞ্জিতো।
গৌরকৃষ্ণায় গ্রন্থোঽয়ং শ্রদ্ধয়া বিনিবেদ্যতে ॥

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত বৈষ্ণব পদসঙ্কলন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণটি বেশ কিছুকাল হল নিঃশেষিত। প্রথম সংস্করণে যেসব ছাপার ভুল ছিল সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। আগের সংস্করণের কোনো কিছুই বর্জন করা হয় নি, বরং দু-একটি পদ সংযোজন করা হয়েছে। পরিশিষ্টে সংযোজন করা হল বৈষ্ণব কবি জগদানন্দের ভাষাশব্দার্ণবের খসড়া থেকে প্রাপ্ত একটি শব্দতালিকা। আশা করি প্রথমসংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণটিও ভক্ত, রসিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সমাদৃত হবে।

বিনীত

রথযাত্রা, ১৩৯৫

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্কলকের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের উদ্যোগে বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল। সংকলনের উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী মধ্যযুগের উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানো। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকে বৈষ্ণব পদাবলী উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার অন্তর্গত হওয়ায় ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব পদসংকলনের চেষ্টা এযুগে লক্ষ করা যায়। একালে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বৈষ্ণব পদসংকলনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম সংকলন হল সাহিত্যসংসদ থেকে প্রকাশিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সংকলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংকলন হল সাহিত্য অকাদেমী থেকে প্রকাশিত ডঃ সুকুমার সেন সংকলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রথমটি অতিবৃহৎ এবং দ্বিতীয়টি অতিক্ষুদ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বৈষ্ণব-পদাবলী সংকলনটি রসপর্যায়ভিত্তিক ভালো সংকলন হলেও অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ ও মাঝে মাঝেই অদৃশ্য। 'জিজ্ঞাসা' থেকে প্রকাশিত পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' সুযোগ্য সম্পাদক বিমান বিহারী মজুমদার কর্তৃক সংকলিত হলেও শতাব্দীভিত্তিক সংকলন হওয়ায় নানাবিষয়ে আপত্তিজনক। এই সব নানা কারণে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক একটি বৈষ্ণব পদসংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার যথাসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রন্থের প্রকাশ।

বর্তমান সংকলকের চেষ্টা হল বৈষ্ণব ভক্তিরসের ক্রমানুযায়ী পদগুলিকে সজ্জিত করে বৈষ্ণব রসপর্যায়ের পরিচয় দান করা। সুতরাং এটিকে রস-পর্যায়মুখ্য সংকলন বলা যায়। কিন্তু এ ধরণের প্রচলিত সংকলনগুলির তুলনায় এর বিশেষত্ব এই যে রসপর্যায়কে মুখ্য করা হলেও প্রত্যেক পর্যায়ের পদগুলিকে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব কবিদের কালপারম্পর্য অনুযায়ী সজ্জিত করে প্রত্যেকটি পালার রচনাধারার মধ্যে একই সঙ্গে কালগত ও ভাবগত ক্রমবিকাশ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংকলনটির প্রথমে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা বৈষ্ণবপদাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা। গ্রন্থের বৃহত্তম অংশে টীকা ও পাঠান্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের পদসম্ভার। গ্রন্থের পরিশিষ্টে পঞ্চাশধিক বৈষ্ণব পদকারদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচিতি।

বর্তমান সংকলনের মূল সম্পাদক একজন হলেও গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন বৈষ্ণবরসস্নাত শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় ডঃ নীলরতন সেন, কবি শঙ্খ ঘোষ, ডঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে। উৎসাহদাতাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, ডঃ অরুণকুমার বসু, ডঃ নির্মল দাস, ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। রাজ্যপুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক শ্রীঅবনী মিত্রের তত্ত্বাবধানে বইটি যথাসম্ভব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এঁদের সকলের কাছেই সংকলক আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের সমাসন্নপ্রায় পাঁচশত বর্ষপূর্তিকে স্মরণে রেখে গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যচরণে উৎসর্গ করা হল। উৎসর্গ শ্লোকের রচনা ব্যাপারে সংকলক ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে ঋণী।

বিনীত

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৮৩

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Preface and Synopsis

This book (Vaisnava Pada Sankalan) is an anthology of Vaisnava Padavali consisting of three hundred padas written by more than fifty Vaisnava poets of mediaeval Bengal. This collection has been prepared mainly for the students who intend to take up Bengali for higher studies.

Bengal was a witness of a great revolution of the Bhakti-cult both before and after the advent of Sri-Chaitanya, and of a spontaneous overflow of powerful feelings in the shape of music and poetry comprising of thousands of padas written by more than hundred Vaisnava lyricists. The main theme of Vaisnava Padas is the love episode of Radha and Krishna based on the allegory about the spiritual relation of God with His power of delighting himself as well as His worshippers. Jayadeva, the court-poet of Laksman Sena, was the pioneer poet of Vaisnava Padavali in Bengal. From Joyadeva of 12th century to Radhamohon Thakur of 18th century, about four thousand padas written by Vaisnava poets have been preserved in anthologies of late mediaeval Bengal. The Padakalpataru, prepared in the early 18th century is the largest anthology. This collection, with a short introduction and notes is mainly prepared on the basis of the Padakalpataru. In the appendix, short notes on all the Vaisnava poets in this collection have been given. The principle underlying the selection of Padas is based on the system of Vaisnava Rasa-Shastra, and all the chapters are arranged according to the form of Pala-kirtana, ie, the established divisions of Lila-kirtana. In the selection of Padas the chronological order has also been maintained as far as practicable.

Inside the text there are sixteen chapters as follows :—

1. Bandana ; Adoration to Lord and Saints.

2. Prarthana ; Prayer to God.
3. Gouranga Padavali ; Padas written on Lord Gouranga (Sri-Chaitanya).
4. Gostha-Lila ; Sports of Krishna with cow-boys and return to his mother.
5. Boyoswandhi and Ruparati ; Beauty and emotional aspects of the adolescent period of Radha and Krishna.
6. Purvaraga ; The blossoming love before meeting proper.
7. Anuraga ; Matured aspects of love after Union
8. Abhisara ; Secret journey towards the lover's destination.
9. Basaksajjika, Utkanthita, Vipralabdha ; States of Nayika remaining in wait for lover.
10. Khandita, Manini, Kalahantarita ; Nayika offended and the state of repentant.
11. Danalila and Naukalila ; The sports of Krishna as a tax.collector and ferry-man in disgise with Radha.
12. Rasalila ; The famous dance of Krishna with gopies and Radha.
13. Sambhoga and Rosodgar ; Union of Radha with Krishna and reminiscences of such Union.
14. Prembaichitya ; Feelings of separation even in Union.
15. Prabasa ; Agonies of real separation.
16. Bhabollas and Nibedana ; Ecstacy of imaginary re-union and self-offering.

The editor of this humble work will deem it a success, if this collection prove fruitful to the readers in creating any interest in the rich tradition of Vaisnava lyrics of mediaeval Bengal.

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ ১ ॥

ঋগ্বেদে বিষ্ণুর বন্দনা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। মহাভারতে ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণ লোকোত্তর গুণে নর থেকে নরোত্তম ও পরে নারায়ণে পরিণত হয়ে বিষ্ণুর অবতার হয়ে যান। পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। (১।৩।২৮)

শক্তির সর্বোত্তম প্রকাশরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার চেয়েও ভগবান শ্রেষ্ঠ সত্তা। স্বয়ং ভগবান-রূপে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ সৎ স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। তাঁর স্বরূপশক্তিও তদনুযায়ী ত্রিবিধ—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ব্যতীত জীবজগৎ ও জড়জগতের সৃষ্টিমূলে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের অপর দুটি শক্তি। এরা যথাক্রমে তটস্থা জীব শক্তি, ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শক্তির পৃথক-অপৃথক সম্পর্ক; চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ উপমা দিয়ে শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদ সম্পর্কের কথা এইভাবে বলেছেন—

> মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
> অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ (চৈ. চ. ১/৪/৮৪)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিভাষায় এই অচিন্তনীয় ভেদাভেদ সম্পর্কিত মতবাদকে বলা হয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

সম্ভবতঃ লোকায়ত প্রেমকাব্যের লৌকিক নায়িকা রাধা ভারতীয় শক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় করে পৌরাণিকীকরণের যুগে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকদের উপলব্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে কৃষ্ণপরিকরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কৃষ্ণের আনন্দস্বরূপের সর্বোত্তম প্রকাশরূপে মহাভাবস্বরূপিণী গোপীশ্রেষ্ঠা রাধা অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলায় অভিন্ন হয়েও প্রকটলীলায় জগতে আনন্দবিস্তারের জন্য আবার ভক্ত প্রেমিকারূপে ভিন্ন। এই লীলার পরিপুষ্টির জন্য আছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তিমণ্ডলের অন্তর্গত ব্রজধামের নন্দ যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি লীলাপরিকর এবং আনন্দময় ধাম নিত্য বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণের অপর দুই শক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি মূলতঃ স্বরূপশক্তি থেকে ভিন্ন। মায়াশক্তির কাজ হল বাহ্যিক বা মায়িক জগতের মায়ার দ্বারা জীবকে মুগ্ধ করে কৃষ্ণবিমুখ করে রাখা। আর স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির তটে বা মধ্যসীমায় অবস্থিত তটস্থাশক্তি হল জীব। 'অনাদি-বহির্মুখ' জীব মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হলেও চিদংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অণুপরিমাণ সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ, যার ফলে মায়ামুক্ত হয়ে কৃষ্ণমুখী হতে সে সমর্থ। সুতরাং জীবের একমাত্র প্রার্থিত প্রয়াস মায়াশক্তির অধিকারমুক্ত হয়ে কৃষ্ণের স্বরূপলীলার সঙ্গী-হওয়ার অনুকূল সিদ্ধদেহ লাভ করা। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি ও জীবশক্তি যেহেতু ভিন্ন তাই ভক্ত জীবের পক্ষে রাধা, যশোদা, কৃষ্ণসখা ও ব্রজগোপীদের মতো অন্তরঙ্গ পরিকর হয়ে কৃষ্ণলীলায় প্রত্যক্ষ অংশভাক্ হওয়া সম্ভব নয়, তবে সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে এই লীলা দর্শনের, আস্বাদনের ও কৃষ্ণসেবানন্দলাভের অধিকার আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রজপরিকরদের রাগাত্মিকা সাধনায় জীবের অধিকার নেই; তাদের আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তিসাধনাই জীবের ইষ্টসিদ্ধিলাভের উপায়। শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তিলক্ষণকে আশ্রয় করে অন্তরে চিদংশস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের উদ্বোধনই ভক্ত জীবের সাধন ও সিদ্ধি।

দেবতাকে প্রিয় থেকে প্রিয়তর করে ভজনা করার ক্রমানুসারে কৃষ্ণ-ভক্তিকে পঞ্চরসে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে শান্তভক্তি। ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ইষ্টনিষ্ঠাই এক্ষেত্রে ভক্তের একমাত্র অবলম্বন। দেবতার ঐশ্বর্য ভাবের প্রাধান্য হেতু এবং ভক্তের ভক্তির মধ্যে ভয় ও মুক্তিকামনা মিশ্রিত থাকায় শান্তভক্তির স্থান কৃষ্ণভক্তির পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। পরবর্তী দাস্যভক্তিস্তরে শান্তভক্তির ইষ্টনিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তের অতিরিক্ত গুণ—সেবার মনোভাব বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে সেব্য-সেবকের প্রিয়তা সম্পর্ক। এর পরের স্তরে সখ্যরস। শান্তের নিষ্ঠা ও দাস্যের সেবাগুণের সঙ্গে যুক্ত হল সমতা। কৃষ্ণকে সখারূপে অন্তরে স্থান দিয়ে ব্রজবালকদের যে গোষ্ঠলীলা সেক্ষেত্রে এই সমপ্রাণতা এই স্তরের অতিরিক্ত গুণ। সখ্যভাবিত বৈষ্ণবভক্তও এই গোষ্ঠলীলার সেবক-সঙ্গী। পরবর্তী সাধনার স্তরে আছে বাৎসল্য রস। কৃষ্ণকে পুত্ররূপে কল্পনা করে ভক্তের মমত্ব এর অতিরিক্ত গুণ। এর সঙ্গে থাকে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যের সমতা। নন্দ-যশোদার আনুগত্যে মমতা-মেদুর হৃদয়ে গোপাল-সেবাই বাৎসল্য ভাবুক বৈষ্ণবভক্তের সাধনা। সর্ব-শেষ স্তরে মধুর রস। শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম জ্ঞানে আত্মসমর্পিতপ্রাণা শ্রীরাধা

ও ব্রজগোপীদের যে রাগাত্মিকা ভক্তি সেখানে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সমতা, বাৎসল্যের মমতা প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমর্থা রতির নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের মাধুর্য গুণ। এই শুদ্ধাভক্তিমিশ্র রাগাত্মিকা রতির আনুগত্যময়ী সাধনা হল বৈষ্ণবভক্ত সাধারণের। রাগানুগা ভক্তির ক্ষেত্রে মঞ্জরী-ভাবনা হল ভক্তজীবের সাধনা। সেবিকার ন্যায় সখীদের অনুগতভাবে মঞ্জরীরূপে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবাই হল বৈষ্ণবভক্তের চূড়ান্ত সিদ্ধি। মুক্তি নয়, কৃষ্ণসেবানন্দ লাভই ভক্ত বৈষ্ণবের পরম পুরুষার্থ। ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

বৈষ্ণব ভক্তের মানবিক প্রেমসম্পর্কসাধনার স্তরগুলিতে দেবতা কৃষ্ণ যেমন মানব সম্পর্কে প্রিয় থেকে প্রিয়তম হয়ে দেখা দিয়েছেন, তেমনি বাঙ্গালীর হৃদয় মন্থন করে আবির্ভূত একান্ত প্রিয় মূর্তি নিমাই বা শ্রীচৈতন্য ভক্ত-দৃষ্টিতে 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' রূপে দেবতায় রূপান্তরিত। হেমকান্তি সমুজ্জ্বল দেহ, অশ্রুসিক্ত নয়ন, পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রথমে কৃষ্ণভাবাবেশ ও পরে রাধাভাব প্রত্যক্ষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তগণ তাঁকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বলে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করেছেন এবং শ্রীচৈতন্যরূপে রাধাকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের কারণরূপে একটি বিশেষ তত্ত্বের উপলব্ধি করে শ্রীমদ্ভাগবতের গর্গোক্ত শ্লোকের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৈষ্ণব ভক্ত কবিগণও শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলা ও নীলাচললীলাকে রাধাকৃষ্ণলীলার অনুরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করে অজস্র পদ রচনা করেছেন যেগুলিকে সুনির্বাচিতভাবে পরবর্তীকালে কীর্তনের গীতসভায় গৌরচন্দ্রিকারূপে পালা-গানের প্রারম্ভে গান করার রীতি খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসব (১৫৮১-৮২) থেকে প্রচলিত হয়। কেবল শ্রীচৈতন্যই যে ভক্তদৃষ্টিতে দেবতায় পরিণত হয়েছেন তাই নয়, চৈতন্য পরিকর প্রধানগণও বিশেষ বিশেষ দেবতার অবতারে রূপান্তরিত হয়ে 'পঞ্চতত্ত্বে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

॥ ২ ॥

লৌকিক নায়ক নায়িকার মধ্যে যে রতিভাব তারই রসরূপের নাম হল শৃঙ্গার। লৌকিকে যাকে শৃঙ্গাররস বলা হয়, বৈষ্ণব ভক্তিতে তারই দিব্যস্বরূপ হ'ল উজ্জ্বলমধুররস। এই মধুর বা উজ্জ্বল রসই বৈষ্ণব রস-

শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ভক্তিরস। দিব্য কৃষ্ণরতিকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।—যথা, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কৃষ্ণ-প্রেমের মূলে যেখানে নায়িকার আত্মসুখ-সম্ভোগেচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থময়, সেক্ষেত্রে তা সাধারণী রতি। যথা কুব্জার কৃষ্ণপ্রেম। কুব্জা কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন আসঙ্গলিপ্সার বশবর্তী হয়ে। স্বকীয়া-প্রেমে যেখানে কৃষ্ণ ও মহিষীদের পারস্পরিক সুখ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা সমানুপাতিক সেক্ষেত্রে তা হল সমঞ্জসা রতি। যথা রুক্মিণী প্রমুখের কৃষ্ণপ্রেম। পরকীয়া প্রেমে ব্রজগোপীদের নিঃশেষে আত্মসুখসম্পর্কহীন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-সর্বস্ব প্রেমই সমর্থা রতি। ক্রমোৎকর্ষ অনুযায়ী সমর্থা রতির ক্রমবিকাশের পর্যায় আছে। এগুলি হল যথাক্রমে ঃ—

প্রেম—বিনষ্ট হবার বাহ্য ও অন্তরঙ্গ বহু কারণ থাকা সত্ত্বেও নায়ক নায়িকার যে ভাববন্ধন কখনও বিনষ্ট হয় না।

স্নেহ—ক্রমবর্ধিত যে প্রেম চিত্তপ্রকাশক হয়ে হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। -

মান—স্নেহের গাঢ়তম অবস্থায় নূতন বৈচিত্র্যের জন্য নায়ক নায়িকার মধ্যে যে ক্ষণিক প্রতিকূলতা।

প্রণয়—প্রেমগর্বময় ঘনীভূত মানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নিতান্ত বিশ্বস্ততা-যুক্ত যে অবস্থা।

রাগ—প্রণয়ের উৎকর্ষ ঘটলে কুলত্যাগ, পথক্লেশ, লোকগঞ্জনা প্রভৃতি প্রবল দুঃখও যখন চিত্তে সুখ বলে প্রতিভাত হয় সেই অবস্থা।

অনুরাগ—যে রাগ নিত্য নবায়মান হয়ে সদানুভূত প্রিয়তমকে নব নব ভাবে অনুভব করায়।

ভাব—অনুরাগ আত্মগত অবস্থা লাভ করে সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্ররূঢ় হয়ে বাইরে যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লাভ করে।

মহাভাব—কল্পনায় যতদূর যাওয়া যায় ভাবের তেমন পরাকাষ্ঠা। যে ভাব চিত্তকে ভাবৈকরসময় করে তুলে হ্লাদিনীর সার নির্যাসে রূপান্তরিত হয়।

মহাভাব অবস্থাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তবু মহাভাবেরও দুটি স্তর বর্তমান। রূঢ় এবং অধিরূঢ়। মহাভাবের প্রথম অবস্থায় রূঢ়, পরিণত অবস্থায় অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাবেরও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়; অধিরূঢ় মহা-ভাব মিলনাবস্থায় 'মোদন', বিরহাবস্থায় 'মোহন, আর মিলন-বিরহময়

অলৌকিক দিব্যাবস্থায় 'মাদন' আখ্যা পায়। মাদনাখ্য মহাভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধায় এবং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যে। এই অবস্থা নিতান্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদের।

পদাবলীতে কৃষ্ণরতির আস্বাদময় রসরূপে শৃঙ্গারের নামই উজ্জ্বল বা মধুর—এ পূর্বেই বলা হয়েছে। শৃঙ্গার রসের প্রধান দুটি ভাগঃ বিপ্রলম্ভ বা বিরহ; সম্ভোগ বা মিলন। বিপ্রলম্ভের আবার চার অবস্থা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস। সম্ভোগ শৃঙ্গারও চতুর্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার সম্ভোগ শৃঙ্গারের পুষ্টিসাধন করে। এই কারণে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের এক একটি রসাবস্থা অনুযায়ী সম্ভোগ শৃঙ্গারের এক একটি অবস্থা যথাক্রমে সজ্জিত। যথা—

(ক) পূর্বরাগ + সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

(খ) মান + সংকীর্ণ সম্ভোগ।

(গ) প্রেমবৈচিত্ত্য + সম্পন্ন সম্ভোগ।

(ঘ) প্রবাস + সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

বিরহ-মিলনপূর্ণ এই প্রেমপর্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নায়িকার আটপ্রকার অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অবস্থার ক্ষেত্রে আবার অন্তর্বিভাগ আছে। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে নায়িকার চৌষট্টি কলার দৃষ্টান্ত—

(১) অভিসারিকা—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।

(২) বাসকসজ্জিকা—মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্ভা, সুরসা, উদ্দেশা।

(৩) উৎকণ্ঠিতা—দুর্মতি, বিকলা, স্তব্ধা, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা, নির্বন্ধা।

(৪) বিপ্রলব্ধা—বিফলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরা, ভীতা।

(৫) খণ্ডিতা—নিন্দুকা, ক্রুদ্ধা, ভয়নেকা, প্রগল্ভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কম্পিতা সন্তপ্তা।

(৬) কলহান্তরিতা—আগ্রহা, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মৃদুলা, বিধুরা।

(৭) প্রোষিতভর্তৃকা—ভাবী, ভবন্, ভূত, দশদশা, দূতসংবাদ, বিলাপা, সখ্যুক্তিকা, ভাবোল্লাসা।

(৮) স্বাধীনভর্তৃকা—কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, উৎকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অভিষেকা।

বৈষ্ণব কবিবৃন্দ পদরচনাকালে সর্বদা যে এই সমস্ত সংক্ষ্য বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন তা নয়, আবার এতদ্‌তিরিক্ত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি আখ্যানবিষয় এবং আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্‌গার প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট নয় এমন ভাব নিয়েও উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। তবে একথা ঠিক যে রূপ গোস্বামী যে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রবর্তন করলেন তার দ্বারা পরবর্তীকালের প্রধান-অপ্রধান বৈষ্ণব কবিগণ নিঃসন্দেহে প্রাণিত হয়েছিলেন।

॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যভাগে রেখে বৈষ্ণব পদকর্তাদের কালানুযায়ী মূলতঃ প্রধান তিনশ্রেণী—

(ক) চৈতন্যপূর্বযুগের পদকারদের মধ্যে আছেন দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পদকার চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

(খ) চৈতন্য সমসাময়িক পদকারদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবি নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীদাস, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, ও রামানন্দ বসু প্রমুখ কবিগণ, যাঁরা ছিলেন মূলতঃ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্বের পূর্বকালের গৌরাঙ্গ ভক্ত।

এ ছাড়া রায় রামানন্দ, শ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নয়নানন্দ, কানুরাম দাস প্রমুখ সন্ন্যাস পরবর্তীকালীন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত কবিগোষ্ঠীর নামও উল্লেখ করা চলে।

(গ) চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন গুরুর শিষ্য সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে কালানুযায়ী প্রথম স্তরে আছেন চৈতন্য পরিকর-দের শিষ্য বৈষ্ণব কবিগণ যাঁরা মূলতঃ ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, সুন্দর দাস ও জগন্নাথ দাস।

অদ্বৈত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান দুজন কবি অনন্ত আচার্য ও অনন্ত দাস।

গদাধর-শিষ্য শিবানন্দ আচার্য, যদুনন্দন চক্রবর্তী এবং নয়নানন্দ মিশ্র। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের শিষ্যদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিরূপে বিখ্যাত হলেন লোচন দাস, কবিরঞ্জন ও কবিশেখর।

বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভাবিত বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বীর হাম্বীর এবং লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম দাস ও তাঁর শিষ্য বসন্ত রায় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের পদকর্তারূপে বিখ্যাত।

সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যবৃন্দ কুমুদানন্দ, নরসিংহ দাস, শ্যামদাস কবিরাজ, রাধাবল্লভ ও প্রসাদ দাস। এ ছাড়া আছেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য যদুনন্দন দাস; গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ, ভাগিনেয় বলরাম কবিরাজ এবং পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ। তা ছাড়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লীর সংকলনকর্তা রামগোপালদাস বা গোপাল দাসের নাম এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়।

অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ বৈষ্ণব পদকর্তাই ছিলেন মূলতঃ পদ সংকলক। এঁদের মধ্যে হরিবল্লভ ভণিতায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম ভণিতায় নরহরি চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস ভণিতায় গোকুলানন্দ সেন, গৌরসুন্দর দাস, দীনবন্ধু দাস, নিমানন্দ দাস, নটবর দাস, শশিশেখর ও চন্দ্র-শেখর উল্লেখযোগ্য। সংকলনকর্তা নন এমন বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে জগদানন্দ, যাদবেন্দ্র, বিপ্রদাস, প্রেমদাস, সৈয়দ মর্তুজা, নসীর মামুদ প্রমুখ কবিগণ বিখ্যাত।

॥ ৪ ॥

রাধাকৃষ্ণের আদর্শান্বিত মিলন-বিরহ লীলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কাব্যবিষয়। তত্ত্বগতভাবে যা আধ্যাত্মিক প্রেম তাকেই নিম্নলিখিত পর্যায়-গুলির মধ্যে লৌকিক প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তরকে আশ্রয় করে মানবিক রূপাবরণে প্রকাশ করা হয়েছে।

বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে রাধার দেহ মনের মুকুলিত অবস্থার বর্ণনা।

পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদিজাত পারস্পরিক পরিচয় এবং উভয়ের চিত্তে প্রথম প্রেমের উন্মীলন। পূর্বরাগের সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে—সলজ্জ সংকুচিত প্রথম মিলনের সংক্ষিপ্ত অবসরে। এর পর অনুরাগের পর্ব। নামমাত্র মিলনের পর এই সদানুভূত প্রেমাবস্থা

প্রিয়তমকে প্রতি মুহূর্তে নব নব ভাবে অনুভব করায়। বিশেষভাবে রূপেলালসায় যে প্রেমার্তি তা রূপানুরাগ। প্রেমাসক্তির জন্য সামাজিক বাধা জনিত আক্ষেপ সত্ত্বেও যে অনুরাগের প্রকাশ তা হল আক্ষেপানুরাগ। অত্যধিক আসক্তি বশতঃ প্রিয়মিলনের জন্য গোপনে অভিসারের যে আকাঙ্ক্ষা তা হল অভিসারানুরাগ।

এরপর অভিসার। প্রিয়তমের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতস্থানে নায়িকার গোপন পথচারণা। অতঃপর বাসকসজ্জিকা ও উৎকণ্ঠিতা পর্যায়ে কুঞ্জসজ্জা ও দেহসজ্জা শেষে প্রিয়তমের জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নায়িকার নিশি-যাপন। পরবর্তী বিপ্রলব্ধা পর্যায়ে শূন্যকুঞ্জে বঞ্চিতাবিলাপ। খণ্ডিতা পর্যায়ে পরদিন প্রভাতে অন্য নায়িকার মিলন-চিহ্নিত নায়ককে দেখে বঞ্চিতা নায়িকার ক্রোধ ও ক্ষোভ। পরবর্তী মান পর্যায়ে নায়কের প্রসাদন চেষ্টা সত্ত্বেও নায়িকার অভিমান। কলহান্তরিতায় পদানত নায়ককে বিতাড়িত করার জন্য নায়িকার অনুশোচনা এবং সখীসহায়তায় নায়কের সঙ্গে পুনর্মিলন। অতঃপর সংকীর্ণ সম্ভোগ পর্যায়ে দানচ্ছলে মিলন ও নৌকাবিলাস। দান আদায় ও খেয়াপারের অছিলায় স্থলপথে ও জলপথে নায়ক কর্তৃক নায়িকা সম্ভোগ। এরপর মহারাস। শারদ পূর্ণিমা রাত্রে যমুনা-পুলিনে বংশীমুগ্ধা গোপীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যলীলা*। রাস-পর্বে কৃষ্ণের অন্তর্ধান, ও পুনরাবির্ভাবের পর নৃত্যশেষে রাধাকৃষ্ণের একত্র যাপন।

এর পরের পর্যায় প্রেমবৈচিত্ত্য। নিবিড় আলিঙ্গনের মুহূর্তেও কল্পিত বিচ্ছেদাশঙ্কায় নায়ক-নায়িকার চিত্তে এক কাল্পনিক বিরহানুভূতি! এ যেন স্পর্শকাতর চিত্তে পরবর্তী মাথুর বিরহের পূর্বাভাস। প্রেমবৈচিত্ত্যের পর সম্পন্ন-সম্ভোগ এবং সম্ভোগস্মৃতি রোমন্থন—বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় যার নাম 'রসোদ্গার'।

অতঃপর রাধাকৃষ্ণের রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে নেমে আসে সুচির-বিচ্ছেদের যবনিকা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা উপলক্ষে রাধার ভাবী, ভবন্ ও ভূত বিরহ।

ভূত বিরহের তীব্র আর্তি ও উন্মাদনা থেকে শ্রীরাধা উপনীত হন দিব্যোন্মাদের মরমীয় চেতনার দিব্যলোকে,—যেখানে মাদনাখ্য মহাভাবাবস্থায়

---

* লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শারদ-রাসের পরিবর্তে বসন্ত-রাসের কল্পনা করেছেন।

বিরহ ও মিলনের বোধ একাকার। এই বিশেষ দিব্যানুভূতির অবস্থায় রাধার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে তার ভাব-সম্মিলনের আনন্দ-উল্লাস। এই নিত্যমিলনের আনন্দলগ্নে কৃষ্ণের পদতলে রাধার যে প্রণত আত্মদান তারই নাম আত্মনিবেদন।

মিলনবিরহ লীলাশ্রিত প্রেমের পরিণত স্তরে যে মরমী ভাবনার অনুভব, বৈষ্ণব পদাবলী সেখানে সমাপ্ত। সেখানে 'এক'-এর মধ্যে বিচিত্রের অবসান। রাধাকৃষ্ণর লীলাপারম্পর্য অনুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলীকে এভাবে সাজালে মানবিক প্রেমের ক্রমবিকাশের শেষে এমন এক স্থানে উপনীত হওয়া যায় যেখানে ভক্ত-ভগবানের যাবতীয় ভেদের মধ্যেও এক অচিন্তনীয় অভেদের অনুভব হয়। বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদের কাব্যময় রসরূপ।

॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব পদাবলী প্রকৃতিমুখ্য কবিতা নয়, প্রেমমুখ্য কাব্য। কিন্তু রোমান্টিক প্রেমানুভূতির সঙ্গে নিসর্গের অতি নিবিড় সম্পর্ক। পদাবলীতে প্রকৃতিজগৎ প্রাধান্য না পেলেও প্রেমের পটভূমি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ষড় ঋতুর মধ্যে পদাবলীতে বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুরই প্রাধান্য। গ্রীষ্মাভিসার ও হিমাভিসার পর্যায়ে গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন ও শীত-রাত্রির বর্ণনা থাকলেও শীত বা গ্রীষ্ম ঋতু পদাবলীর রোমান্টিক পরিবেশের প্রতিকূল। বসন্ত, শরৎ এবং বর্ষাই সেক্ষেত্রে পদাবলীর মিলন-বিরহের অনুকূল ঋতু। এর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঋতু বর্ষা, অভিসার ও বিরহ পর্যায়ের মুখ্য উদ্দীপন বিভাব। অভিসারের প্রতিকূল এবং বিরহের অনুকূল ঋতুরূপে বর্ষা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিচিত্র নিসর্গ সৌন্দর্যে অপরূপ। বসন্ত ঋতু এসেছে রোদনভরা বিরহ এবং উল্লসিত মিলনের দিনে মদনসখারূপে সুসজ্জিত হয়ে। জয়দেবের বসন্তরাসের পদে বসন্তের রাজকীয় সজ্জা, এবং বিদ্যাপতির পদে তার রাজন্য-রূপ।

'শারদোৎফুল্লমল্লিকা' নিয়ে শরৎ দেখা দিয়েছে পদাবলীর রাস পর্যায়ে। শ্রীমদ্‌ভাগবতকে অনুসরণ করেও এর মধ্যে রয়ে গেছে বাংলা-দেশের শেফালী-মালতী-কাশ কুসুমের বিশিষ্ট সৌন্দর্যের উদ্দীপন।

উদ্দীপন বিভাবরূপে পটভূমি সৃষ্টি ছাড়াও পদাবলীতে উপমা রূপকল্পের টানে ভেসে এসেছে নিসর্গের বিচিত্র ছবি। চণ্ডীদাসের পদে দেখা দিয়েছে গ্রাম-বাংলার বিশিষ্ট নিসর্গদৃশ্য এবং জ্ঞানদাসের পদে আছে প্রকৃতির দেশ-

কালাতীত রোমান্টিক রূপ। জয়দেব-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের পদে রূপ-রচনার মধ্যে এসে গেছে নিসর্গ প্রকৃতির আলংকারিক চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড প্রাণময় সত্তারূপে নিসর্গের সঙ্গে কবিচিত্তের সংযোগ যা আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিতায় প্রাপ্য, তার প্রকাশ বৈষ্ণব-পদাবলীতে ঘটে নি, মধ্যযুগের কাব্যে তা সম্ভবও ছিল না।

॥ ৬ ॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রধানত তিন প্রকার ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে। এক, সংস্কৃত ভাষারীতি; দুই, লৌকিক বাংলা ভাষারীতি; তিন, ব্রজবুলি রীতি। এ ছাড়া আছে সংস্কৃত বাংলা ব্রজবুলি ভাষা মিশিয়ে আরেক প্রকার মিশ্রভঙ্গী। পদাবলীতে অনসৃত প্রধান তিন ধরনের ভাষা-রীতির মধ্যে প্রথমটির জনক জয়দেব, দ্বিতীয়টির স্রষ্টা চণ্ডীদাস এবং তৃতীয়টির উদ্ভবমূলে আছেন বিদ্যাপতি।

সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন জয়দেবের আগে লক্ষ করা যায় শঙ্করাচার্যের স্তোত্রে এবং ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিতের গীতের মধ্যে। বৈষ্ণব পদাবলীতে জয়দেবই প্রথম। জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে যে চব্বিশটি গীত রচনা করেছেন তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও অভিনব। সম্ভবতঃ জয়দেব তাঁর গীত রচনায় প্রাকৃত-অপভ্রংশ রীতির সাহায্যও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গীত রচনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়—

(১) বিভক্তিবাহুল্যবর্জিত তৎসমশব্দগুলি সন্ধিসমাসের বন্ধনে আলগা-ভাবে জোড়া।

(২) মধ্য ও অন্ত্যানুপ্রাসস্পন্দিত সঙ্গীত-মূর্ছনায় শব্দগুলি ললিত-কোমল।

(৩) অনেকক্ষেত্রে স্বল্পযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট পদগুলি কেবল স্বরধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের দোলায় গীতধ্বনিময়।

জয়দেবের এই অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তীকালে প্রধান দু-জন বৈষ্ণব কবি পদরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দুজনেই চৈতন্যভক্ত কবি। একজন শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নীলাচলবাসী রায় রামানন্দ এবং অপরজন চৈতন্যপদাশ্রিত বৃন্দাবনবাসী রূপ গোস্বামী। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক'-এর গীতগুলি জয়দেবীয় রীতিতে রচিত। সনাতন ভণিতায় রচিত রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলী' গ্রন্থের গীতগুলিও

জয়দেবীয় সংস্কৃতে লেখা। এ ছাড়া রূপ গোস্বামীর সমকালীন বৈষ্ণব কবি মাধবাচার্যের অনেকগুলি পদও জয়দেবানুসারী সংস্কৃত রীতিতে রচিত। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে গোবিন্দদাস কবিরাজও জয়দেবের এই সংস্কৃত পদরীতি অনুসরণ করে 'ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতম্' প্রভৃতি পদ রচনা করেছেন। আরও পরে অষ্টাদশ শতকে জয়দেবের এই সংস্কৃত পদভঙ্গীকে অনুসরণ করে কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন 'পদামৃতসমুদ্র' সঙ্কলনকর্তা রাধামোহন ঠাকুর।

বৈষ্ণব পদাবলীতে খাঁটি বাংলাভাষা প্রয়োগের আদি নিদর্শন চণ্ডীদাসের পদে। পদাবলীর চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীতে খাঁটি বাংলাভাষার যে বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়েছেন তা কবির নিজস্বতা গুণে চণ্ডীদাসীয় রীতি বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। যদিও বর্তমানে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদই চণ্ডীদাসের পদ নয়, কিন্তু এ সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদগুলিতে পাওয়া যায় চণ্ডীদাসের বিশিষ্টতা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে—'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।' চণ্ডীদাসের কবিভাষার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিদের বাংলাভাষায় পদরচনার ক্ষেত্রে 'সামান্য লক্ষণ' হয়ে দেখা দিয়েছে—

(১) পদাবলীর বাণীভঙ্গিতে দ্বিরুক্তরীতি—

'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।'

(২) পরোক্ষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষের ব্যঞ্জনা—

'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।'

(৩) সাধারণ উপমার মধ্যে অসাধারণ ভাবপ্রকাশ—

'কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়।'

(৪) লৌকিক প্রবাদ প্রবচনের অব্যর্থ প্রয়োগ নৈপুণ্য—

'শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।'

(৫) কিছু কিছু নিজস্ব শব্দগুচ্ছ—অবলা অখলা, রসের সাগর, পরাণ পুতলী ইত্যাদি'।

চণ্ডীদাসের সহজ সরল প্রত্যক্ষ অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী বাঙলা ভাষারীতিকে ব্যাপক ভাবে অনুসরণ করেছেন নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ চৈতন্য-সমকালীন বৈষ্ণব পদকারগণ যাঁরা ছিলেন মূলতঃ চৈতন্য-ভাবাবেগ-প্লাবিত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার কবি।

এ ছাড়া চণ্ডীদাসের ঐতিহ্য বরণ করেছেন লোচনদাস, বলরামদাস, নরোত্তম দাস, জ্ঞানদাস, জগন্নাথ দাস প্রমুখ চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিরা যাঁরা মূলতঃ হৃদয়াবেগপ্রধান মন্ময়ী কবি এবং সেই কারণে রচনারীতিতেও অনেকাংশে চণ্ডীদাস গোত্রের।

বৈষ্ণব পদাবলীতে সবচেয়ে শিল্পগত ভাষারীতি হল ব্রজবুলি। ব্রজবুলি ব্রজের বুলি বা বৃন্দাবনের ভাষা নয়, ব্রজলীলা কীর্তনের জন্য এক অভিনব ভাষা। ব্রজবুলি কোনো জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষা নয়, বিশুদ্ধ পদ বা গীত রচনার উপযোগী এক শ্রুতিসুভগ মিশ্রভাষা। বিদ্যাপতিকেই এই মিশ্র ভাষার স্রষ্টারূপে ধরা হয়। পূর্বভারতের সর্বজনবোধ্য সাহিত্যিক ভাষা অবহট্টের ঠাটে এবং বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্নতর শব্দের মিশ্রণে ও ঘর্ষণ মার্জনে সূক্ষ্ম প্রেম ভাবুকতা প্রকাশের সঙ্গীতোপযোগী ভাষারূপে ব্রজবুলির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে উড়িষ্যার রায় রামানন্দের 'পহিলহি রাগ' পদে, এবং বাংলাদেশে সম্ভবতঃ এর প্রথম আবির্ভাব হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) নামাঙ্কিত যশোরাজখানের পদে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখা দিল কবিরঞ্জন, কবিশেখর, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের রচনায়।

ব্রজবুলি ভাষার প্রধান গুণ হল এর ধ্বনিগৌরব। প্রাকৃত-অপভ্রংশের মতো লঘু গুরু উচ্চারণে উপচিত স্বর ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গীতসুষমায় সমন্বিত হয়ে অনুপ্রাসে ঝঙ্কৃত হয়েছে ব্রজবুলির সুমিত পদবিন্যাস। চৈতন্যসমকালীন পদকর্তাদের তুলনায় চৈতন্যপরবর্তীকালের পদকর্তাগণই ব্রজবুলি পদ রচনায় বেশী উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ব্রজবুলি পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ শিল্পসিদ্ধি গোবিন্দদাসের। জয়দেবের সংস্কৃত পদের ধ্বনিগুণ ও বিদ্যাপতির মৈথিলী পদের চিত্রগুণ সুসমন্বিত হয়ে গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি স্বতন্ত্র শিল্পসামর্থ্য লাভ করেছে। গোবিন্দদাসের পূর্বে ও পরে ব্রজবুলী পদ রচনায় যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবিরঞ্জন, রায়শেখর, কবিবল্লভ, রায় বসন্ত প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখ-যোগ্য। আরও পরে গোবিন্দদাসের প্রভাবে যাঁরা ব্রজবুলি ভাষায় পদ-রচনা করে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সপ্তদশ শতকে গোবিন্দ দাসের পৌত্র ঘনশ্যাম দাস এবং ভাগিনেয় বলে কথিত বলরাম কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকেও গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি ভাষাকে যাঁরা বহন করেছেন তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্তা জগদানন্দ, রাধামোহন ঠাকুর, চন্দ্রশেখর ও তাঁর ভ্রাতা শশিশেখরের নাম স্মরণীয়। উনবিংশ শতকের

শেষ পাদে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে এই ধারার শেষচিহ্ন।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্রণে মিশ্র ভাষাভঙ্গীতে পদ রচনার নিদর্শন লক্ষ করা যায় সপ্তদশ শতকের কবি যদুনন্দন দাসের পদে, এবং অষ্টাদশ শতকে শশিশেখর, রাধামোহন এবং বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ দাসের রচনায়। 'ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে' পদটি এর দৃষ্টান্ত।

॥ ৭ ॥

বাংলা ছন্দের তিনটি ধারাই বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্তমান।

জয়দেবের পদে প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রামূলক ছন্দোরীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ছন্দে কোমল অনুপ্রাসের রম্যতা সহজে সঞ্চারিত হয়। ব্রজবুলিতে নির্মিত পদে এই মাত্রাছন্দ রীতিরই বহুবিচিত্র পর্বসমন্বিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। জয়দেবের পদে এবং বিদ্যাপতির পদে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে বিভিন্ন ভঙ্গীর প্রয়োগ আছে তদনুসারে পরবর্তীকালের ব্রজবুলি পদেও এরকম বিচিত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। এ ছাড়া ব্রজবুলি পদে দেখা যায় ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিজস্ব সংযোজন যা পরবর্তীকালে 'তিন মাত্রার চাল' নামে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। গোবিন্দদাসের রাসের সুবিখ্যাত পদ এই জাতীয় ছন্দেরই নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রজবুলি পদে মাত্রাগণনা পদ্ধতি সংস্কৃত পদ এবং আধুনিক বাংলা কবিতার মাত্রাগণনা-রীতির ন্যায় এতখানি সুনির্দিষ্ট নয়, কারণ গানের রীতিতে ব্রজবুলি পদে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা-পরিমাণ অনেকক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট; একই স্বরধ্বনি কোথাও একমাত্রার, কোথাও দুমাত্রার। এমন কি যৌগিক স্বর ও যুক্ত-ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট দু' মাত্রার মূল্যে সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দোরীতিরও বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ করা যায় বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে। একাবলী, পয়ার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ত্রিপদীর বিভিন্ন নমুনা পাওয়া যায় চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাসানসারী পদকারদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র কাব্যবিতানে। এই ছন্দের শোষণ শক্তির বিশেষ পরিচয় আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের অন্তর্গত পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী রূপের পদগুলিতে।

বাংলা ভাষার একেবারে নিজস্ব ছন্দ হল লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ

যা মধ্যযুগে কখনও কখনও 'লাচাড়ি' নামে অভিহিত। এই জাতীয় দ্রুতলয়ের ছন্দেরও চমৎকার নিদর্শন লক্ষ করা যায় লোচনদাসের ধামালী জাতীয় গৌরনাগর ভাবের পদগুলির মধ্যে। এ ছাড়া সংস্কৃত ও প্রাকৃতে প্রচলিত পুরানো মাত্রা-ছন্দের মধ্যে তোটক ও পজ্ঝটিকা ছন্দেরও কিঞ্চিৎ অনুসরণ লক্ষ করা যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে।

বৈষ্ণব কবিতা সংস্কৃত কবিতার মতো আবৃত্তিযোগ্য শ্লোকনিবদ্ধ রচনা নয়, গীতোপযোগী ভাষার গ্রন্থন। মহাজন গীতগুলির পদাবলী আখ্যা নিঃসন্দেহে জয়দেবের 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীম্' উল্লেখ থেকেই গৃহীত। যদিও জয়দেব 'পদাবলী' শব্দে সম্ভবতঃ পদসমুচ্চয় অর্থাৎ বাক্যকেই নির্দেশ করেছেন। 'পদ' অর্থে পূর্ণগীত বা কবিতার নূতন নাম পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সমাজের। বৈষ্ণব জীবনী ও শাস্ত্রগ্রন্থে বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃতির পূর্বে মহাজনেরা প্রায়শঃই লিখেছেন—'তথাহি পদম্'। জয়দেবের গীতগুলিকে যদি পদ নাম দেওয়া হয় তবে সেই অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ধ্রুবপদবিশিষ্ট ও ভণিতাচিহ্নিত গানগুলিই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীন আদর্শ। বৈষ্ণব পদের আঙ্গিক রীতিতেও অন্ত্যমিল, ধুয়া এবং ভণিতা পূর্বোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। পদাবলীর পংক্তিসংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। তবে সাধারণতঃ অধিকাংশ পদই বারো থেকে আঠারো চরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে ন্যূনতম অবস্থায় অষ্ট পংক্তির পদ যেমন আছে তেমনি বত্রিশ পংক্তির পদও পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর শিল্পগত প্রধান পরিচয় হল, এগুলি মূলতঃ গান এবং কীর্তন নামক এক বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গীত। পদগুলি পৃথকভাবে যেমন আস্বাদন করা যায়, তেমনি পালাবদ্ধভাবেই এগুলি কীর্তনের আসরে গীত হয়। খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসবে পালাবদ্ধ রসকীর্তনের প্রথম প্রচলন করেন ঠাকুর নরোত্তম দাস। অতঃপর কীর্তনাঙ্গের বিশিষ্টতা অনুযায়ী অঞ্চল বিশেষে দেখা যায় মান্দারিণী, রেণেটি, মনোহরশাহী ও গরাণহাটি কীর্তনগানের বিভিন্ন ধারণা। কীর্তনগানের বিশিষ্টতা হল 'আখরে'—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কথার তান বিস্তার। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের সময় কীর্তনীয়া কেবল গায়ক নন, পদের রসব্যাখ্যাকারও। উৎকৃষ্ট রসভাষ্য সহযোগে বৈষ্ণব পদাবলীকে পালাবদ্ধভাবে সুসজ্জিত করে কীর্তনের বিশিষ্ট আঙ্গিকে গান করাই পালা-কীর্তনের সৌন্দর্য।

পালাকীর্তনরীতিতে প্রযুক্ত পদসজ্জাপদ্ধতিকে অনুসরণ করেই অষ্টাদশ শতকে রসপর্যায়মুখ্য পদসঙ্কলনের নীতিনিয়ম নির্ধারিত হয়। কিন্তু

সংকলনে ধৃত হওয়ার আগে রসকীর্তনের শ্রৌত রূপাধারেই বৈষ্ণব পদগুলি সংরক্ষিত হত। এর ফলে কীর্তনীয়াদের নানাজনের কণ্ঠে একই পদের ভাষা-ভঙ্গীতে বিভিন্ন রূপান্তর ঘটেছে। এগুলি পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন পদসংকলনে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র পাঠ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া ঘটেছে পদাবলীতে ভণিতা বিভ্রাট। বৈষ্ণব পদাবলীতে পদের শেষে কবির যে নাম ও পরিচয়-স্বাক্ষরিত নিজস্ব মন্তব্য-চিহ্নিত অংশ থাকে তাকে বলে ভণিতা। কীর্তনীয়াগণ অনেকক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তনের সময় একজন কবির পদ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্য পদ-কর্তার নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কেবল কীর্তনীয়া নয়, পুঁথিলেখক ও পদসংকলকও অনুলেখন ও সংকলন কালে এই ভণিতাবিভ্রাট ঘটিয়েছেন। কদাচিৎ অখ্যাত কবি নিজেও বিখ্যাত কবির নামে নিজের রচনাকে অমরত্ব দানের দুরাশায় স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছেন। এ ছাড়া মধ্যযুগে একই নামের বহু কবি থাকায় চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস প্রমুখ কবির পদ নিয়েও এই ধরনের ভণিতাবিভ্রাট দেখা দিয়েছে। একই গোত্রের ভিন্নকবির ক্ষেত্রেও এই বিভ্রাট ঘটায় চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাসের নামে অথবা জ্ঞানদাসের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলে গেছে। বিদ্যাপতির ভণিতায় চলছে পরবর্তীকালের বাঙালী অ-বিদ্যাপতির পদ, বিদ্যাপতির পদও আবার পরিবর্তিত আকারে চলে যাচ্ছে ছোট বিদ্যাপতি, রায়শেখর কবিবল্লভের ভণিতায়। ষোড়শ শতকের বাংলাপদের রচয়িতা বলরাম দাস এবং সপ্তদশ শতকের গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনেয় ব্রজবুলি পদের রচয়িতা বলরাম দাস একই ভণিতায় পদ রচনার ফলে পদকর্তৃত্ব নির্ণয়ে অনেকক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

এই সমস্ত পাঠান্তর ও ভণিতা বিভ্রাটের ফলে সঠিকভাবে পদের রূপ ও পদকারের পরিচয় এতকাল পরে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য প্রায় বলা চলে। এক্ষেত্রে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য পদসংকলনগুলি অবলম্বন করে এবং পদের আভ্যন্তরীণ ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে সঠিক পদপাঠ ও ভণিতা নির্ণয় করা উচিত। প্রধানতঃ প্রামাণিক পদসংকলনগুলির সাহায্যে বর্তমান সংকলনের পাঠ ও ভণিতা নির্ণয় করা হল।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি যে সমস্ত প্রাচীন পদসংকলনগুলির সাহায্যে রচিত তার মধ্যে প্রাচীনতম সংকলন হল 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'। সংকলনকর্তা রামগোপাল দাস। ১৫৯৫ শকাব্দ বা ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে এটি সংকলিত হয়। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির রসব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বাদশ কোরকে বা বারোটি

পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। ঠিক সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রথিত না হলেও এই গ্রন্থটিকে প্রাথমিক অবলম্বন রূপে এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। গোপালদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলি প্রধানতঃ এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।

সংকলনের উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচিত অষ্টাদশ শতকের প্রথম বৈষ্ণব পদ সংকলন 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ত্রিংশ ক্ষণদায় বিভক্ত প'য়তাল্লিশ জন পদকর্তার তিন শতাধিক পদের সমষ্টি। সংকলনকর্তা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এখানে হরিবল্লভ ভণিতায় স্বরচিত পদও সংযোজন করেছেন। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির প্রকরণভেদ অনুযায়ী সংকলনটি বিন্যস্ত। এই সংকলনটিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ না থাকলেও অষ্টাদশ শতকের প্রথম প্রামাণিক সংকলন বলে গ্রন্থটির সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী সংকলন নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়ের অষ্টভাগের মধ্যে প্রথম ভাগের অংশবিশেষ নিয়ে 'পূর্বরাগ' শীর্ষক ১১৭০টি পদ বর্তমানে পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামীর আলংকারিক রীতি অনুযায়ী সংকলিত গৌরচন্দ্রিকাসহ রাগচিহ্নিত এই পদসংকলনের কিছু পদও বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়েছে। বিশেষতঃ নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলি এখান থেকে সংগৃহীত।

অষ্টাদশ শতকে অপর দুটি বহুমান্য সংকলনের একটি রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র এবং অপরটি বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের পদকল্পতরু। পদামৃতসমুদ্রে আছে ৭৪৬টি পদ। তার মধ্যে ২২৮টি সংকলকের স্বরচিত। পদগুলি রাগতালচিহ্নিত। পদের টীকা সংস্কৃতে রচিত। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির আলংকারিক পর্যায় প্রকরণ অনুযায়ী এটি সংকলিত। পদকল্পতরু সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম পদসংকলন। ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারের বেশী পদ এখানে বর্তমান। গ্রন্থটি চারটি শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি শাখায় আছে অনেকগুলি পল্লব বা পরিচ্ছেদ। এই সংকলনটিতে রূপগোস্বামীর আলংকারিক রসক্রম অনুসরণ করা হলেও নতুনত্ব আছে। পদকল্পতরুই বর্তমান পদসংকলনের মূল উৎস ও প্রধান আদর্শ। পদকল্পতরু থেকেই বর্তমান সংকলনে অধিকাংশ পদ সংকলিত হয়েছে। অবশ্য পাঠান্তর বিচার ও ভণিতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পদামৃতসমুদ্রের নির্দেশকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পদকল্পতরুতে নেই এরকম পদ নেওয়া হয়েছে কদাচিৎ পদামৃতসমুদ্র থেকে।

এ ছাড়া বর্তমান সংকলনের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য যে সমস্ত

সংকলনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল গৌরসুন্দর দাসের সংকীর্তনানন্দ বা কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত ইত্যাদি। সংকীর্তনানন্দে আছে ৬০ জন পদকর্তার ৬৫১টি পদ। দুই খণ্ডে কুড়িটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত সংকীর্তনামৃতে আছে চল্লিশ জন পদকর্তার ৪৯১টি পদ। বর্তমান সংকলনে দীনবন্ধু দাসের পদগুলি প্রধানতঃ সংকীর্তনামৃত থেকে গৃহীত। টীকায় সংস্কৃত শ্লোকের কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও এখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তিনটি রসপর্যায়মুখ্য আলংকারিক পদ-সংকলন হল যথাক্রমে কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর, নিমানন্দ দাসের পদ-রসসার এবং গৌরমোহন দাসের পদকল্পলতিকা। প্রথমটি সংকলিত হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এবং শেষেরটি সংকলিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। এদের মধ্যে ১৩৫৮টি পদবিশিষ্ট পদরত্নাকর এবং ১৭০০টি পদবিশিষ্ট পদরসসার থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবিমুখ্য পদসংকলনগুলির মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পৃথক পৃথক যে পদসংকলন হয়েছিল বর্তমান সংকলনের ক্ষেত্রে তাদেরও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী, রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদরত্নাবলীর কাছেও বর্তমান সংকলকের ঋণ অবশ্য স্বীকার্য।

বর্তমান শতকের প্রথম পাদে ১৩১০ বঙ্গাব্দে বা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক গৌরপদতরঙ্গিণী নামে যে সুবৃহৎ গৌরপদসংকলন প্রকাশিত হয় (যার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় মৃণালকান্তি ঘোষের সম্পাদনায়) বর্তমান সংকলনে সেখান থেকে গৌরপদ নির্বাচন ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সাহায্য নেওয়া হয়েছে এই শতকের সর্ববৃহৎ বৈষ্ণব সংকলন সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সংকলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে, ক্ষুদ্রতম সংকলন সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত ও অধ্যাপক সুকুমার সেন সংকলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও জিজ্ঞাসা প্রকাশিত 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' থেকে। তাছাড়া আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলী,

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, বিদ্যাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাসের পদাবলী, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁর যুগ, অমরচৈতন্য ব্রহ্মচারী সম্পাদিত বলরাম দাসের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রায়শেখরের পদাবলী, মালবিকা চাকী সম্পাদিত বাসু ঘোষের পদাবলী ইত্যাদি বহুবিধ পদ সংকলন গ্রন্থ বর্তমান সংকলনের পদ নির্বাচন ও টীকা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্য করেছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদের সঙ্গে একালের পাঠকের পরিচয় সাধনই বর্তমান সংকলনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হলেই বর্তমান সংকলনের সার্থকতা।

বন্দনা

১

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ॥
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন ॥
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ॥
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ॥
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ॥
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

—গীতগোবিন্দ, ১/১

টীকা—গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম গীত। জয়দেবের এই দশাবতার বন্দনাগীতটি চৈতন্যপূর্বযুগের ঐশ্বর্যরূপাত্মক হরিবন্দনারূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বন্দনাটিতে শ্রীকৃষ্ণের দশরূপ অবতারের কথা বলা হলেও কেশবকে কিন্তু অবতারী বলা হয়েছে। এদিক থেকে জয়দেব ভাগবতানুসারী হলেও অবতারের রূপকল্পনায় তিনি ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির অনুগামী।

২

অপঘনঘটিতঘুসৃণ-ঘনসার।
পিঞ্ছ-খচিত কুঞ্চিত-কচ-ভার ॥
জয় জয় বল্লব-রাজ-কুমার।
রাধা-বক্ষসি হরি-মণি-হার ॥
রাধা-ধৃতিহর মুরলী-তার।
নয়নাঞ্চল-কৃত-মদনবিকার ॥

রস-রঞ্জিত-রাধা-পরিবার।
কলিত-সনাতন-চিত্ত-বিহার॥

পদামৃতসমুদ্র, ৪

অনুবাদ—কুংকুমকর্পূররঞ্জিত দেহ, ময়ূরপুচ্ছশোভিত কুঞ্চিত কুন্তল, রাধাবক্ষের ইন্দ্রনীলমণিহারস্বরূপ হে গোপরাজকুমার কৃষ্ণ, তোমার জয় হোক। রাধার ধৈর্যহরণকারী তোমার বংশীধ্বনি। রাধার মদনবিকারের উৎস তোমার কটাক্ষভঙ্গী। তোমার প্রেমরসে রঞ্জিত রাধাপরিকর গোপীবৃন্দ। তুমি সনাতন চিত্তবিহারকারী, তোমার জয় হোক।

মন্তব্য—সনাতন নামচিহ্নিত পদটি রূপ গোস্বামীরচিত রাধানায়ক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরূপ-বন্দনামূলক পদ।

৩

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো[১] শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুর মুনিগণ[২]-মনমোহন-ধাম॥
জয় নিজ কান্তা কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব বিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী- লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জুন
প্রেম-প্রবর্ধন[৩] নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয়-সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনূপ॥
জয় অতিবল-বল- রাম-প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ।

জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-ভঞ্জন
গোবিন্দদাস আশ-অনুবন্ধ ।।

প.ক.—৫

১ জয়।
২ সুর নরগণ।
৩ বিবর্ধন।

টীকা—পুরন্দর—ইন্দ্র ; শ্রেষ্ঠ।

নিজ কান্তা-কান্তি-কলেবর—নিজের প্রেয়সী রাধার দেহকান্তিবিশিষ্ট গৌরদেহ। তু° রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্।

প্রেয়সীভাব-বিনোদ—প্রেয়সী রাধার ভাব গ্রহণে যাঁর আনন্দ।

নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ—নদীয়া নাগরীদের নয়নানন্দ।

শ্রীদাম-সুদাম-সুবলার্জুন—কৃষ্ণসখা।

রামাদি—রামানন্দ প্রভৃতি।

গোবিন্দদাস আশ-অনুবন্ধ—পদকর্তা গোবিন্দদাসের আশার অংকুর।

পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলার সমীকরণ হয়েছে। বলরাম নিত্যানন্দও সমীকৃত।

৪

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়
স্বরূপ রামানন্দ রায়।
সুমধুর নিগূঢ় গৌর-রস-জগজন
জানল যাঁর কৃপায় ॥
জয় নরহরি গদাধর শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর দাস গদাধর
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস ॥
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।

বন্দনা

জয় বৃন্দাবন দাস গৌররসে
জগজনে করল সন্তোষ ॥
জয় জয় অনন্ত- দাস নয়নানন্দ
জ্ঞানদাস যতুনাথ ।
শ্রীরূপ সনাতন[১] জয় জয় শ্রীজীব
ভক্ত-যুগল রঘুনাথ ॥
জয় জয় কৃষ্ণ- দাস কবি-ভূপতি
গৌর ভকতগণ আর ।
বৈষ্ণবদাস আশ পরিপূরহ[২]
দেহ চরণ-রজ-সার ॥

প.ক.—২

১ শ্রীমদ্রূপ সনাতন জয় জয় ।
২ পরিপূরব ।

টীকা—স্বরূপ রামানন্দ—দুজনেই নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ।

নরহরি গদাধর—নরহরি সরকার ও গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপলীলার পরিকর ।

শ্রীনিবাস—শ্রীবাস ।

বক্রেশ্বর—গৌরাঙ্গের নৃত্যসঙ্গী ।

মুকুন্দ মুরারি—মুকুন্দ দত্ত ও মুরারি গুপ্ত । প্রথমে সতীর্থ পরে ভক্ত গৌরাঙ্গ পারিষদ ।

হরিদাস—যবন হরিদাস । শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচল লীলার বিনম্র সঙ্গী ।

বসু রামানন্দ—মালাধর বসুর পৌত্র । গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব কবি ।

সেন শিবানন্দ—গৌরাঙ্গ-পার্ষদ । এঁরই পুত্র পরমানন্দ সেন, 'কবিকর্ণপুর' ।

গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ—তিন ভাই ; মুখ্য কীর্তনীয়া ও গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী পদকার ।

বৃন্দাবন দাস—নিত্যানন্দের শিষ্য। চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা।

অনন্তদাস নয়নানন্দ জ্ঞানদাস যদুনাথ—চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকার।

শ্রীরূপ……রঘুনাথ—রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী।

কৃষ্ণদাস কবি-ভূপতি—চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর সংকলন-কর্তা গোকুলানন্দ সেন।

৫

বিদ্যাপতি-পদ- যুগল সরোরুহ-
নিস্যন্দিত-মকরন্দে[১]।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে[২] ॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা ফুরব কি মোয় ॥
জনু বাঙন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চড়ব কিয়ে[৩] শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ[৪] খোঁজব
মিলব কলপতরু নিকরে ॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধহি[৫]
ভকত-নখর-মণি-ইন্দু।
কিরণ-ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু ॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।

গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল
ভকত-কৃপা বলবান ॥

প.ক.—১২

১ মকরন্দ।
২ অনুবন্ধ।
৩ গিরি।
৪ দিগে।
৫ অনুবন্ধ।

টীকা—সরোরুহ—পদ্ম। নিস্যন্দিত—ক্ষরিত। মকরন্দে—মধুতে। অনুবন্ধ—প্রয়াস। জনু—যেন। বাঙন—বামন। শিখরে—পর্বতশীর্ষে। নিকরে—সমূহে।

সো লহ……ইন্দু—ভক্তের পদনখমণিচন্দ্রের অনুসরণ যে করে সে অন্ধ নয়। অর্থাৎ বিদ্যাপতির মতো ভক্তের পদানুসরণ করলে অন্ধতা থাকে না।

বিদ্যাপতি-বন্দনার এই পদটি ভাবশিষ্য গোবিন্দদাসের মানস-গুরুকৃত্য।

৬

জয় জয় চণ্ডী- দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকলগুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগতজনে ॥
বিপ্রকুল-ভূপ ভুবনে পূজিত
অতুল আনন্দ-দাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি
কি দিয়া করিল ধাতা ॥
সতত সে রসে ডগমগ নব
চরিত বুঝিবে কে।

যাহার চরিতে ঝুরে পশু পাখী
পিরিতে মজিল যে ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধ[১] মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী
ব্যাপিল যাহার গীতে ॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ-পতি
শ্রীগৌর[২] আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া ॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব
জিনিয়া যাহার গান।
অনুখন কীর্তন আনন্দে মগন
পরম করুণাবান ॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ
সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনের প্রাণ-ধন গুণ
বর্ণিতে নাহিক ওর ॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি-বিহীন জনে ধিক রহু
দাস নরহরি ভণে ॥

প.ক.—১৪

১ বিভেদ।
২ গৌরাঙ্গ।

টীকা—বিপ্রকুল ভূপ—ব্রাহ্মণবংশ শ্রেষ্ঠ। ওর—সীমা। বর্ণিলা বিবিধ মতে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ে ইঙ্গিত। পিরিতে মজিল যে—রামী-চণ্ডীদাস বৃত্তান্তের ইঙ্গিত।

শ্রীনন্দ নন্দন······লৈয়া—স্বরূপ দামোদরসহ শ্রীচৈতন্যের চণ্ডী-দাসের পদ আস্বাদনের প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়।
চণ্ডীদাস-বন্দনার পদটি ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

৭

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্‌দেবী যাহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি॥
ব্রজের মাধুরী লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাহিলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কাব্যগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশ ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ॥
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে॥

গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)
৩২১ পৃ.

টীকা—বাগ্‌দেবী—সরস্বতী। দরবে—দ্রবীভূত হয়। গুরুর আদেশে—শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশে। বল্লভ—গোবিন্দদাসের কবিবন্ধু।

প্রার্থনা

১

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরল
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দোঁ তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ ন সেবিল
যুবতি মতি মোএ মেলি[১]।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি লেহ[২] মনে গণি[৩]
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই[৪]
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥

প. ক.—৩০১৮

১ রহিলুঁ যুবতি মতি মেলি।
২ হেন।
৩ গুণি।
৪ মাঙ্গই।

টীকা—বটোরল—সঞ্চিত করলাম। বটোর্‌না (হিন্দী)। বেরি—বেলা। যুবতি মতি মোএ মেলি—যুবতী বিষয়ে আচ্ছন্নচিত্ত। পীয়ল—পান করলাম। কোই—কেউ। লেহ—স্নেহ, কৃপা। কহিলে ইত্যাদি—প্রার্থনা করলে কাজ হবে না।
সাঁঝক বেরি……লাজে—
যৌবনে সংসার আসক্তিতে ডুবে থেকে জীবন-সন্ধ্যায় কি কেউ সেবা-কৃপা প্রার্থনা করে? তোমার চরণ-দর্শনেই তো লজ্জা।

২

তাতল সৈকত[১] বারি-বিন্দু-সম
সুত-মিত-রমণি-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপল[২]
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন-দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়ল
জরা শিশু কতদিন[৩] গেলা।
নিধুবনে রমণী-রঙ্গরসে[৪] মাতিল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর[৫] সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব[৬]-তারণ-ভার তোহারা॥

প. ক. ৩০১৬

১ সৈকতে।
২ সমর্পিলুঁ।
৩ কতদিনে।
৪ রসরঙ্গে।
৫ লহরী।
৬ অব।

টীকা—তাতল—উত্তপ্ত। তপ্ত+(অস্ত্যর্থে) ল। সুত-মিত—পুত্র ও মিত্র। বিসরি—ভুলে। তাহে—তাতে। সমাপল—সমর্পণ করলাম। অব মঝু—এখন আমার। তোহারি—তোমারি (তব+স্য+হি)। বিশোয়াসা—বিশ্বাস। গোঙায়ল—কাটালাম। নিন্দে—নিদ্রায়। হাম—আমি>অহম্। নিধুবনে—শৃঙ্গারে। চতুরানন—চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সমাওত—প্রবিষ্ট হয়। লহর—লহরী বা ঢেউ। আরা—অপরা।

কবি বিদ্যাপতির সুস্পষ্ট আত্মকথন লক্ষণীয়। যৌবনে তিনি লৌকিক শৃঙ্গারাদি রসের কবি ছিলেন, পরে কৃষ্ণভক্তির। আরও লক্ষণীয় তাঁর ভক্তি ঐশ্বর্যভাব-বিমিশ্রিত।

৩

মাধব বহুত মিনতি করোঁ[১] তোয়।
দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিল
দয়া জনি[২] ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহো মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখিয়ে[৩] জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

প. ক.—৩০১৭

১ করি।
২ জনু।
৩ পাখী কিয়ে।

টীকা—জনি—যেন না। মোয়—আমাকে। তোয়—তোমাকে। জগ বাহির—জগৎ বহিভূর্ত। নহো=নহোঁ=ন+অস্। ম্‌ঞি—আমি। ছার—তুচ্ছ। মতি রহু—চিত্ত নিবিষ্ট হোক। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। পাখিএ—পাখিদের মধ্যে। তরইতে—ত্রাণ লাভ করতে। তিল এক—এক কণা।

৪

পায়ে পরি হরি করুহো কাতরি প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয় বিষধর বিষে জর জর জীবন না রহে থোর॥
অথির ধন জন জীবন যৌবন অথির এই সংসার।
পুত্র পরিবার সবহি অইসার করবো কাহেরি সার॥
কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল থির মোহে তিল এক।
নাহি ভয় ভব ভোগে হরি হরি পরম পদ পরতেক॥
কহতু শঙ্কর এ দুখসাগর পার করা হৃষীকেশ।
তুংহু গতি মতি দেহুঁ শ্রীপতি তত্ত্ব পন্থ উপদেশ॥

—শঙ্করদেব (রাষ্ট্রীয় গ্রন্থমালা সং)

টীকা—করুহো কাতরি—মিনতি করি। থোর—অল্প। অথির—অস্থির। অইসার—অসার। কাহেরি—কাহাকে।
প্রার্থনা পদটি আসামের বৈষ্ণব কবি শঙ্করদেবের (১৪৪৯ খৃঃ—১৫৬৯ খৃঃ) রচনা। তিনি কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ দেবের সভাশ্রিত ছিলেন।

৫

ভজহুঁ রে মন নন্দ[১]-নন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে।

দুলহ মানুষ- জনম[২] সতসঙ্গে[৩]
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত বরিখণ[৪]
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিলুঁ কৃপণ দুরজন
চপল সুখ-লব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন[৫]
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ[৬] হরি-পদ নীত রে ॥
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে ॥

প. ক.—৩০০২

১ শ্রীনন্দ।
২ দেহ।
৩ সতসঙ্গ।
৪ বরিখত।
৫ এ ঘর ধন জন।
৬ সেবহুঁ।

টীকা—দুলহ—দুর্লভ। শীত—শৈত্য। আতপ—রৌদ্র। বরিখন—বর্ষণ। সুখ লব—সুখ-কণিকা। ইথে—এতে। অত্র > এথ > ইথ। পরতীত—প্রতীতি। নীত—নিত্য।
কমল……টলমল—তু° নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্ ॥ (শঙ্করাচার্য)
শ্রবণ……আত্মনিবেদন—ভাগবতোক্ত নবধা ভক্তিলক্ষণ।
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
গোবিন্দদাসের এই পদটিতে নবধাভক্তি প্রার্থনা করা হয়েছে।

৬

হরি হরি আর কি এমন দশা হব ।

এ ভব সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি

আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥

সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন

সে ধূলি লাগিব করে গায় ।[১]

প্রেমে গদগদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া[২]

কান্দিয়া বেড়াব উচ্চরায় ॥

নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া

ডাকিব হা প্রাণনাথ[৩] বলি ।

কবে যমুনার তীরে পরশ[৪] করিব নীরে

কবে খাব করপুটে তুলি ।

আর কি এমন হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব

কবে গড়াগড়ি দিব তায় ।[৫]

বংশীবট-ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া

পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥

কবে গোবর্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি

রাধা[৬]কুণ্ডে কবে হব বাস ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে

আশা করে নরোত্তম দাস ॥

প. ক.—৩০৪৮

১ কবে গড়াগড়ি দিব তায় ।

২ গুণ গাঞা ।

৩ রাধানাথ ।

৪ প্রবেশ ।

৫ সে ধূলি মাখিব কবে গায় ।

৬ শ্রী ।

টীকা—রায়—রবে।

পদটিতে নরোত্তম দাসের ব্রজবাসের কামনা ব্যক্ত হয়েছে।

৭

কপট চাতুরী চিতে জন মন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নাম খানি।
দাঁড়াইয়া সত্যপথে অসত্য যজিয়ে[১] তাথে
পরিণামে কি হবে না জানি॥
ওহে নাথ মো বড় অধম তুরাচার।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য না মানিলুঁ মুঞি ধিক
অতএ সে না দেখি উদ্ধার॥
লোকে করে সত্য-বুদ্ধি মোর নাহি নিজ শুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেম-ভাব মোরে[২] করে নিজ গুণে তারা তরে
আপনি হইলুঁ ছোঁচ হাড়ি॥
চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পরিষদ সঙ্গে সঙ্কীর্তন রস-রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব॥

প. ক.—৩০৩০

১ করিলুঁ।
২ মোকে।

টীকা—যজিয়ে—√যজ্ অর্থাৎ ভজনা করি। মো—আমি। মুঞি—আমাকে, ময়া+এন। তরে—ত্রাণ লাভ করে। ছোঁচ—ছোঁয়াচ অর্থাৎ অস্পৃশ্য। গোঙাইব—কাটাব। গম্+আপ+অয়+তব্য।

মর্মস্পর্শী বাংলা পদটি চৈতন্যভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্যের প্রার্থনা পদ।

গৌরাঙ্গ পদাবলী

১

গৌরাঙ্গ নহিত[১]　　কি মেনে হইত[২]
　　কেমনে ধরিত[৩] দে।
রাধার মহিমা　　প্রেমরসসীমা
　　জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা-　　বিপিন-মাধুরী-
　　প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-　　ভাবের ভকতি
　　শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ　　গৌরাঙ্গের গুণ
　　সরল করিয়া[৪] মন।
এ ভব সাগরে　　এমন দয়াল
　　না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া　　না গেনু গলিয়া
　　কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া　　পাষাণ দিয়া
　　কেমনে গড়িয়াছে॥

গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)—৮ পৃঃ

১　যদি গৌর নহিত।
২　তবে কি হইত।
৩　ধরিতাম।
৪　হইয়া।

টীকা—নহিত—না হতেন। ন+অস্‌+ইত। দে—দেহ। মেনে—সং মন্য।

নরহরি সরকারের পদটির সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের শ্লোকটির তাৎপর্যগত সাদৃশ্য তুলনীয়—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

পদটি বাসুদেব ঘোষের ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

২

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধুলা মাখা সর্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি ॥
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)—৫৪ পৃঃ

টীকা—বিজুলি—বিদ্যুৎ।

পদটি গৌরাঙ্গের বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ মুরারি গুপ্তের। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পরবর্তী কালের রচনা বলে ধরা হয়।

৩

কাঁচা কাঞ্চন মণি   গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।
ও নব কুসুম দাম   গলে দোলে অনুপাম
হিলন নরহরি অঙ্গ ॥
বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে   জাহ্নবী পুলিন রঙ্গে
হরি হরি বোলে নিজ বৃন্দে ॥
ভাবে অবশ তনু   পুলক কদম্ব জনু
গরজই যৈছন সিংহে।
নিজ প্রিয় গদাধর   ধরিয়াছে বাম কর
নিজ গুণ গাওই গোবিন্দে ॥
ঈষত অধরে পহুঁ   হাসত লহু লহু
বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা   বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী—১৮০ পৃঃ

টীকা—হিলন—হেলান দিয়ে। বিহরই—বিহরতি; বিহার করছেন। জাহ্নবী পুলিন—গঙ্গাতীর। পুলক কদম্ব জনু—কদম ফুলের ন্যায় আনন্দ রোমাঞ্চ। লহু—লঘু, মৃদু। পহু—প্রভু। বৃন্দাবন রসলীলা—বৃন্দাবনধামের সখ্যলীলা।

৪

বিমল হেম জিনি   তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর[১] জিনি   একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥

চলিতে না পারে গোরা- চান্দ[২] গোসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর-গতি জিনি ময়মত্ত[৩] হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি[৪] যায়।
অরুণ বসনছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এহেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিলুঁ[৫] হেলে
তুয়া[৬] পদে না করিলুঁ আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[৭] ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায়[৮] বৃন্দাবন দাস॥

প. ক.—৩২৫

১ কদম্ব কুসুম।
২ মোর গৌর।
৩ মদমত্ত।
৪ চলি।
৫ ভজিলাম।
৬ গোরা।
৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।
৮ গান।

টীকা—ফুলদাম—পুষ্পমাল্য। আধবোল—অর্ধোক্তি। জিনি ময়মত্ত হাতী—মদমত্ত হস্তীকে পরাজিত করে। হেলে—অবহেলায়। এহেন সম্পদকালে—যৌবনে।

পদটি চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের।

৫

আর শুন্যাছ আলো সই
গোরাভাবের কথা[১]।
কোণের ভিতর কুলবধূ
কান্দ্যা[২] আকুল তথা॥
হলদি বাঁটিতে গোরী
বসিল[৩] যতনে।
হলদি বরণ গোরাচাঁদ
পড়্যা গেল মনে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন[৪]
কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল[৫]
ভাস্যা গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব
সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাঁটন
গেল ছারে খারে॥
লোচন বলে আলো সই
কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয়
গোরা অবতার॥

প. ক.—২১৭৪

১ শুনেছ।
২ সুন্দর।
৩ বসিলা।
৪ বাটন।
৫ লোহেতে ভিজিল বাটন।

টীকা—পাটা—শিল। লোহে—অশ্রুজলে।

পদটি গৌর-নাগর ভাবের। একটি ভক্তগোষ্ঠীতে শ্রীগৌরকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্নবোধে নাগর এবং নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দকে নাগরী কল্পনা করা হয়েছিল। লোচন দাস নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। পদটি ছড়ার ছন্দে রচিত।

৬

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ-জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

প. ক.—১৮৯৭

টীকা—খেনে—ক্ষণে। পূরব বিরহ জ্বরে—বৃন্দাবনের বিরহিণী রাধার ভাব অনুসারে। নিছনি—বালাই, প্রীতি।

পদটিতে গৌরাঙ্গের রাধাভাব বর্ণিত। এটি 'ব্যাধি' অবস্থার গৌরচন্দ্রিকা।

৭

পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি[১] উজোর গোরা তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়॥
গৌরাঙ্গের[২] নিছনি লইয়া মরি।

ও রূপ মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ[৩] পাসরিতে নারি ॥
বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিধি[৪] দুলহ[৫] প্রেমধন
দান করল জগজনে ॥
ঐছন সদয়- হৃদয় প্রেমময়[৬]
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম-ধনে ধনী করল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—২২১৩

১ জনু।
২ গোরা পহুঁর।
৩ তিলে।
৪ বিহি।
৫ দুর্লভ।
৬ রসময়।

টীকা—থির—স্থির। উজোর—উজ্জ্বল। নিছনি<নির্মঞ্ছনী—প্রীতি। বরণ—বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ)। আশ্রম—ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম। দোষ—জন্মগত ও বর্ণাশ্রম অপালন জনিত। কিঞ্চন অকিঞ্চন—ধনী দরিদ্র। দুলহ—দুর্লভ (শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মীর উপাসনায় রাগভক্তি পাওয়া যায় না।)

পদটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা। গৌরাঙ্গের পতিতপাবনত্ব গুণ-বর্ণনার পদ।

৮

নীরদ-নয়ন- নীর-ঘন-সিঞ্চনে[১]
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥

কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর[২] ॥
অবিরত প্রেম- রতন ফল বিতরণে
অখিল-মনোরথ-পূর।
তাকর চরণে দীন-হীন-বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

প. ক.—৬৭

১ সঞ্চরু।
২ আগোর।

টীকা—নীরদ—জলবর্ষী মেঘ। নয়নের সঙ্গে রূপক। পরবর্তী অংশ মিলিয়ে সাঙ্গরূপক। কদম্ব—সমূহ, কদম্ব পুষ্প। ভাব—দিব্যভাব, প্রেম। মকরন্দ—মধু। চুয়ত—চুঁইয়ে পড়ছে। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করছে। ভোর—বিহ্বল। অগোর—অঘোর বা জ্ঞানহারা। অখিল—বিশ্ব। পূর—পূর্ণ করছে।

৯

নিরুপম হেম জ্যোতি জিনি[১] বরণা।
সঙ্গীত-রঙ্গি-তরঙ্গিত চরণা[২] ॥
নাচত গৌর গুণমণিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধনি ধনিয়া॥
শরদ ইন্দু[৩] জিনি[৪] সুন্দর বয়না।
অহনিশি প্রেম-ঝরে ঝরু নয়না॥

বিপুল-পুলক-পরিপূরিত দেহা।
নিজরসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
জগভরি পূরল প্রেম[৫]-আনন্দা।
মহিমা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥

প. ক.—২০৭৫

১ জিতি।
২ সঙ্গীত রঙ্গিত বন্দিত চরণা।
৩ চন্দ।
৪ নিন্দি।
৫ এ হেন।

টীকা—বরণা—বর্ণবিশিষ্ট।
সঙ্গীত……চরণা—গীতরঙ্গে যাঁর পদযুগল নৃত্যান্দোলিত।
বয়না—বদনা। থেহা—মৃত্তিকা, তল।

১০

চম্পক-সোন-কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু-লাবণি রে।[১]
উন্নত গীম সীম নাহি[২] অনুভব
জগমনমোহন[৩] ভাঙনি রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন[৪] কলিযুগকাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥
বিপুল-পুলক-কুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে[৫] নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত[৬] ভকতহি[৭] মেলি।

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥

প. ক.—৩

১ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে 'রে' অনুপস্থিত।
২ নহ—ভক্তিরত্নাকর।
৩ জগজনমোহন।
৪ ত্রিভুবন বন্দন।
৫ নিজগুণে।
৬ শুভ।
৭ ভকত।

টীকা—গীম—গ্রীবা। ভাওনি—ভাব-ভঙ্গি। মণ্ডন—অলংকার। সোন—শোণ, হলুদরঙের ফুল। লহু লহু—লঘু লঘু। সীম নাহি অনুভব—সীমা অনুভব করা যায় না এমন।

১১

নাচত গৌর সুনাগর মণিয়া।
খঞ্জন-গঞ্জন পদযুগ-রঞ্জন
রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধ্বনিয়া ॥
সহজই কাঞ্চন কাঁতি কলেবর
হেরইতে জগজন মন-মোহনিয়া।
তঁহি কত কোটি মদন-মন মুরছল
অরুণ-কিরণ কিয়ে অম্বর বনিয়া ॥
ডগ মগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
প্রেমক সায়রে ভুবন মজাওই
লোচন কোণে করুণ নিরখণিয়া ॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি।

কহ বলরাম লম্ফ ঘন হুঙ্কৃতি
হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি ॥

প. ক.—২০৬৬

পদটির খণ্ডিতাংশ পদকল্পতরুর অন্য একটি পদে আছে। তার শেষাংশ—

ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পণ্ডিত কোরে ধরি লোর সেচনিয়া।
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয়া ॥

প. ক.—২১৪৫

টীকা—মঞ্জীর—নূপুর। মঞ্জুল—মনোহর। কাঁতি—কান্তি। অম্বর—বসন। বনিয়া—নির্মিত। থেহ—স্থৈর্য। মেহ—মেঘ। ওর—সীমা। বিয়াপি—ব্যাপ্ত করে। পাষণ্ড—বৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচারী।

পদটি গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় বলরাম কবিরাজের রচনা মনে হয়।

১২

চম্পক হেম দলিত-নব-কুঙ্কুম
দামিনী-দাম-দমন তনু কাঁতি।
চাঁচর চিকুর চারু কুসুমাঞ্চিত
চঞ্চল অলক ভৃঙ্গ-কুল-ভাঁতি ॥
পেখলুঁ অপরূপ গৌরকিশোর।
চন্দন তিলক ভাল ভুরুভঙ্গিম
হেরইতে জগত যুবতি-মতি ভোর ॥
ঝলকত বদন মদন-মদ-মরদন
মধুরিম অধরে মধুর মৃদু হাস।
নিন্দি কমলদল অমল বিলোচন
কোণে করই কত রস পরকাশ ॥

নিরুপম ভুজযুগ জানু-বিলম্বিত
সুবলিত কণ্ঠ কলিত বনমাল।
নরহরি নিছনি ক্বণিত মণি নূপুর
পদতল তরুণ অরুণ ছবিজাল॥

গীতচন্দ্রোদয়—৯

টীকা—দামিনী-দাম-দমন-তনুকাঁতি—বিদ্যুদ্দামবিজয়ী যাঁর উজ্জ্বল দেহ-দীপ্তি। চাঁচর—কুঞ্চিত। চিকুর—চুল। ভাঁতি—তুল্য। মদন-মদ-মরদন—মদনের গর্বপীড়ক। কোণে—প্রান্তে। কলিত যুক্ত। নিছনি—আসক্তি, প্রীতি।

পদটি ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

১৩

প্রাতর অরুণ- কিরণ জিনি তনুরুচি
তরুণারুণ জিনি বয়না।
কাজর বরণ জিনি চাঁচর চিকুর ছবি
বিমল-কমল[১] জিনি নয়না॥
বিহরই নব যুবরাজ।
কেশর জিনি খিনি মাঝ বলিত[২] মণি
কিঙ্কিনী আভরণ সাজ।
নিরখিতে মুরছি চরণে পড়ু সীদতি
রতিপতি গতিমতি খোই।
গৃহপতি দুরমতি নহত গতাগতি
কুলবতী ইতি উতি রোই॥
রস পরিহাসে করত কত কৌতুক
সমবয় সহচর মেলি।
জগদানন্দ হৃদয় নদীয়াপুরে
ঐছে করত কত[৩] কেলি॥

বৈ. প. (সাহিত্য সংসদ)

১ কমলকোরক।

২ বলিত।

৩ নিতি।

টীকা—বয়না—বদন বা মুখ। সীদতি—অবশ ও কম্পিত হয়। রতিপতি গতিমতি খোই—মদন অন্যত্র গমনেচ্ছা হারায়। গৃহপতি রোই—দুর্মতি গৃহস্বামীর ভয়ে না যেতে পেরে নদীয়া নাগরগণ এখানে ওখানে গোপনে কাঁদে।

পদটি কল্পিত নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা।

১৪

মধুকর-রঞ্জিত-মালতি-মণ্ডিত-
জিত-ঘন-কুঞ্চিত কেশং।
তিলক-বিনিন্দিত-শশধর-রূপক
যুবতি-মনোহর-বেশং॥
সখি কলয় কমলমুদারং।
নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর-
গর্বিত-মারক-মারং॥
মধু-মধুর-স্মিত-লোভিত-তনুভৃত
মনুপম-ভাব-বিলাসং।
নিজ-নব-রাগ-বিমোহিত-মানস
বিকথিত গদগদ ভাষং॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন নরগণ
করুণা বিতরণ শীলং।
ক্ষোভিত-দুর্মতি রাধামোহন-
নামক-নিরুপম লীলং॥

প. ক.—২১৬৬

মধুকররঞ্জিত মালতিমালাশোভিত মেঘজয়ী তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম। তাঁর ললাটে চন্দ্রনিন্দিত তিলক। তাঁর যুবতী-মনোহর

বেশবাস। হে সখি, উদার গৌরচন্দ্রকে দেখ। তাঁর কাঞ্চননিন্দিত দেহকান্তি মদনের গর্বকে জয় করে। মধুর চেয়েও মধুর তাঁর স্মিতহাসিতে এবং তাঁর অনুপম ভাববিলাসে জীবজগৎ লুব্ধ। তিনি নিজের নবানুরাগ-মোহিত মনের সঙ্গে গদ্‌গদ্‌ ভাষায় কথা বলেন। পরম ধনবান ও নিতান্ত নির্ধন সকলের প্রতি তিনি করুণা বিতরণ-রত। দুর্মতি রাধামোহনের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করে তিনি নিরুপম লীলা বিস্তার করছেন।

১৫

জীউ জীউ রে মেরে মন-চোরা গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।[১]
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥[২]
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।[৩]
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
সাহ্ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥

গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)—২৯

১ ঝিকি ঝিকিয়া।
২ লিকি লিকিয়া।
৩ খলত চলিয়া।

টীকা—জীউ জীউ—চিরজীবী হও। মেরে—আমার। আপহিঁ—নিজেই। ভোরা—বিভোর। খলত—স্খলিত হয়। থির—স্থির। মাতুলিয়া—উন্মত্ত।

পদটি মুসলমান কবির রচনা। এটি যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থের পদসংগ্রহমালার ৪ সংখ্যক পদ।

সন্ন্যাস পর্ব।

১৬

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস॥
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥

প. ক.—১৬২২

টীকা—পসারিয়া—প্রসারিত ক'রে। কোরে—কোলে। কাতরে—স্ত্রী-শূদ্র অধম পতিতকে।

প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দ ঘোষের এই পদটি মাথুর বিরহের গৌরচন্দ্রিকা।

১৭

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চান্দে রাধা রাধা বলি কান্দে
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে পরাণে।
বহিছে তপতধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥

সকল মোহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তমু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরমে বেথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥

প. ক.—২২২৯

টীকা—উচ্চরায়—উচ্চস্বরে। শ্রীবাস—গৌরাঙ্গের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত অনুচর। গদাধর—অন্তরঙ্গ পরিকর। মুকুন্দ—গৌরাঙ্গের সতীর্থ ও সুকণ্ঠ কীর্তন গায়ক। বিধাতা—হরিদাস (ব্রহ্মার অবতার)। তমু—তভু, তবু। রমণী—বিষ্ণুপ্রিয়া।

১৮

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সভাই[১] শান্তিপুরে।
মুড়াইছে[২] মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার[৩] প্রাণ ঝুরে॥
করযোড় করি আগে দাঁড়াইয়া[৪] মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চান্দ-মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হব[৫] উপায়॥

এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি[৬] সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গোরাচান্দের বৈরাগ
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

প. ক.—২২৩৩

১ সবাই।
২ মুড়াইতে।
৩ সবার।
৪ দাঁড়াইলা।
৫ হইবে।
৬ নাকি।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে পদটি নিম্নলিখিত ভণিতায় আছে—
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

করুণা—কাতরতা।

১৯

আরে মোর গৌরকিশোর।
সহচর-কান্ধে[১] পহু ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী-দশায় ভেল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ॥

থীর নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয়ে[২] পহু হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

প. ক.—১৯২৪

১ স্বরূপের কান্ধে।
২ রোঅয়ে।

টীকা—নবমী দশা—মূর্ছা। তন্তুক দোসর—সূতোর মতো। মথুরার নাম ধরি—মাথুর বিরহের ভাবাবেশে মথুরা নামোচ্চারণ। রোয়ে—কাঁদে।

২০

বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান[১]
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মুণ্ডে[২] বাজ
সে নয়ন রহে কি-কারণ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর-বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ-চরিত
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে-রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটি-চন্দ্র-সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার সে যাউক ছারখার
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥
করি এত বিলপন প্রভু শচীনন্দন
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্বেদ-বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

চৈ. চ.—মধ্য/২।২৯

১ আনন্দামৃত।
২ মাথে।

টীকা—বংশী……জন্মস্থান—বৃন্দাবন। ভস্ত্রা—হাপর। উঘাড়িয়া—উদ্‌ঘাটন ক'রে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত মহাপ্রভুর বিলাপটি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রেরণায় রচিত—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥

গোষ্ঠলীলা

। পূর্বগোষ্ঠ ।

১

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ-বয়ানে[১] ।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায় ।
শিঙার শবদ করি বদন বাজায় ॥
নিতাই-চাঁদের মুখে শিঙার নিসান ।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম ।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার[২] আবেশ[৩] ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর-বেশ[৪] ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন ।
বংশীবদন কহে চল গোবর্ধন ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)—২১১ পৃঃ

১ বদনে ।
২ প্রেমের ।
৩ আবেগে ।
৪ বেশে ।

টীকা—বয়ানে—বদনে । নিসান—নিঃস্বন । অগেয়ান—অজ্ঞান । পণ্ডিত—অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস । অভিরাম—নিত্যানন্দ-ভক্ত, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ।

পদটি পূর্বগোষ্ঠের গৌরচন্দ্রিকা ।

২

আওত[১] শ্রীদামচন্দ্র[২] রঙ্গিয়া পাপড়ী[৩] মাথে ।
স্তোককৃষ্ণ[৪] অংশুমান দাম বসুদাম সাথে ॥

কটিকাছনি-বঙ্কিম[৫] ধটি বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি[৬] কাণে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার[৭] ভুজে অঙ্গদ বালা॥
স্ফুট-চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর-মনলোভা॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ২৫৩

১ আওয়ে।
২ ছিদামচন্দ্র।
৩ পাগুড়ি।
৪ একে অর্জুন।
৫ রঙ্গিম।
৬ গুঞ্জাবলি।
৭ কন্দল।

টীকা—আওত—আসছে। রঙ্গিয়া—রঙিন। স্তোককৃষ্ণ অংশুমান—কৃষ্ণ সখাদ্বয়। কটি-কাছনি—কোমরে বেষ্টিত কাছা যার। অতএব বঙ্কিম। ধটি—বস্ত্র। কাঁখে—কক্ষে বা বগলে। জিতি—জয় ক'রে। কুঞ্জর—হাতি। ছান্দন—বন্ধন। গুঞ্জাহার—কাঁচের বা গুঞ্জা ফুলের মালা।

৩

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়ায়্যা রাজপথে॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥

অঙ্গে বিভূষণ কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্পগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণী॥

প. ক.—১২১৭

টীকা—আরতি—অনুরাগে। অধিকরণ বিভক্তি লুপ্ত। নেহার—নি+ভাল্ ধাতু।
পদটি স্বভাব-বর্ণনে উৎকৃষ্ট।

৪

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কতি[১] অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ[২] আগে পাছে গোপাল করিয়া[৩] মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের[৪] মন।
নিকটে গোধন রাখ মা বলি শিঙার ডাক
ঘরে থাকি শুনি যেন রব॥
বিহি কৈল গোপ জাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব[৫]।

বলরাম দাসের বাণী[৬] শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব মোরা যোগাইয়া
তোমা আগে কহিল[৭] নিশ্চয়॥

প. ক.—১২১৮

১ কত।
২ সখা সব।
৩ লইয়া।
৪ মোর।
৫ পাঠাইয়া দিব।
৬ এ দাস বলাইর।
৭ কহিনু।

টীকা—সভারে—সবাইকে। বিহি—বিধাতা। বাধা—পাদুকা।

৫

আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।
বলাই ধাইব আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব[১] পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা পাল্যে লঞা[২] খাইয় পথ পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে।

থাকিবে[৩] তরুর ছায়   মিনতি করিছে মায়

রবি যেন না লাগয়ে গায়।

যাদবেন্দ্রে সঙ্গে ইয়   বাধা পানই হাতে থুইয়

বুঝিয়া যোগাইব রাঙ্গা পায়।

প. ক.—১১৮৯

১ তার।

২ চাহি।

৩ থাকিহ।

টীকা—শপাতি<শপথ—দিব্য। পানই<উপানৎ—জুতা।

৬

চলত রাম সুন্দর শ্যাম

মধুর মধুর গমন ঠাম

পাচনি কাচনি বেত্র বেণু

মুরলি-খুরলি গান রি।

প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি

তরণি-তনয়া তীরে কেলি

ধবলী শাঙলী আওরি আওরি

ফুকরি চলত কান রি॥

বয়সে কিশোর মোহন ভাতি

বদন ইন্দু জলদ কাঁতি

চারু চন্দ্রি গুঞ্জা-হার

বদনে মদন ভাণ রি।

আগম নিগম বেদ সার

লীলায় করত গোঠ বিহার

নসির মামুদ করত আশ

চরণে শরণ দান রি॥

প. ক.—১০২৯

টীকা—পাচনি—গোচারণ দণ্ড। কাচনি—কাচা, (কৃত্যক) ধূতি। খুরলি—মধুর বাদনভঙ্গী। তরণি-তনয়া—সূর্যকন্যা যমুনা। ভাতি—দীপ্তি। কাঁতি—কান্তি। চারুচন্দ্র—সুন্দর শিখিপুচ্ছচন্দ্রিকা।

৭

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনা[১] তীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোপাল সঙ্গে বলবীর॥
বাজত ঘন ঘন বিষাণ[২] বেণু।
হৈ হৈ রব হাম্বা রব গরজন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু॥
সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগজন মন করু ভোর॥
বলয় নিসান কনক কটি[৩] কিঙ্কিণি
নূপুর রুনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস-পহু নিতি নিতি ঐছন
বিহরই নব-ঘন বিপিন সমাজ॥

প. ক.—১৩০৯

১ যামুন।
২ নিসান।
৩ কটিপর।

টীকা—বিহরই—বিহার করে। শিখণ্ডক—ময়ূরপুচ্ছ। গুঞ্জা—কুঁচ, গুঞ্জার ফুল। মঞ্জুল—মনোহর। ভোর—উন্মত্ত, বিহ্বল। নিসান—নিঃস্বন।

। উত্তর গোষ্ঠ ।

৮

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে ।
শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্ধ্ব মুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে ।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইল গোকুলের মুখে ॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম ।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে ।[১]
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনেঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥ [২]

প. ক.—১২০৮

১ ভঙ্গি ।
২ সঙ্গি ।

টীকা—শ্বেতকান্তি অনুপাম—অতুলনীয় শুভ্রবর্ণ ; বলরামের পুরাণপ্রসিদ্ধ রূপ । আবা আবা ঘনেঘন—নিরন্তর মুখবাদ্য ।

৯

কোন বনে গিয়াছিলা ওরে রাম কানু ।
আজি কেন চান্দমুখের নাই শুনি বেণু ॥

ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল[১] চরণে।
এক-দিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে॥[২]

প. ক.—১২১২

১ ভুঁকিল।
২ দিয়াছে।

টীকা—ভুকিল—বিঁধিল। **এক-দিঠি**—এক দৃষ্টি; অনিমেষ। **দেখ্যাছে**—দেখ্যা আছে।

১০

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম[১]
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনাইয়া থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মন-সুখে[২]
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শতে শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে॥

জ্বালিয়া রতন-বাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে
দোহুঁ[৩] রূপের বলিহারি যাই॥

প. ক.—১২১৪

১ দক্ষিণেতে বলরাম।
২ মহা সুখে।
৩ দুহুঁ

টীকা—নিরখয়ে—নিরীক্ষণ করে। লহু লহু—মৃদু মৃদু।

বয়ঃসন্ধি ও রূপারতি

১

দেখ সখি গৌর মরম[১] অনুপাম।
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে
তবহুঁ জিতল কোটি-কাম॥
সুরধুনী-তীরে সবহুঁ সখা মেলি
বিহরয়ে কৌতুক-রঙ্গী।
কবহুঁ চঞ্চল গতি কবহুঁ ধীর-মতি
নিন্দিত-গজ-গতি-ভঙ্গী॥
থীর নয়নে খেনে ভোরি নেহারই
খেনে পুন কুটিল কটাখ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহুঁ কহই লাখে লাখ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি[২]
ইহ নব[৩] বয়স-বিলাস।
যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ॥

প. ক.—৭৬

১ পরম।
২ শুনহ সতি।
৩ নহ।

টীকা—মরম—মর্ম, ভাবরূপ। অনুপম—অতুলনীয়। লখই না পারিয়ে—লক্ষিত হয় না। তবহুঁ—তথাপি। কৌতুক-রঙ্গী—কৈশোরে গৌরাঙ্গের কৌতুক-প্রিয়তা প্রসিদ্ধ। কবহুঁ—কখনও। ভোরি—বিহ্বল হয়ে। নেহারই—দেখে। যছু—যস্য। কলি যুগে ইত্যাদি—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

২

গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা[১] নহিল যে কষিল বান[২] সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ[৩] কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গগন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

প. ক.—১১৩৭

১ উপমা।
২ কাঁচা।
৩ রূপে।

টীকা—কষিল বান সোনা—কষ্টিপাথরে-যাচাই-করা স্বর্ণবর্ণ=খাঁটি সোনা। কেতকীর দল—কেয়াফুলের পাপড়ি। নহিল—ন+অহ্ (অস্)+ইল। গোরোচনা—উজ্জ্বল পীতবর্ণের প্রসাধন দ্রব্য।

৩

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে ধনি[১] দন্দ পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।[২]
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥[৩]
থীর নয়ান অথির কছু[৪] ভেল।
উরজ-উদয়থল[৫] লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান॥

বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।[৬]
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥

প. ক.—১০৪

১ দরশনে দুহুঁ।
২ উঘারি।
৩ বিথারি।
৪ নাহি।
৫ উদিত থল।
৬ কর অবধান।

টীকা—দুহুঁ দল-বলে—সৈন্যসামন্তসহ উভয়ের রণের মধ্যভাগে শ্রীমতী। কবহুঁ—কখনও। কচ—কেশ। বিথারি—বিস্তার করে। ঝাঁপয়ে—আবৃত করে। উঘারি—উদ্ঘাটন করে। উরজ—বক্ষ। ভান—ভাব, ভঙ্গি। আন—আনিয়া।

৪

খেনে খেনে[১] নয়ন কোণ অনুসরই।
খেনে খেনে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খেনে খেনে দশন ছটাছটি[২] হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি[৩] চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত[৪] হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হএ ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই ন পারিয়ে জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান॥

প. ক.—৮৩

১ খনে খনে।
২ ছুটা ছুট।
৩ চউকি।
৪ হিরদয় মুকুল।

টীকা—খেনে খেনে—ক্ষণে ক্ষণে। অধর আগে করু বাস—অধরাগ্রে বসন ন্যস্ত করে। চৌঙকি—চমকিত হয়ে। থোর-অল্প। ভোর—বিহ্বল। অনুবন্ধ—প্রযত্ন। ভেট—মিলন। জেঠ—জ্যেষ্ঠ। কনেঠ—কনিষ্ঠ। চিহ্নই না জান—চেনা যায় না।

৫

খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরী-মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই॥
মুখ-রুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥
ভাঙুক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ ন যায়ত ধরণে॥

প. ক.—৮০

টীকা—খেলত ন খেলত—খেলে এবং খেলা বন্ধ করে। দোহাই—শপথ। জনু—যেন। ফুটল বান্ধুলি ইত্যাদি—লৌহিত্যের জন্য অধর বান্ধুলি ফুলের এবং মুখ-শোভা কমলের সদৃশ। সৌরভ ব্যঙ্গ্য। ভৃঙ্গ আকার—ভ্রমরের আকৃতি। মধু……পার—মধুপানে মত্ত হয়ে যেন উড়তে পারছে না। ভাঙুক ভঙ্গিম—ভ্রূভঙ্গী। বিকসল—বিকসিত। ধরণে—সম্বরণ।

৬

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলি।
অদভুত কনকপুতলী॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা॥
দৈবে কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; জন্মখণ্ড

টীকা—রতিরসকামদোহনী—ইচ্ছামত শৃঙ্গাররসদোহনে সমর্থা। কোঁঅলি—কোমলা। দৈবে কৈল ইত্যাদি—এ হেন বালিকা (পূর্ব জন্মে লক্ষ্মী) দৈববশে নপুংসক অভিমন্যুর পত্নী হয়েছে কৃষ্ণ তা মনে মনে জানেন। আইহন—অভিমন্যু। বুয়িল—বৃত+ইল। বড়ায়ি—বড়+আই—ঠাকুমা-দিদিমা সদৃশা।

৭

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল মণ্ডন-
খণ্ডন বদন-বিকাশ[১]।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর-
চীত-চোরায়নি[২] হাস॥
আজু নব শ্যাম-বিনোদিনী রাই।

তনু তনু অতনু-যূথ-শত-সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥
কবরী-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণি রণরণি বোল ॥
পদ-পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
রণঝন[৩] খঞ্জন-ভাষ।
মদন-মুকুর জনু[৪] নখ-মণি-দরপণ
নীছনি গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—২৪৬৭

১ বদনচাঁদ বিকাশ।
২ চোরায়লি।
৩ পূরিত।
৪ জিনি।

টীকা—শারদ সুধাকর ইত্যাদি—পূর্ণ শরচ্চন্দ্রের শোভা খণ্ডিত করতে পারে এমন মুখশোভা। শ্যাম-মনোহর—কৃষ্ণের চিত্তাকর্ষী। চিত-চোরায়নি—মনোহারিণী। অতনু-যূথশত—প্রতি অঙ্গ মদন-শ্রেণী কর্তৃক সেবিত। বরণি না যাই—অবর্ণনীয়। পিবি পিবি—পুনঃ পুনঃ পান ক'রে। উতরোল—চঞ্চল, বিহ্বল। বোল—ধ্বনি। মদন মুকুর জনু—মদনের দর্পণসমান। নীছনি—নির্মঞ্ছন-রত অর্থাৎ প্রীতি অনুরক্ত।

৮

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকন দেহা।
অঞ্জন রঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা ॥

থেহা নিঙাড়িয়া কেবা মুখানি বনাইল রে
জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মথিয়া[১] কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
কানড়[২] কুসুমে কেবা সুষম করিল[৩] রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ॥

চণ্ডীদাস (নী. মু. সং)—৬২

১ মাখিয়া।
২ দাম।
৩ করেছে।

টীকা—থেহা—নির্যাস, (স্থৈর্য-থিতানি)। কম্বু—শঙ্খ। আরদ্র—হরিদ্রা; হলুদ। সারদ্র—স+আরদ্র; হরিদ্রাভ। কানড় কুসুম—নীল পদ্মফুল। আদলি—<অর্দ্ধস্থালী, কলসীর নিম্নাংশ। কদলী উপরে আর পত্রসদৃশ পায়ের পাতা নিম্নে। দর্পণ—নখ ব্যঞ্জিত।

৯

বিকচ-সরোজ- ভাণ মুখমণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোড়।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পী পী[১] আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর[২]॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণি কলনা।
অভরণ-বরণ কিরণ অঙ্গ ঢরঢর
কালিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ[৪] কুসুমাবলি
শির পর শোভে শিখিচান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহু অপরূপ লাবণি[৫]
সকল যুবতি মন পড়ি গেও ফান্দে॥

প. ক.—২৬৮

১ পিবি।
২ পড়ল বিভোর।
৩ কনয়া।
৪ খচিত।
৫ যুবতিক লোচন।

টীকা—বিকচ—বিকশিত। সরোজ ভান—পদ্মের ন্যায়। দিঠি ভঙ্গিম—নয়নভঙ্গী। নট খঞ্জন জোড়—নৃত্যরত খঞ্জন যুগল। উগারই—উদগীর্ণ করে। পী পী—পান ক'রে ক'রে। ভোর—বিহ্বল। বরণি চিকনিয়া—লাবণ্যযুক্ত বর্ণ। ঘনপুঞ্জ—মেঘরাশি। কুবলয় দল—নীলপদ্মের পাপড়ি। শিখিচান্দকি ছান্দে—ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রশোভা। লাবণি—লাবণ্যে; অধিকরণ লুপ্ত।

১০

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীল গিরি-শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চান্দ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

পদামৃতমাধুরী—৪৪৮

টীকা—ভালে—ভাল; সুরধুনী—গঙ্গা। ফাগু—ফাগ। কালিন্দী—যমুনা। হিঙ্গুল—পারদসঞ্জাত রক্তবর্ণ দ্রব। করবীরে—রক্তকরবী ফুল দিয়ে।

১১

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল-মিলিত[১] ললিত বনমাল॥

ভালে বনি আওত[২] মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া[৩] ॥
মাঝহি খীণ পীন উর-অম্বর
প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণি-রাজ।
কুঞ্জর-করভ-করহি কর-বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥
অধর-সুধাঝর মুরলি-তরঙ্গিণী
বিগলিত রঙ্গিণী-হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল ফুল ॥
রোচন[৪] তিলক চুড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণী-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগরবর তরুণ তমাল ॥

প. ক.—২৪২৪

১ বলিত।
২ আওয়ে।
৩ গীম দোলনিয়া।
৪ গোরোচন।

টীকা—অরুণিত—রক্তিম। রসাল—সরস। বনি—সেজে। রঙ্গিম ভঙ্গিম—রঙ্গে ভঙ্গে। উর-অম্বর—বক্ষঃ আকাশ। পীন—বিপুল। বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয়-দুকূল—রমণীদের বক্ষোবসন স্খলিত হয়। কুঞ্জর-করভ করহি—হস্তিশুণ্ডের মতো হাতে। মলয়জ—চন্দন। রোচন তিলক—সুন্দর ফোঁটা। চুড়ে বনি চন্দ্রক—চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছের সাজ। বেঢ়ল রমণী-মন-মধুকর-মাল—রমণীদের মনরূপ ভ্রমরকুল যেন মালার আকারে বেষ্টন করে রইল।

১২

ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হরি[১]চন্দন তিলক ভালে বনি॥
শিখি পুচ্ছকি বন্ধনি বামে চলি।
ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলি॥
অতিকুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলি।
মুখ নীল সরোরুহ বেঢ়ি অলি॥
ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব বারিদ বিহ্যুত থীর জনি॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত ক্ষীণ কটি॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চসরং।
করবাদন নর্তন[২] গীতবরং॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দিগ দশে॥
যোগি যোগ ভুলে মুনি-ধ্যান টলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ রূপ ভূবীরুধ পুষ্পফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদসেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

প. ক.—১৩২৪

১ হেরি।
২ নতক।

টীকা—হরিচন্দন—স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ অথবা হরির চন্দন-তিলক। বনি—সজ্জিত। নব বারিদ—নববর্ষার মেঘ। পীত ধটী—পীত বসন।

সংযুত—সংযুক্ত। পঞ্চসরং—ষড়্‌জ, ঋষভাদি পঞ্চ স্বর। বেয়াপিত—ব্যাপ্ত। দিগ দশে—দশ দিকে। গজ সর্প সঞে—দেহ ও গমন গজ সদৃশ, চঞ্চল বাহু সর্প সদৃশ। ভূ-বীরুধ—সুখরূপ ভূমিলতা পুষ্পিত ও ফলবান হয়।

পদটি সংস্কৃত তোটক ছন্দে রচিত। নৃসিংহদেব—অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য নৃসিংহদেব সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

পূর্বরাগ

১

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা[১] বহে অরুণ নয়ানে॥
খেনে খেনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি খেনে খেনে মুরছায়॥
পুলকে পুরল তনু গদগদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥

প. ক.—৫৪

১ কত সুরধুনী।

টীকা—খেনে খেনে—ক্ষণে ক্ষণে। উতরোল—ব্যাকুল।
পদটি কৃষ্ণভাবিত গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ বিষয়ক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব-রাগের গৌরচন্দ্রিকা।

২

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে[১] ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছলছল নয়ন কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পায়ল থেহ॥

প. ক.—৬৮

১ ক্ষণে ক্ষণে।

টীকা—বয়ান—বদন। অবলম্ব—ন্যস্ত। গতাগতি—গমনাগমন। ঘর পন্থ—ঘর বার। একান্ত—একাকী। ভরু—পূর্ণ। থেহ—থই, তল।

এই পদটি রাধাভাবিত গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ বিশেষ। সুতরাং রাধার পূর্বরাগের গৌরচন্দ্রিকা।

৩

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখ রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহুঁ সঞে হঠে হঠি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
সো শুনি মূদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচবাণ॥
তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল না যায়।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
শ্যামসুন্দর কায়॥

—বিদ্যাপতি (বিমানবিহারী সং)—৩৪

টীকা—রহলিহুঁ—রইলাম। বারল—নিবারণ করলাম। পিবএ—পান করতে। ধাওল—ধাবিত হল। জনি—যেন। ততহুঁ—সেখান। সঞে—সঙ্গে, থেকে। হঠি—সরিয়ে। ধএল—ধরলাম। তইঅও—তবুও। পসারএ—প্রসারিত করে। পাঁখি—পক্ষ। মুদ্‌—মুদ্রিত করি। ঠাম বাম ভেল—দেহস্থান বা দেহশ্রী বৈরী হল। পসেব—প্রস্বেদ, ঘাম। পসাহনি—প্রসাধন। তৈসন—সেইরূপ। চুনি চুনি—চূর্ণ চূর্ণ। কাঁচুঅ—কঞ্চুক। ভাগু—ভগ্ন হল।
ভণিতায় কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার বহুমান করেছেন। পদটি পূর্ব-রাগের রূপদর্শন-লালসা অবস্থার নিদর্শন।

৪

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আম্ভার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড, ২

টীকা—বাএ—বাজায়। <বাঅই<বাদয়তি। কালিন্দী—যমুনা। নই-কূলে—নদীকূলে। বেআকুল—ব্যাকুল। আউলাইল—আকুলিত বা বিপর্যস্ত হল। রান্ধন—রন্ধন। নিশিবোঁ—সমর্পণ করব (নি+বিশ্)। মোঁ—আমি। আঝর—অঝোরে। সুসর—সুস্বর। পনী—কুম্ভকারের পোড়ানোর ভাটি। পোড়ে—পোড়ায়ে। আগ—অগ্নি। দেউ—দদাতু।

বংশীরব শ্রবণজাত পূর্বরাগ। লালসা ও ব্যগ্রতা বর্ণিত।

৫

সই কেবা শুনাইলে[১] শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া পরমে পশিল[২] গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই[৩] তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া[৪] গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে[৫] উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

প. ক.—৪৪১

১ শুনাইল।
২ হানিল।
৩ কেমনে বা পাসরিব।
৪ দেখিলে।
৫ কহ রে।

টীকা—পরতাপে—প্রতাপে। ঐছন—ঐরূপ। কৈছে—কেমন করে, ক্যায়সে (হিং)। পাসরিতে—ভুলতে (প্র+স্মৃ)। যাচায়—যেচে দান করে।

পদটি নামশ্রবণে পূর্বরাগের দৃষ্টান্ত।

তুলনীয়ঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ-প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

বিদগ্ধমাধব—রূপগোস্বামী

৬

হাম[১] সে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেত লিখিয়া[২]
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।
বিষম বাড়ব আনল[৩] মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়স কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর[৪] রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে[৫] আপন
বচনে বিশ্বাস করি।

চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি ।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

প. ক.—১৪৩

১ আমি।
২ লিখি চিত্রপটে।
৩ বড়বা আনল।
৪ সে মধুর।
৫ সে হেন।

টীকা—পটেত—চিত্রফলকে। বিশাখা—রাধার অন্তরঙ্গা সখী। বাড়ব আনল—জলমধ্যস্থিত অগ্নি। ডারিয়া—ঠেলিয়া।

পদটি রাধার চিত্রদর্শনে পূর্বরাগের বর্ণনা। দুর্বল হাতের রচনা। প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের কিনা সন্দেহ।

৭

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেনে[১]বা হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেবা পাইল।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে ॥

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাড়য়ে লালসে
ন বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল[২] চান্দে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেক্যাছে কালিয়া ফান্দে॥

প. ক.—২৯

১ কেমন।
২ বাড়ায়াছে।

টীকা—ঋডে—দাঁড়ায়। উচাটন—ব্যাকুল। মদনসন্তাপের একটি অবস্থা।
খসাঞা—খুলি। ছলা—আচরণ রহস্য।
পদটিতে প‍ূর্বরাগের উদ্বেগদশার লক্ষণ বর্তমান। রাধাবিষয়ে সখীবচন।

৮

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই[১] ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।[২]
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত[৩] যোগিনী পারা॥
এলাইয়া[৪] বেণী ফুলের[৫] গাঁথনি
দেখয়ে খসাঞা[৬] চুলি।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত[৭] তুলি ॥
এক দিঠ[৮] করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

প. ক.—৬০

১ সঘনে।
২ নয়ানের তারা।
৩ যেন।
৪ আউলাইয়া।
৫ ফলয়ে।
৬ আপন।
৭ বয়ানে।
৮ দিঠি।

টীকা—ধেয়ানে—ধ্যানে। চুলি—কেশ। এক দিঠ—এক দৃষ্টি।

পদটিতে পূর্বরাগের 'জড়িমা' লক্ষণ সুস্পষ্ট। পদটির সঙ্গে একাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতকবি রাজশেখরের একটি শ্লোকের তুলনা করা যায়—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি ॥

৯

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।

শ্যাম-বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর[১]
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন[২] যাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে[৩] মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী[৪]
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেনে বিধি চিয়াইল তায়[৫]

প. ক.—১৪৫

১ গো।
২ কিনা।
৩ কহয়ে।
৪ অমিয়া তরঙ্গ জিনি।
৫ কি লাগি চিয়ায় বিধাতায়।

টীকা—শাঙন—শ্রাবণ। দে—দেয়া (দেব), মেঘ। নিন্দে—নিদ্রায়। কিন—ক্রয় কর। সতি—সত্য। লোর—অশ্রু। পরতীতি—প্রতীতি। চিয়াইল—জাগাইল।

বর্তমান পদটি স্বপ্নদর্শনে প‍ূর্বরাগের দৃষ্টান্ত।

১০

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।

স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারু নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি[১] শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঙ্গা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে[২]
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে[৩] লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত[৪] যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন[৫] বিকাইলুঁ বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ মান ভয় গেল
জ্ঞানদাস[৬] ভাবিতে লাগিল ॥

প. ক.—১৪৪

১ ঝন ঝন।
২ ঘন গাজে :
৩ নয়নে।
৪ ভাবিতে সে সব রীত।
৫ আমি তাহে।
৬ বলরাম দাস—পদরত্নাকর, কমলাকান্ত।

টীকা—এথা—এখানে। দে—দেহ। বিগলিত—অসম্বৃত। চীর—বসন। শিখরে—পর্বতশীর্ষে। শিখণ্ড রোল—কেকাধ্বনি। দাদুরী বোল—ব্যাঙের ডাক। ঝিল্লা—ঝিঁঝি। ডাহুকী—স্থল-জলচর পক্ষীবিশেষ। পৈঠল—প্রবিষ্ট হল। সেহ—সে-ই।
এ পদটি স্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগ। পদটির নিসর্গবর্ণন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল।

১১

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ-আকার গো
বিকাইলুঁ তার আঁখি-ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইলুঁ পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইতে[১] কুলবতী
কলঙ্ক আগে আগে চলে[৩]॥
শ্যাম চিকনিয়া দে রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপনি।
ভুবনমোহন ঠাম দেখিয়া কান্দয়ে কাম
কান্দে কত কুলের রমণী॥
না জানি না শুনি তায় সে বা কোন দেবতায়
তেঁই সে তাহার হেন রীত।

জ্ঞানদাসেতে[৪] কয় না করিলে পরিচয়
কে জানিবে তাহার পিরীত ॥

প. ক.—১৪৭

১ বাড়াইলাম।
২ নাশাইল।
৩ কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।
৪ বংশীদাস—পদরসসারে নিমানন্দ।

টীকা—নিতি নিতি—নিত্য নিত্য ; প্রতিদিন। গরুয়া গরবকুল—কঠিন কুলগৌরব। চিকনিয়া দে—চিক্কণ লাবণ্যময় দেহ। দাপনি—দর্পণ। ঠাম—ভঙ্গী।

পদটি বিভিন্ন সংকলনে ভিন্ন পাঠান্তরে ভিন্ন ভিন্ন পদকর্তার নামে সঙ্কলিত। পদকল্পতরুতে যদুনাথ, পদরত্নাকর ও পদরসসারে বংশীদাস এবং প্রাচীনতম সংকলন ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় আছে।

১২

দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হিলন ॥
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ ॥

বৈষ্ণব পদলহরী—পৃঃ ৩১

টীকা—বিনোদ—মনোহারী। নবগুঞ্জা—গুঞ্জার ফুল? নবমালিকা?
আউলায়—আকুল হয়। বিষম—'বিষময়' পাঠ? নেহ—স্নেহ।
পদটি প্রত্যক্ষদর্শনে পূর্বরাগের পদ।

১৩

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ[১] কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু[২]-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন[৩] থানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাস বলে কি হয়[৫] পরশে॥

প. ক.—১৪৬

১ মরোঁ মরোঁ।
২ আঁখি।
৩ চরণ।
৪ কহনে না যায়।
৫ অবশ

টীকা—বৈদগধি ঠাম—বিদগ্ধভঙ্গী বা রসমূর্তি। মরকত—নীলমণি।
মলুঁ—মরলাম। আই আই—আহা আহা।
পদটি স্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগের।

১৪

চিকন কালা গলায় মালা
বাজন-নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে[১]
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘরে মু যাইতে নারিলাম সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ুর পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী[২]
মধুর মধুর রায়[৩]॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বে হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥

প. ক.—১৪৯

১ ভুলে
২ মধুর বাঁশী।
৩ পায়।

টীকা—চিকণ—চিক্কণ। ছলিয়া—ছল আছে যার, ছল+ইঅ। বুলে—ভ্রমণ করে। তেরছ—বাঁকা। মু—আমি। রায়—শব্দ

করে, রাবতি। পিন্ধন—পরণে। পিয়ল—পীত+ল। রাতা উতপল—রক্তপদ্ম। নিছনি—প্রীতি।

পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর।

১৫

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে[১] নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দুলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বিন্ধিল[২]
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।

না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

প. ক.—১৫২

১ সে শ্যাম।
২ বান্ধল / বাধল।

টীকা—ঝুরে—কাঁদে। বিষম বিশিখে—নিদারুণ শরে।
পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তী বিরচিত।

১৬

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য[১] পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য-গণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ[২]॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি অণু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।

তাপ নহে উষ্ণ অতি　　পোড়য়ে আমার মতি
　　বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥
এতেক কহিতে ধনী　　উদ্বেগ বাড়িল জনি
　　নারে চিত্তে প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি　　মিছাই কহিলা দেখি
　　মুরলীর নহে হেন রীতে ॥
কোন সুনাগর সেই　　মহামন্ত্র পড়ে যেই
　　হরিতে আমার ধৈর্য যত ॥
দেখিয়া এ সব রীত　　চমক লাগয়ে চিত
　　দাস যদুনন্দনের মত ॥

প. ক.—১৪২

১ সুমাধুর্য।
২ থাক নিজ মন বান্ধি থেহ।

টীকা—পদাবলী—পদসমূহ, বাক্য। থেহ—স্থৈর্য। ওর—সীমা। ছেদন না করে—সম্ভাব্য অর্থ, একেবারে হত্যা করে না। তনু—অঙ্গ। 'মোহ' লক্ষণের দৃষ্টান্ত, বংশীশ্রবণে পূর্বরাগের পদটি রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের পল্লবিত ভাববিস্তার—

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরিতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্নজানে।
হা হা কুলীন-গৃহিণীগণ গর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥

১৭

সহজই বিষম　　অরুণ-দিঠি তাকর[১]
　　আর তাহে কুটিল কটাখি[২]।
হেরইতে হামারি　　ভেদি উর-অন্তর
　　ছেদল ধৈরজ শাখী[৩]।
　এ সখি বিহরয়ে কো পুন এহ।

পীত বসন জনু বিজুরি বিরাজিত
সজল-জলদ-রুচি দেহ ॥
মৃদু মৃদু ভাষি হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধুমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই রহু পুন ভাগি ॥
তঁহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি ঐছন
আনহ[৪] হৃদয়ক মাঝ ॥

প. ক.—১৫০

১ অঞ্চল।
২ কটাখ।
৩ শাখ।
৪ আন আন।

টীকা—তাকর—তাঁর (কৃষ্ণের)। কটাখি—কটাক্ষ। উর—বক্ষ। ধৈরজ শাখী—ধৈর্যরূপ বৃক্ষশাখা। মনসিজ আগি—মদনাগ্নি। ভাগি—ভাগ্য। আনহ—অন্যেরও অর্থাৎ কৃষ্ণেরও। <অন্যস্য।

১৮

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখি হে কি ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরি
জনু ধন-হারী জুয়ারি ॥

বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরি
বাউরি জনু ভেলি গোরি।
ঘনে ঘনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘনে ভরমে ভেলি ভোরি॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন[২] দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি[৩]॥
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলুঁ জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

প. ক.—১৩৬

১ কাতর কহতহি।
২ কিয়ে
৩ কমল নয়ানি।

টীকা—নিকসই—প্রকাশ হয়। জনু ধনহারী জুয়ারি—নিঃসম্বল জুয়াড়ীর মতো। বিছুরল—বিস্মৃত হল। বাউরি—বাতুল, পাগল।

পদটির রচয়িতা বলরাম কবিরাজ। পদটি পূর্বরাগের উন্মাদ দশার নিদর্শন।

১৯

সই[১] কেনে[২] গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন[৩] চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গ-ছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।

মন-মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
বাঁশী-ফাঁসি গলায় লাগিল ॥[৫]
ধৈর্যশীল[৬] হেমাগার গুরু গৌরব-সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায় ॥
চিত্তশালে[৭] মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল[৮] কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায়[৯] ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে[১০] ॥
কালিয়া কুটিল বাণে কুলশীল[১১] কোন্‌খানে ১২
ডুবিল[১৩] উঠিল ব্রজের বাস[১৪]।
প্রাণমাত্র[১৫] আছে বাকি তাও বুঝি যায় সখি
ভণয়ে জগদানন্দ দাস ॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—৩১০

১ সজনি গো।
২ কেন।
৩ দুলাল।
৪ ছিল।
৫ শুধু দেহ পিঞ্জর রহিল।
৬ লজ্জাশীল।
৭ গর্বশালে।
৮ হৈল।
৯ গেল।
১০ পলাইয়ে গেল কোন দেশে।
১১ কুল মান।
১২ কৈল খানে।
১৩ ঘুচিল।
১৪ ব্রজবাস
১৫ শেষে

টীকা—হাস্যসুধা চার ইত্যাদি—সাঙ্গরূপক। পরবর্তী অংশগুলিতেও তাই। শ্রীমতীর অবস্থা-পরিবর্তন ক্রম অনুসারে বর্ণিত হয়েছে।

২০

লুঠই ধরণী ধরি সোয়।
শ্বাস বিহীন হেরি সহচরী রোয়[১]

মুরছলি কণ্ঠে পরাণ ।[২]
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই ।[৩]
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই ॥[৪]
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি ।
কেহ নবগ্রহ পূজে:জ্যোতিখ আনি ॥
কেহ নাসা ধরি করে শ্বাস-বিচারি ।
বিরহ-বিঘন কেহ লখই না পারি ॥
শেষ দশা যব সো সব জান ।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥

প. ক.—১৮০

১ খনে খনে শ্বাস খনে খনে রোয় ।
২ খেনে খেনে মুরছই শেষ পরাণ ।
৩ এ হরি এ হরি পেখলুঁ বর নারী ।
৪ না জিবই বিনু করে পরশে তোহারি ।

টীকা—সোয়—সে । দেব দিঠি—অপদেবতার দৃষ্টি । জ্যোতিখ—জ্যোতিষী । বিরহ বিঘন—বিরহ বিঘ্ন । শেষ দশা—পূর্বরাগের শেষ অবস্থা মৃত্যু । বিনহি পরশে—স্পর্শ বিনা ।

॥ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ॥

২১

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুণী
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥
দারুণ কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে ।
অতিশয় মোর মণ হাণে ॥
পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোক্ষারে ।
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥

কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সময়এ।
তাত মধুকর মধু পীএ॥
সুসর পঞ্চমশর গাএ পিকগণে।
তে কারণে থীর নহে মণে॥
অতিশয় বাঢ়ে মোর মদন বিকার।
তাত কর মোর উপকার॥
এ থাণক আইলা বড়ায়ি আহ্মার আগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে।
একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বূলখণ্ড।

টীকা—না পারোঁ—পারি না। তোহ্মারে—তোমাকে। মানাআঁ—বুঝিয়ে, স্বীকার করিয়ে। তাত—তাতে। পীএ—পান করে। এথানক—এখানে। ভাগে—ভাগ্যে। মোর কাজ তোহ্মাত লাগে—আমার এ কাজ তোমার উপযুক্ত।

পদটি দূতীমুখ-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ।

২২

সজনি ভাল করি পেখন ন ভেল।
মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধহিঁ নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি[1]
তব ধরি[2] দগধে অনঙ্গ॥

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।[৩]
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরে মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা[৪]।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আশা॥

প. ক—১৯১

১ কনকগিরি।
২ অম্বরে।
৩ কঁচেলি অতি অনুপাম।
৪ কহত বিভাষা।

টীকা—পেখন ন ভেল—প্রত্যক্ষগম্য হল না। সঁঞে—সঙ্গে। জনি—যেন। আধহি নয়ান তরঙ্গ—অর্ধস্ফুট দৃষ্টি, কটাক্ষ। তবধরি—তদবধি। কনক কটোরা—সোনার বাটি। কাঁচলা—বক্ষাবরণ। ফাঁস পসারল কাম—কামের ফাঁস বিস্তার, যার অনিবার্য ফল মৃত্যু। পদটি শ্রীমতীদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ।

২৩

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর[১] বিজুরি-রেহা
দন্দ পসারি[২] গেলি।
ধনি অলপ বয়সী বালা
জনু গাথনি পুহপ মালা
থোরি দরশনে আশ ন পূরল
বাঢ়ল মদন-জালা॥

গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা
কেশরি জিনিয়া মাঝহি[৩] খীণ
দুলহ লোচন-কোণা।
ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়নবাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

প. ক.—২০১

১ জলধরে।
২ পসারিয়া।
৩ মাঝারি।

টীকা—মন্দির—গৃহ। রেহা—রেখা। পুহপমালা—পুষ্পমাল্য। থোরি—অল্প। নুনা—ক্ষীণা। দুলহ—দুর্লভ। লোচনকোণা—কটাক্ষ। পঞ্চ গৌড়েশ্বর—রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগরি, বঙ্গ ও মিথিলার অধিপতি সুলতান হুসেন শাহ বা তাঁর পুত্র নাসীরুদ্দীন নসরৎ শাহ। ১৪৯৩-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বাঙালী বিদ্যাপতির পদ।

২৪

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বরনারী॥
জোরি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল
ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভবে শরদ-ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যদুপতি[১]
চিত থির নাহি হোয়।
সোএ রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব তোয়॥

প. ক.—৫৭

১ যুবতি।

টীকা—বিহসি—স্মিত হেসে। কুসুমশায়ক—ফুলশর অর্থাৎ মদনশর। কুহকি—মায়ামূর্তি। জোরি ভুজযুগ—পরস্পরাবদ্ধ বাহুযুগল। মোড়ি বেঢ়ল—ঘুরিয়ে বেষ্টন করল। বয়ন সুছন্দ—সুশোভন মুখ। পবন-পরাভবে—পবন কর্তৃক পরাজয়ে অর্থাৎ বায়ু তাড়নায়। শরদ-ঘন জনু—শরৎকালের পাতলা মেঘ যেন। ওর—সীমা। যাবক—আলতা। পাবক—অগ্নি।

২৫

অপরূপ পেখল রামা।
কনকলতা অব- লম্বনে উঅল
হরিণহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জন
ভাঙু বিভঙ্গি-বিলাস[২]।

চকিত চকোর- জোড়ে বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত
গিম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু[২] ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী ধারা ॥
পয়সি পয়াগে জাগ[৩] শত জাগই
সে পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপীজন অনুরাগী ॥

প. ক—৫৯

১ ভাঙ্র কি ভঙ্গি বিলাসা।
২ কুম্ভ।
৩ যোগী।

টীকা—উয়ল—উদিত হল। হরিণ-হীন—কলঙ্ক-শূন্য। হিমধামা—চন্দ্র। দউ—দ্বয়। ভাঙ্‌র—ভ্রূ। বিভঙ্গি বিলাস—লীলাবিলাস। জোড়ে—যুগলে। পাশ—বন্ধন। কম্বু—শঙ্খ। পয়সি—জলে। পয়াগ—প্রয়াগতীর্থ। জাগ—যজ্ঞ।

২৬

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরি নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে ॥
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন করিয়া আসন
সে ধনি মাজিছে গা ॥

কিবা সে দুকূলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে[১] উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥
সিনিয়া[২] উঠিতে নিতম্ব তটিতে
পড়্যাছে চিকুর রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক চান্দার
শরণ লইল আসি॥
চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির[৩]
মনমথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুন হে নাগর চান্দা[৪]।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা[৫]॥

প. ক.—২১০

১ মাটিতে।
২ নাহিয়া।
৩ হিয়া দগদগি / অঙ্গ জরজর।
৪ নাগর শ্যাম।
৫ রাধা বিনোদিনী নাম।

টীকা—গোরোচনা গোরি—পীতবর্ণের প্রসাধন দ্রব্যের ন্যায় গৌর বর্ণ। ভোলা—বিহ্বল। সিনিয়া—স্নান ক'রে। চিকুর—চুল। দুকুলি—শাড়ী। পাঠে 'দুগুলি'।

পদটি নিমানন্দ দাসের পদরসসারে লোচনদাসের ভণিতায় আছে—

দাস লোচন কহয়ে বচন
শুন হে নাগর চান্দা। ইত্যাদি।

২৭

থির বিজুরি বরণ গোরি
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে করবী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়ানে ঈষত হাসিয়া
আকুল[১] করিল মোরে॥
ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ॥
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে[২] মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয় উল্লাসে[৩]
পালটি[৪] হইবে দেখা॥

প. ক —২০৫

১ বিকল।
২ যুগলে।
৩ বাশুলী আদেশে।
৪ পুন কি।

টীকা—থির বিজুরি—স্থির বিদ্যুৎ। কানড় ছন্দে—কর্ণাটী রীতিতে। ফুলের গেড়ুয়া—পুষ্পনির্মিত গোলাকার খেলনা। মল্ল—মল। তোড়ল—তোড়া। যাবক রেখা—আলতার চিহ্ন। পালটি—পুনর্বার।

পদটি রসকল্পবল্লীতে গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

২৮

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময়[১] হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণ চলচলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি[৩]॥
যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোকন পড়ই।
তাহাঁ তাহাঁ নীল-উতপল বন[৪] ভরই॥
যাহাঁ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ তাহাঁ কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিহ্নই নাহি জান॥

প. ক.—৮৬

১ চমকি মোতি।
২ যুগ।
৩ কেলি।
৪ দল।

টীকা—নিকসয়ে—স্ফুরিত হয়। তনু তনু-জ্যোতি—স্বল্প দেহদীপ্তি। থল কমল দল—স্থলপদ্মের পাপড়ি। খলই—স্খলতি, চ্যুত হয়। ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল—চঞ্চল ভ্রূবিলাস। বিলোচন—দৃষ্টি। চিনলহুঁ—রাধাকে চিনেও চিনতে পারনি।

পদটি বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদের সঙ্গে তুলনীয়—

জহাঁ জহাঁ পদ যুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥ ইত্যাদি।

২৯

সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ কুসুম জনু তনুরুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনি চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক-বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
তুহুঁ পাতুক করি নেল॥
চীত নয়ন মঝু তুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

প. ক.—২০৪

টীকা—সিনান—স্নান। মৈলান—ম্লান। চিতক চোর—মন চোর। চোরিক পন্থ—চুরির পথ। ভোরি—বিহ্বলভাবে। দরশায়লি—দেখাল। নয়নক ওর—লোচনপ্রান্ত অর্থাৎ কটাক্ষ। বেল—তট। পাদুকা—জুতা। মান—মনে করছি।

পদরত্নাকর ও পদরসসারে শেষ চরণের ভণিতাংশে আছে—

কাঞ্চন মুরতি কাঁতি মুরছায়ল
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৩০

রাই কি কব কানুর লেহা।

তুয়া নাম গুণ শুনিতে না চিতে
তিলেক বাঁধয়ে থেহা॥

তুয়া তনুখানি ধ্যান অনুক্ষণ
মন না আনত চলে।

কনক কেতকী রাখি আঁখি পাশে
ভাসয়ে আঁখির জলে॥

যমুনা হইতে আইলা যে পথে
রাখিয়া চরণ চিন্।

সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর
না জানে রজনী দিন॥

ধনি ধনি তুয়া সোহাগ গমনে
বিলম্ব উচিত নহে।

কুলবতী কুলে সুযশ ঘুষিবে
দাস নরহরি কহে॥

গীতচন্দ্রোদয়—৩৫০

টীকা—লেহা—স্নেহ। থেহা—স্থৈর্য। আনত—অন্যত্র। চিন্—চিহ্ন। পদটি ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

অনুরাগ

(রূপানুরাগ-আক্ষেপানুরাগ-অভিসারানুরাগ)

॥ রূপানুরাগ ॥

১

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
কহ সখী কি করি উপায়।[১]
না দেখিলে গোরামুখ[২] বিদরিয়া যায় বুক
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ তেজিব॥
সব সুখ তেয়াগিলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
গোরা বিনু আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরমী[৩] সখি
বাসু ঘোষ কি বলিবে তায়॥

প. ক.—৭৭৭

১ কি করিব কি হবে উপায়।
২ গোরারূপ।
৩ মরম।

টীকা—নিঝরে—নির্ঝর ধারায়। তিলাঞ্জলি—তিলের অঞ্জলি অর্থাৎ নিঃস্বত্ব ত্যাগ।

পদটি গৌরনাগর ভাবের। রূপানুরাগের গৌরচন্দ্রিকা।

২

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।

তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥
সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে না চাইহ তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥
আরতি পিরিতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস[১] কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জাগিয়া জপিয়া[২] প্রাণ গেল ॥
নিশিদিন[৩] অনুখন প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর না মানে[৪] আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

প. ক.—৭৯৫

১ ভুবণ।
২ জাগিয়া।
৩ নিশিদিন।
৪ জানে।

টীকা—কানড়—নীল, কৃষ্ণবর্ণ। উচাটন—উন্মত্ত। রভস—রহস্যময়।

৩

তরুমূলে মেঘ-বরণিয়া কে।
ও রূপ দেখিঞা কোন কলাবতী
ধরিব আপন দে ॥

যমুনার তটে নীপ নিকটে
নিশিদিশি তার থানা।
গোকুল নগরে কুলের কামিনী
আসিতে যাইতে মানা॥
ক্ষেণে বাজায় বাঁশী ক্ষেণে মধুর হাসি
ক্ষেণে ত্রিভঙ্গিম হয়।
নয়নের কোণে মরম সন্ধানে
চাহিঞা পরাণ লয়॥
নবীন কিশোর নব জলধর
রূপে গুণে নাহি ওর।
নাম নাহি জানি মনে অনুমানি
নরহরি-চিত-চোর॥

সংকীর্তনামৃত—২২৬

টীকা—বরণিয়া—বর্ণের। দে—দেহ। নীপ—কদম্ব তরু। থানা—<স্থান; পাহারা। ওর—শেষ (<অপর)।

পদটি নরহরি সরকারের রচনা। ভণিতায় রাগাত্মিক ভাবনা লক্ষণীয়।

৪

আজ যমুনা গিছিলাম সজনি
শ্যামেরে দেখিঞাছি।
সভে দুটি আঁখি দিঞাছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি॥
পহিলে মোর মনে নব জলধর
নামিঞাছে তরুমূলে।
দেখিতে দেখিতে হেদে আচম্বিতে
দু আঁখি ভরিল জলে॥

ইন্দ্রধনু জিনি চূড়ার টালনি
উড়িছে ভ্রমরাজাল।
আঁখি পালটিঞা না পাল্যাম দেখিতে
ঘোঞটা হইল কাল॥
অঙ্গের সৌরভে নাসিকা মাতল
আভরণ কেবা চিনে।
ঝলমল বই অন্য নাহি সই
সদাই পড়িছে মনে॥
নাহি পরিচয় বংশী সব কয়
এ ত বড় পরমাদ।
ও রাঙ্গা চরণের নূপুর শুনিতে
লোচনদাসের সাধ॥

সংকীর্তনামৃত—২২৫

টীকা—সভে—সবে মাত্র। পহিলে—প্রথমে। ঘোঞটা—ঘোমটা। পরমাদ—প্রমাদ, ভ্রান্তি।

৫

হেন রূপ কবহুঁ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লৈতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী তরঙ্গে যেন
চাঁদ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
বিনা মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।

কিবা সে মোহন চূড়া দো-সূতী মুকুতা বেড়া
মত্ত ময়ূর-পুচ্ছ তায় ॥
গলায় কদম্বমালা জিনিয়া মদনকলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পূরে অবলা পরাণে মরে
বলিহারি যায় বংশীদাস ॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—৩৬৫

টীকা—কবহুঁ—কখনও। থুই—রাখি। বাসি—মনে করি। বায়—বাতাসে। দো সুতী মুকতা বেড়া—মুক্তামালার দুসারি বেষ্টন।

৬

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরণ না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙাড়িয়া মুখানি মাজিয়াছে
না জানিয়ে কত সুধা দিয়া ॥
অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে
জাতি কুল মজাইল তায় ॥
ভুরুযুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে চায়্যাছিল আমা পানে
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি ॥
যমুনার ঘাটে হৈতে উঠিতে আসিতে পথে
সখি কিবা অপরূপ তনু।

জ্ঞানদাসেতে কয় শুধুই যে সুধাময়
গোকুলে নন্দের বালা কানু ॥

বৈষ্ণবপদলহরী—পৃ. ৩০

টীকা—চিকন—চিক্কণ। কামান—ধনু। হিঙ্গুল—রক্তবর্ণ পদার্থ।

৭

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি[১] থির নাহি বান্ধে ॥
সই কি আর বলিব[২] আমি কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব[৩] ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে[৪] কি বলিব তা।
দরশ পরশ[৫] লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতির[৬] সার ॥
গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।
ঘরের যতেক সভে[৭] করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলুঁ আগুনি ॥

প. ক.—৭৪৮

১ মোর।
২ কি আর বলিব।
৩ যে পণ করেছি আমি সে পণ করিব।
৪ বাড়ে।
৫ সে অঙ্গ পরশ।
৬ অমিয়ার।
৭ ঘরে পরে সব লোক।

টীকা—ঝুরে—কাঁদে। ভোর—পূর্ণ বা বিহ্বল। থির—স্থির। আউলাইছে—আকুলিত হচ্ছে। লহু লহু—লঘু লঘু বা মৃদু মৃদু। পরকার—প্রকার। ভেজাইলুঁ—সংযোগ করলাম।

৮

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরী চমকে[১] তায়।
ছি ছি[২] কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায়॥
মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ-নিছনি লৈয়া।
কি জানি কি খেনে কো বিহি গড়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন-নাচনি
চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে[৩] লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥

প. ক.—৭৯১

১ দমকে।
২ এথে।
৩ মাঝারে।

টীকা—খেচনি—খিঁচ দেওয়া। নিছনি—অনুরাগ। তেরছ—তির্যক্।
ঝাঁপিয়া—আবৃত করিয়া।

৯

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী॥
রতন কাটিয়া অতি যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কাণে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হৈল উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি[১] পাঙ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ॥
মদন ফান্দ ও না[২] চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ মুকুতা গো
সোনায় মোড়িল তার পাশে।
বিজুরী জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে।

যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে ॥
নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা ।
শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে [illegible] নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥

প. ক.—৭৯০

১ লাগি।
২ ময়ূর পুচ্ছের ছান্দে।
৩ কলঙ্ক।

অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে 'মেঘের আড়ালে থাকি হাসে'র পর অতিরিক্ত কয়েকটি পংক্তি—

সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার ভাঁতি।
হিয়ার ভিতরে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি ॥

টীকা—কুন্দার—খোদাইকর। সাখি—সাক্ষী। পাঁচ পরাণি—পঞ্চেন্দ্রিয়। করভ—হস্তীশিশু। বলনি—বেঢ়। হিঙ্গুল—রক্তবর্ণ রঞ্জন দ্রব্য। পদকর্তা শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন চৈতন্যোত্তর কালে রাঢ়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আচার্য।

১০

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর[১] মুরলী রবে শ্রুতি পরিপুরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনী অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না শুনে ধরম লব-লেশ ॥

নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তঁহি এক মনোরথ জনি[২] হয় অনরথ[৩]
পূছত গোবিন্দদাস॥

প. ক.—৭৯৪

১ মোহন।
২ যদি।
৩ অনুরত।

টীকা—দিঠি—দৃষ্টি। সোঙরি—স্মরণ করে। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। লব-লেশ—কণামাত্র। ঠাম—স্থান। জনি—যেন না। অনরথ—অনর্থ। যেন অনর্থ না হয়।

॥ আক্ষেপানুরাগ ॥

১

গৌরাঙ্গ-চান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহু করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে[১]॥
করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

প. ক.—৮৩২

১ যমুনা মাঝারে।

টীকা—কহনে না যায়—বলা যায় না।

পদটি স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগের গৌরচন্দ্রিকা।

২

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরিত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়্যা[1] মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল[2] অন্তরে॥
জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

প. ক.—৮৮৬

১ পুড়ে।
২ হইল।

টীকা—কানু পরিবাদ—কৃষ্ণ কলংক। সামাইল—প্রবেশ করল। জারিল—জীর্ণ করল।

পদটি রাধার স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগ।

৩

যত নিবারিয়ে পায়[1] নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে[2] সে কানু-পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে[3]।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥

এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তভু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

প. ক.—৮৩৫

১ তায়।
২ যাই।
৩ হৈল কিবা মোরে।

টীকা—রসনা-জিহবা। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। জানি (জনি)—যেন না। পুছ —বল।

এটিও স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগ।

৪

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেহলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও[১]॥

বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়[২] ॥

প. ক.—৮০৫

১ চাও।

২ কোন কোন পুঁথিতে অন্যরূপ ভণিতা আছে। যথা—

চণ্ডীদাস কহে হিয়া শুনিতে জুড়ায়।
এমন পিরীতি আর না দেখি কোথায়॥

টীকা—মোহিনী—যাদু। সোতের সেহলি—স্রোতের শ্যাওলা। বাশুলী—চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী বিশালাক্ষী-চণ্ডী।

বর্তমান পদটি প্রিয়সম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ।

৫

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতের কথা॥
সই কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া[১]
যে ধনি পিরিতি করে।
তুষের আনল যেন সাজাইয়া
এমতি[২] পুড়িয়া মরে॥
হাম বিনোদিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছলছল[৩] আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল
পরাণ-সংশয় দেখি॥

প. ক.—৮৭০

১ কুলেতে দাঁড়াঞা।

২ আপনি।

টীকা—তুষের আনল—তুষের আগুন যা ধিকি ধিকি জ্বলে।
পদটি পিরিতি-নিন্দনে আক্ষেপানুরাগ।

৬

হা হা[১] প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেম বিষানলে[২] তনু মন জারে॥
রাত্রিদিন[৩] পোড়ে মন সোয়াস্ত[৪] না পাঙ।
যাহাঁ[৫] গেলে কানু পাঙ তাহাঁ[৬] উড়ি যাঙ॥
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা॥
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল॥

—চণ্ডীদাসের পদাবলী
(সা. প. সংস্করণ)

১ হায় হায়।
২ বিষে মোর।
৩ দিবানিশি।
৪ সোয়াথ।
৫ যথা।
৬ তথা।

টীকা—জারে—জীর্ণ করে। বাখানি—ব্যাখ্যান অর্থাৎ বুঝিয়ে বলি।
যাঙ—যা ধাতু+অহম্ (ঙ˚)।

পদটি সখীসম্বোধনে আরম্ভ হলেও বিধাতৃনিন্দনে আক্ষেপানুরাগ।

পদের প্রথম চারটি পংক্তি সুবিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আগমন করে সন্ধ্যাকালে বিরহ ভাবাবস্থার এই পদটি মুকুন্দের কণ্ঠে শুনেছিলেন বলে চৈতন্য-চরিতামৃতে উদ্ধৃত।

৭

(সই) ডাকিয়া সুধাইতে নাই[১] প্রাণ আনছান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী ॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী কানু কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির হইলে[২] লোকচরচা বিষম শাইল ঘরে ॥
পিরিতি করিয়া জগত বৈরী আপনা বলিব কারে ॥
তোমরা পরাণের বেথিত আছিলা জীবনে মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে কে ছাড়ে আপন অঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন গোকুলের কান সভাই আপনা বলে।
মো পুনি ইছিয়া নিছিয়া লইলুঁ অনাদি জনম ফলে ॥
রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা বন্ধুয়া আপন হৈলে ॥

প. ক.—৮৪৩

১ তোমরা মোরে ডাকিয়া সোধাও না।
২ হইতে।
৩ বিষ মিশাইল।

টীকা—আনছান—আনচান (অন্যাচ্ছন্দ)। বাসি—মনে করি। বিষম শাইল—ভীষণ শেল। ইছিয়া—ইচ্ছা ক'রে। নিছিয়া লইলুঁ—অনুরাগসহ বরণ করলাম।

পদটি সখীর প্রতি আক্ষেপ।

৮

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
বাঁশী কেনে ডাকে থাকি থাকি।
সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝরে দুটি আঁখি ॥

একেলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সেহ কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন ধনি কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হৈল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরশমণি
ঠেকি গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥

—চণ্ডীদাসের পদাবলী।
(সা. প. সং)

টীকা—সম্বরণ—সংযত বা নিবৃত্ত। মন্দিরে—ঘরে।
পদটির আরম্ভে বংশীনিন্দনে আক্ষেপানুরাগ।

৯

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশি-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরয়ে[১] দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে[২] গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিধি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥

প. ক.—৮৩১

১ পরিপুরল।
২ চলয়ে।

টীকা—ওর—সীমা। বাঁশি-নিশ্বাস-গরলে—বংশীরূপ সর্পের নিশ্বাস-বিষে। ভোর—বিহ্বল। হঠসঞে—সজোরে। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে। শ্রবণক মাঝ—কানের মধ্যে। তৈখনে—সেই সঙ্গে। বিগলিত—স্খলিত। জনি—যেন। ঝাঁপি—ঢাকি। লহু—লঘু। নীবিবন্ধ—কটিবন্ধন।

পদটি সখীসম্বোধনে হলেও বংশীনিন্দনে আক্ষেপানুরাগ। অবশ্য পদটি প্রকৃতই বিদ্যাপতির কি না সন্দেহ।

১০

কতিহুঁ[১] মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহো শঙ্কর হুউঁ[২] বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণি-বিভঙ্গ।
মালতি-মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি[৩] নহ ইন্দু।
ভালে অনল[৪] নহ সিন্দুর-বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিকমল ইহ না হয়ে কপাল॥
বিদ্যাপতি কবি কহই[৫] সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক॥

প. ক.—৮৫৫

১ কতয়ে।
২ হও।
৩ শিরে।
৪ নয়ন।
৫ কহ এহেন।

টীকা—কতিহুঁ—কতই। হউঁ—আমি। বেণি-বিভঙ্গ—কেশকলাপ। মোতিম-বন্ধ—মুক্তাবাঁধান। মৌলি—মুকুট। কপাল—করোটি। ভসম—ভস্ম। মলয়জ—চন্দন।

পদটি মদনের প্রতি আক্ষেপ। বিদ্যাপতির এই পদটির সঙ্গে জয়দেবের একটি শ্লোক তুলনীয়—

হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥

(গীতগোবিন্দ, ৩/১১)

১১

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া[১] যে আপনা খাইয়াছে[২]
তারে তুমি কি আর বুঝাও[৩] ॥
নয়ন-পুতলি করি লইলুঁ[৪] মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে নিতে[৫] আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি[৬] হৈলে
তার গুণ[৭] তিন লোকে[৮] গায় ॥

প. ক.—৭৫১

১ মরিল।
২ খাইল সে।
৩ সুধাও।
৪ লইয়াছি।
৫ রৈতে।
৬ এমন পিরিতি।
৭ যশ।
৮ ত্রিজগতে।

টীকা—মোকে—আমাকে। বিথার—বিস্তার। নিতে—নিত্য। ভায়—হয়, ভাতি।

পদটি সখীসম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ।

১২

মনের মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
কিবা সে মোহন রূপ[১] মন মোরে বান্ধে।
মুখে নাহি সরে[২] বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব[৩]।

প. ক.—৯২

১ কিবা রূপে কিবা গুণে।
২ মুখে না নিঃসরে।
৩ কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব।

পদটি সখীসম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ।

১৩

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী[১]॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাও চাঁদ সুরুজের মুখ।

কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায়॥
ঘরের আঙিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তভু ত না গুণে মন এত পরমাদ॥
ও রূপ দেখিয়া[২] কৈলু[৩] মরণ সমাধি।
রাতিদিন কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবে[৪] বিভোর তনু গদগদ বাণী।
ধরিতে ধরণে না যায় দুটি চোখের পানি[৫]॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥

প. ক.—৮৩৮

১ কুলের বহুয়ারি।
২ লাগিয়া।
৩ রৈল।
৪ ভাবিতে।
৫ এরপর পদরত্নাকরে অতিরিক্ত দুপংক্তি আছে—
ও চান্দমুখের হাসি আধ আধ বোলে।
হিয়ার ভিতরে প্রাণ নিরবধি দোলে॥

টীকা—বিদগধ রায়—রসিক কৃষ্ণ। পরমাদ—প্রমাদ। বেয়াধি—ব্যাধি। আন—অন্য। ভরমে—ভুলে। পাসরিল নয়—ভোলা যায় না। পদটি সখীসম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ।

১৪

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥

বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলা ধরে গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আরও দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চান্দ মুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥

প. ক —৮১৭

টীকা—বেথা—ব্যথা। খেয়াতি—খ্যাতি। জিতে—জীবিত থাকতে। **পদটি** প্রিয়সম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ।

১৫

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া পিরিতি করিলুঁ
রহিতে নারিলুঁ ঘরে॥
কাম সাগরে কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া[১] হইব নন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে[২]।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব[৩]
যখন যাইবা জলে॥

মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা
সহজ কুলের বালা।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিবে তখন
পিরিতি বিষম জ্বালা॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—১৬১

১ আপনি।
২ মথুরাপুরে।
৩ বাজাব।

টীকা—কাম সাগরে—যে সাগরে কিছু কামনা করে আত্মবিসর্জন করলে পরজন্মে ফললাভ হয়। সাধ—আকাঙ্ক্ষা। সহজ—সরল। পূরিব—পূর্ণ করব অর্থাৎ বাজাব।

এই প্রিয়সম্বোধনে আক্ষেপানুরাগের পদটি পাঠান্তরে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত।

১৬

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
(সখি হে) কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চান্দ সেবিলুঁ[১]
ভানুর[২] কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে[৩]
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল[৪]
মাণিক হারালুঁ হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।

জ্ঞানদাস কহে[৫] কানুর পিরিতি
মরণ অধিক শেল ॥

প. ক.—৮৮৭

১ সেবিতে।
২ রবির।
৩ উচল বলিয়া অচলে চড়িতে।
৪ বেঢ়ল।
৫ চণ্ডীদাস কহে।

টীকা—আনলে—অগ্নিতে। গরল—বিষ। নিচল—নিচু স্থল। উচল উ'চু স্থল। লছিমী—লক্ষ্মী।

পদটিতে বিষম অলংকারের ব্যবহার লক্ষণীয়। সখীসম্বোধনে আক্ষেপ।

১৭

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে।[১]
চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে ॥
রূপের পাথারে[২] আঁখি ডুবিয়া[৩] রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ[৪] ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।[৫]
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া ॥
জাতি কুল শীল সব[৬] হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক[৭] বুক ॥

প. ক.—১২৩

১ পদকল্পতরুতে প্রথম পংক্তির পাঠ—

আলো মুঞি জানো না, জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।

পদরত্নাকরে আছে—আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দির জলে।

২ সাগরে।

৩ ডুবিয়ে।

৪ অন্তর বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ।

৫ বেড়া।

৬ মোর।

৭ খান্ধ।

টীকা—ছলিয়া—ছলধারী। রূপের পাথারে—রূপসাগরে। তুঁ রূপসাগরে ডুব দিয়েছি—রবীন্দ্রনাথ। রসনা—কটিভূষণ। জড়া—জড়ানো। কলঙ্কের কোঁড়া—কলঙ্ক উদ্‌গত কন্দ।

স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগের এই রোমাণ্টিক পদটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল।

১৮

গুরুজনার[১] জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি[২]।
দ্বিগুণ আগুন দেয় শ্যামের মুরলি॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি[৩] শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই যে বেভার॥

প. ক.—৮২৬

১ গুরুজন

২ ব্যাকুল।

৩ শপতি।

টীকা—উভহাতে—উর্ধ্ব বা দুই হাতে। বেভার—ব্যবহার।
পদটি বংশীর উদ্দেশে আক্ষেপানুরাগ।

১৯

বাঁশী বাজানো জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।
নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে॥
ওপার হৈতে বাজাও বাঁশী এপার হৈতে শুনি।
বিরহিণী নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুন্যা ঝুরি মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী (সা. প. সং
পৃ.—৯৬)

টীকা—জীমু না—বাঁচব না। চাঁদ কাজি—ষোড়শ শতকের শেষভাগের মুসলমান পদকর্তা।
ভণিতায় কবির রাগাত্মিক ভক্তি লক্ষণীয়। "যে ঝাড়ের বাঁশি" প্রভৃতিতে চণ্ডীদাসের পদাংশ প্রক্ষিপ্ত।

২০

শুন গো মরম সখী কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ালু পরাণি॥

শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির ॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বির-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥

ভক্তিরত্নাকর—নবম তরঙ্গ

পদটি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রচনা বলে নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের নবম তরঙ্গে উদ্ধৃত।

॥ অভিসারানুরাগ ॥

১

বিরলে বসিয়া গোরা রায়।
আপাদ মস্তক পুলকে পূরিত
প্রেম ধারা বহি যায় ॥
সহচরগণে কহয়ে বচনে
রহিতে নারিয়ে ঘরে।
নন্দের নন্দন পাই দরশন
তবে[১] সে পরাণ ধরে ॥

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
গলে নীলমণি মালা।
এ সাজ সাজায়ে অঙ্গের ছটায়ে
ভুবন করিলে আলা॥
দেখিয়া গোর ভাবিয়া অন্তর
বসনে ঝাঁপায়ে তনু।
চাঁচর চিকুর বেঢ়ি নানা ফুল
জলদে বিজুরী জনু॥
সঙ্গে সহচর গৌরাঙ্গ সুন্দর
সুরধুনী তীরে চলে।
ভাবাবেশে মন আকুল বচন
এ দাস মোহন বলে॥

প. ক.—৯৮৩

১ সবে।

টীকা—ঝাঁপয়ে—আবৃত করে।

২

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে[২] নয়ন মুদি চলু ভামিনি
তিমির পয়ানক[৩] আশে।

করঁ-কঙ্কণ পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে ॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচন মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

প. ক.—১০০১

১ নূপুর।
২ করতলে।
৩ পয়ান গতি।
৪ মণি।

টীকা—গাড়ি—পঙ্কে। মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি—বস্ত্রখণ্ডে নূপুর বেঁধে। গাগরি—কলসী। ঢারি—ঢেলে। দূতর পন্থ—দুস্তর পথ। তিমির পয়ানক আশে—অন্ধকারে প্রস্থানের আশায়। ভুজগগুরু—সাপুড়ে। পরমাণ—প্রমাণ।

গোবিন্দদাসের অভিসারানুরাগের এই পদটির সঙ্গে সূক্তিমুক্তাবলীতে সংকলিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়—

মার্গে পঙ্কিচিতে ঘনান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারণং
গন্তব্যোহদ্য ময়া প্রিয়স্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরে করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রোল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি ॥

৩

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব-সিন্ধু ॥
অব জনি সজনী করহ বিচার।
শুভখন ভেল পহিল অভিসার ॥

মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কী ফল উচ-কুচ-কঞ্চুক-ভার।
দূর কর সৌতিনি মোতিম-হার[1]॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ ভরম জনি হোয়[2]।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলি গোয়[3]॥

প. ক.—৯৮৬

১ মোতিম সোতিন হার।
২ হোই।
৩ গোই।

টীকা—অম্বরে—আকাশে। ডম্বর—আড়ম্বর। নব মেহ—নব বর্ষার মেঘ। উয়ল—উদিত হল। মনোভব সিন্ধু—প্রেম সমুদ্র। অব—এখন। জনি—যেন না। পহিল—প্রথম। পহিরায়হ—পরাও। সৌতিনি—সপত্নীরূপ। মোতিম—মুক্তা। দেহলি—দ্বারের চৌকাঠ। লাগি—সংলগ্ন হয়ে। অবহুঁ—এখন। দীগভরম জনি হোয়—যেন দিকভ্রম না হয়। গোয়—গোপনে।

পদটিতে রাধার তিমিরাভিসারানুরাগ বর্ণিত। দূরে কর সৌতিন ইত্যাদিতে জয়দেবের—"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্" প্রভৃতির ছায়া লক্ষণীয়।

৪

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দরদর বাদর দোল।[1]
বারি কি বারই[2] নীল-নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥

ঘন ঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম মরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই[৩] লোচন-তার॥
ইথে যদি[৪] সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

প. ক.—১৮৭

১ তাহে অতি দুরতর বাদর দোলে।
২ বারবি।
৩ চমকই।
৪ যব।

টীকা—মন্দির—গৃহ। শঙিকল—ভয়াল। বাট—পথ। বারই—বারয়তি, রোধ করে। মানস সুরধনি—মানস-গঙ্গা যা বৃন্দাবনের নিকটবর্তী গোবর্ধনে অবস্থিত। উচকই—চমকিত। ইথে—এতে। উপেখবি—উপেক্ষা করবি।

৫

কুল-মরিযাদ কপাট উদ্‌ঘাটলু[১]
তাহে কি কাঠকি[১] বাধা।
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙারলু[২]
তাহে কি তটিনি[৩] অগাধা॥
সহচরি[৪] মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে[৫] হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝূর॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে[৬] যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।

প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি ।
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু৺
তাহে কি তনু অনুরোধ ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর[৭]
সহচরি পাওল বোধ ॥

প. ক.—১৮৮

১ কপাটক ।
২ যব পাঙরিলু৺ ।
৩ হমুনা ।
৪ সজনী ।
৫ যৈছে ।
৬ বরিখত ।
৭ আগুসর ।

টীকা—মরিযাদ—মর্যাদা । পঙারলু৺—পার হলাম । পরিখন—পরীক্ষা । হৃদয় করি—সম্ভাব্য পাঠ হৃদয় ধরি' । সোঙরি—স্মরণ করে । ঝুরে—কাঁদে । বরিখয়ে—বর্ষণ করে । বজরকি আগি—বজ্রাগ্নি । সোঁপলু৺—সমর্পণ করলাম ।

'গোবিন্দদাসের এই অভিসারানুরাগের পদটি রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী ধৃত একটি শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয়—

লজ্জৈবোদ্ঘাটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিঃ
মর্য্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা ।
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ ॥

৬

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই ।
কুলিশ-পাতন- শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল ।

কান্ত হামারি[১]   নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর   বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘনঘন ঘোর ।
শ্যাম মোহনে[২]   একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সঙরি মঝু তনু   অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ ।
এ মঝু গুরুজন   নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥
তুরিতে চল অব   কিয়ে বিচারব
জীবন মঝু আগুসার ।
রায় শেখর   বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥

প. ক.—৯৮৪

১ হামারি কান্ত।
২ নাগর।

টীকা—মেহ—মেঘ। কুলিশ—বজ্র। বলগই—বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। দুরদিন ভেল—দুর্দিন হল। আগুসরি—অগ্রসর হয়ে। ঝাঁপ—আবৃত। তুরিতে—তাড়াতাড়ি। বিচারব—পাঠান্তরে বিচারহ। বিঘিনি বিথার—বিঘ্ন বিস্তার।

৭

নীলিম মৃগমদে   তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর ।[১]
নীল বলয়গণে   ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি হরি-অভিসারক লাগি ।

নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কুহু-যামিনি ভয় ভাগি ॥
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনি জনু শ্যামর-সায়রে
লখই না পারই কোই ॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥[২]

প ক.— ৯৮৯

১ নীল নলিনদল তনু অনুরঞ্জই।

২ গোবিন্দদাস সঙ্গে সব সহচরি রঙ্গে করলি অভিসার।

টীকা—মৃগমদ—মৃগনাভি নির্যাস। পহিরণ—পরিধান। নিচোল—শাড়ী। কুহুযামিনী—অমারজনী। অলিকে—ললাটের দুই প্রান্তে। গোই—গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হয়ে। অতএ—অতএব।

পদটির তিমিরাভিসার সজ্জার বর্ণনার সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকটি তুলনীয়—

মূর্তির্নীলদুকূলিনী মৃগমদৈঃ প্রত্যঙ্গপত্রক্রিয়া
বাহূ মেচকরত্নকঙ্কণভৃতৌ কণ্ঠেহম্বুসারাবলী।
ব্যালম্বালকমঞ্জরীকমলিকং কান্তাভিসারোৎসবে
যৎ সত্যং তমসা মৃগাক্ষি বিহিতং বেশে তবাচার্যকম্ ॥

গোবিন্দদাসপক্ষে বিশেষত, বহিরঙ্গেও শ্রীমতীর শ্যামময়তা।

৮

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে[১]।
গুরু দুরুজন ভয় কছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহে[২] ॥

দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।[৩]

ঘন আন্ধিয়ার ভুজগভয় কত শত

তৃণহু না মানয়ে ভীত॥

সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি

হেরি সহচরিগণ ধায়।

অদভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত

তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥

চললি কলাবতি অতিশয় রসভরে

পন্থ বিপথ নাহি মান।

জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ

মনহি উজোরল কান॥

প. ক.—৯৭৫

১ গেহ।

২ দেহ।

৩ দেখ দেখ অনুরাগ রীত।

টীকা—গেহে—গৃহে। চীর নাহি সম্বরু দেহে—শরীরে বসন সম্বৃত করে না। পন্থ বিপথ নাহি মান—পথ-বিপথ মানে না। এহ অপরূপ নহ—এ আর অপূর্ব কী? মনহি উজোরল কান—মনে শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল।

অভিসার

১

ব্রজ-অভিসারিণি-　　ভাব-বিভাবিত

নবদ্বীপ চান্দ বিভোর।

অভিনয় তৈছন　　করত পুলকি[১] তনু

নয়নহি আনন্দ লোর॥

দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু অবতার।

তহিঁ পুন নিমগন　　নাহি জানে রাতি দিন

বুঝি সো মহাভাব-সার॥

নিশবদ মণ্ডন　　অঙ্গহি পহিরণ

গতি অতি ললিত সুধীর।

বৃন্দাবন-ভানে　　চকিত বিলোকনে

পাওল সুরধুনী-তীর॥

কেবল কৃষ্ণ-　　নাম গুণ কীর্তন

করতহিঁ পরম আনন্দে।

রাধামোহন দাস　　আশ রাখত জনি[২]

সো প্রভু চরণারবিন্দে॥

প. ক.—৩৫২

১ পুলক।

২ জনি।

টীকা—লোর—অশ্রু। নিমগন—মগ্ন। নিশবদ মণ্ডন—নিঃশব্দ প্রসাধন। ভানে—ভাবনায়। বিলোকনে—দৃষ্টিপাতে।

পদটি অভিসারের গৌরচন্দ্রিকা।

২

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্‌।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্‌॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥ ধ্রু॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্‌।
বহুমনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্‌।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্‌॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্‌।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্‌॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্‌।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্‌॥
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্‌॥

—গীতগোবিন্দ, ৫/২

রতিসুখসারভূত তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমনোহর বেশে অভিসারে গমন করেছেন। সুতরাং হে নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব কোর না, তাঁকে অনুসরণ কর।

ধীরসমীরণসেবিত যমুনাতীরে বনমালী অবস্থান করছেন। তোমার পীনোন্নত পয়োধর-পরিসর মর্দনের জন্য তাঁর করযুগল চঞ্চল।

তিনি তোমার নাম সংকেত করে মৃদু স্বরে বেণু বাজাচ্ছেন। তোমার অঙ্গ-স্পর্শী বায়ু দ্বারা বাহিত ধূলিকণাকেও বহুমান দিচ্ছেন।

পাখী উড়ে বসার জন্য বৃক্ষে পাতা নড়লেও তুমি আসছ মনে করে তিনি কুঞ্জশয্যা রচনা করছেন এবং চকিতনয়নে তোমার পথ নিরীক্ষণ করছেন। হে সখী, তোমার ঐ মুখর নূপুর পরিত্যাগ কর। কারণ তা অভিসারের সময় শব্দ করে শত্রুতা করে। তুমি নীল নিচোল পরিধান করে তিমিরপুঞ্জিত কুঞ্জ-ভবনে অভিসার কর।

বিপরীত রতিকালে মেঘে বলাকা পংক্তির ন্যায় হারশোভিত মুরারির বক্ষে তুমি সুকৃতির ফলস্বরূপে মেঘবক্ষে তড়িতের ন্যায় শোভা লাভ করবে।

হে পঙ্কজনয়না! কিশলয়শয্যায় তোমার মেখলামুক্ত বসনহীন জঘনদেশ দর্শনে কৃষ্ণ নিধিপ্রাপ্তির ন্যায় আনন্দিত হবেন।

হরি অভিমানী এবং রজনীও অল্পই অবশিষ্ট, অতএব আমার কথা রাখ, সত্বর বেশ রচনা করে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর।

শ্রীহরির সেবক জয়দেব এই পরম রমণীয় গানের ভণিতায় বলছেন, (হে শ্রোতৃবৃন্দ) আপনারা আনন্দচিত্তে সেই সুকৃতিবাঞ্ছিত সদয় হরিকে প্রণাম করুন।

মন্তব্য ঃ জয়দেবের এই অভিসার পদটি তমসাভিসারের বর্ণনা মূলক পদ।

৩

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচকুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহিঁ তেজলি সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহিঁ তেজি চলি যায়॥

যামিনি ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥

প. ক.—৯৭৬

টীকা—পয়ান—প্রস্থান। কর সঞে—হাত থেকে। মন্দরি—মন্দ্রা। সগরি—সকলি। উজিয়ার—উজ্জ্বল। বিঘিনি বিথারিত বাট—বাধা বিস্তৃত পথ। আয়ুধে—অস্ত্রে।

৪

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিশ পড়এ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোষ বরিষ ঘন
সংশয় পড়ু অভিসার॥
সজনী বচন ছোড়িতে মোহে লাজ।
হোয়ত সো হোউ বরু সব হম অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ॥
অপন অহিত লেখ করইত পরতেখ
হৃদয় ন পারিঅ ওর।
চাঁদ হরিণ বহ রাহু-কবল সহ
প্রেম পরাভব থোর॥
চরণ বেঢ়ল ফণি হিত মানলি ধনি
নেপুর না করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরুপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর॥

ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নঅ ভূমি
দিগ মগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি শিব শিব ভাবে যাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্ব।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
সকল কলা অবলম্ব॥

—বি. ম. সং. বিদ্যাপতির পদাবলী—১০৪ নং

টীকা—রয়নি—রজনী। বম—বমন করছে। কুলিশ—বজ্র। তরজ—হস্ত। ঘন—মেঘ। অঙ্গিকরু—স্বীকার করলাম। হোয়ত সো হোউ—যা হয় হোক। অহিত—অকল্যাণ। পরতেখ—প্রত্যক্ষ। ওর—সীমা। হরিণ বহ—কলংক বহন করে। থোর—অল্প। রোর—শব্দ। তোহি—তোমাকে। মোহি—আমার। সিনেহক—প্রেমের। ঠামহি রহিঅ ঘুমি—এক স্থানেই ঘুরতে থাকি। পরস-চিহ্নঅ ভূমি—কেবল স্পর্শহেতু ভূমি বোধ হয়। দিগমগ—দিক ও পথ। ভাবে—প্রেমে। জিব—জীবন। উপজু সিনেহ—নবজাত প্রেম।

পদটি রাজনামাংকিত। বিদ্যাপতির যৌবনকালের রচনা।

৫

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতিখনে আওব কুঞ্জর গমনী॥
ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত[১] সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি পায়ে করোঁ[২] পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥

গগনে সঘনে মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ার[৩]।
চলইতে খলই লখই নাহি পার[৪]॥
সব জনি[৫] পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভাল ত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতি[৬] পরাভব[৭] সহই॥

প. ক.—৯৭৭

১ বাট।
২ করি।
৩ আন্ধিয়ারা।
৪ পারা।
৫ সজনি।
৬ কুলবধু।
৭ পরভাব।

টীকা—রয়নি—রজনী। সরণা—পথ। পরিহার—মিনতি। অবিঘিনে—নির্বিঘ্নে। খলই—পড়ে (<স্খলতি)। লখই ন পার—লক্ষ্যগোচর হয় না। লোলি—লুব্ধা। পরাভব—নিগ্রহ।

পদটি কৃষ্ণের উক্তি।

৬

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কএল যত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে॥
বরিস পয়োধর ধরণি করি ভর
রয়নি মহাভয় ভীমা।
তইঅ চললি ধনি তুঅ গুণমনে গুনি
তসু সাহস নাহি সীমা॥

দেখি ভবনভিতি লিখল ভুজগপতি
যসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝঁপইতে ফণিমণি
বিহুসি আওলি তুঅ পাসে॥
নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নঈ
আঁগরি মহাকুল গারি।
তুঅ অনুরাগ মধুর মনে মাতলি
কিছু না গুনল বরনারী॥
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
কাম পেম দুহুঁ এক মত ভএ রহু
কখন কী ন করাবে॥

—বি. ম. সং. বিদ্যাপতির পদাবলী—৩৩২

টীকা—সমধানে—সমাধান বা পূর্ণ। পয়োধর—মেঘ। তইঅ—তথাপি। তসু—তার। ভবন ভিতি—গৃহের দেওয়ালে। লিখল—অঙ্কিত। যসু—যার। তরাসে—ত্রাসে। ঝঁপইতে—ঢেকে। বিহুসি—স্মিতহাস্যে। পহু—প্রভু বা স্বামী। সঁতরি বিখম নঈ—ভীষণ নদী সাঁতরে। আঁগরি—অঙ্গীকার করে। মহা কুলগারি—ভয়ানক কুলকলঙ্ক। বিনোদক বিন্দক—কৌতূহল চরিতার্থকারী। এক মত ভএ রহু—একাকার হয়ে যায়।

৭

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আয়লুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।

তিমির দুরন্ত পথ হেরই[১] না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর[২]
হাম যাওব[৩] কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ[৪]
চির দুখ অব দূর গেল ॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গনলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—১৭৯

১ লখই।
২ খরতর।
৩ রহব।
৪ তুয়া মুখ দরশনে সব সুখ পাওব।

টীকা—বিপাক—বিপর্যয়। মন্দির—গৃহ। কুহুযামিনী—অমারজনী। তৃণহুঁ—তৃণাদপি।

৮

মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক[১] পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহিঁ[২] কয়ল[৩] অভিসার ॥

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু-পরশ রসে পরবশ রসবতি
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥
গুরুজন নয়ন- পাশগণ[৪] বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধূলি।
তাহা পয় মেলি চললি বর-রঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভূলি ॥[৫]
যত যত বিঘনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র[৬]।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥

প. ক.—১০০৪

১ ননিক।
২ তবহি।
৩ চলল।
৪ পাশগণ।
৫ পথহুখ গেলহি ভুলী।
৬ তন্ত্র।

টীকা—আতপ দহন বিথার—রৌদ্রের দাহ-বিস্তার। ননিক পুতলি—ননীর পুতুল। বিছুরল—বিস্মৃত হল। বিঘনি—বাধা। নয়ন পাশগণ বারণ—দৃষ্টিরূপ ক্ষেপণরজ্জুর নিবারণকারী। মারুত মণ্ডল—বাত্যাবর্ত। পয় মেলি—পা মিলিয়ে। রসময় তন্ত্র—নিগূঢ় রসবিষয়।

পদটি গ্রীষ্মকালীন দিবাভিসারের বর্ণনা।

৯

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন-রাতি ॥
ঐছন জলদ[১] কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥

চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি[২] বিথার॥
চৌদিশে অথির পবন করু[৩] দোল।
জগভরি শীকর-নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরি নগরপুর-বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥[৪]
যব ধনি[৫] কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস॥

প. ক.—৯৯৪

১ ঘোর।
২ মদন।
৩ ভরু।
৪ হেরি হেরি।
৫ এরপর অতিরিক্ত দু পংক্তি পদরত্নাকর ও পদরসসারে আছে—
জানলু গুণবতি পূর্ণফল সোই।
দুরদিন কাহুক শুভদিন হোই॥

টীকা—দিনমণি কাঁতি—সূর্যের জ্যোতি। নিয়ড়াহি—নিকটে। কোই—কেহ। নিরঙ্কুশ—নির্বাধ। আরতি-বিথার—বিস্তৃত বাসনা। দোল—দোলায়িত। শীকর নিকর—জলকণা। হিলোল—প্রবাহ। মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট—তু০ রবীন্দ্রনাথ—'আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে' ইত্যাদি।
পদটি বর্ষাকালীন দিবাভিসারের বর্ণনা।

১০

পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥[১]
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু ঝাঁপ।
জগজন শয়নে[২] নয়ন রহু ঝাঁপ॥

এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময় অভিসারল রাই॥
পরিহরি তৈছন[3] সুখময় শেজ।
উচকুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহু কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ॥

প. ক.—৩২৬

১ চৌদিকে হিম হিমকর বন্ধ।
২ নয়নে।
৩ তৈগনে।

টীকা—পোখলি—পৌষালি। হিমকর—চন্দ্র। কর‍্‍ বন্ধ—বাধা দিয়ে রেখেছে। ঝাঁপ—বন্ধ। লাই—সাগে। শেজ—শয্যা। উচকুচ কণ্চ‍ুক—উন্নত বক্ষের কাঁচলি। ভরমহি তেজ—ভুলে ত্যাগ করে। গোই—গোপন করে। ইথে—এতে। বিঘিনি—বিঘ্ন। নেহ—স্নেহ।

পদটি শীতকালীন জ্যোৎস্নাভিসারের বর্ণনা।

১১

কুন্দ-কুসুমে ভরু[1] কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥

চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর[২]॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করিয়ে পার॥
সুরত[৩]-শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

প. ক.—৩০৫

১ ভরি।
২ রস মহাপুরই।
৩ মুরতি।

টীকা—কবরিক—খোঁপার। রুচির—রমণীয়। ভরিপুর—পরিপূর্ণ। উজোরলি—উজ্জ্বল করল। রঙ্গ পুতলি—রাঙের পুতুল। রসমাহা বুরে—পারদের মধ্যে ডোবানো। সুরত-শিঙ্গার—শৃঙ্গার সজ্জা। কিরিতি সম ভাস—যশতুল্য শুভ্র কান্তি।
পদটি বসন্তকালীন শুক্লাভিসারের বর্ণনা।

১২

দেব-আরাধন-ছলে চলু গোরী।
সঙ্গহি সমবয় নবীন কিশোরী॥
চন্দন কুসুম আর ফুলমাল।
লেয়ল বহু উপহার রসাল॥

চলু বরনাগরী সঙ্গম মাহ।
সচকিত নয়নে দশদিক চাহ॥
ঐছন সময়ে নিবিড় বনমাঝ।
মীলল একলে নাগর রাজ[১]।
হেরি সুবদনি অতি হরষিত ভেলি।
কহ কবিশেখর দুহুঁ জন কেলি॥

পদরসসার—১০৯৯

১ বিদগধ রাজ।

টীকা—সঙ্গম—তীর্থক্ষেত্র।
পদটি তীর্থযাত্রাভিসারের বর্ণনা।

১৩

বেণু রবাকুলি উনমত পাগলি
গেহলি দেহলি তেজলি রে।
হরি অভিসারলি রভস বাঢ়াওলি
লোভলি আউলি সাজলি রে॥
ফুলশরে ফুটলি গজগতি ছুটলি
শ্রমজলে প্রতিতনু তীতলি রে।
সঙ্গিনী গণ মিলি বন পরবেশলি
শত শত সঙ্কট জিতলি রে॥
ব্রজপুরে ভেটলি গলে গলে মিললি
জীবন বলি বলি মানলি রে।
হরি উরে শূতলি মদন মতায়লি
পঞ্চম-শর হিয়ে হানলি রে॥

মঞ্জীর মেখলি বিরমি বজাওলি
নাহ লুবধ মন তোষলি রে।
পুন উঠি বৈঠলি নিধুবনে পৈঠলি
চন্দ্রশেখর রসে ভাসলি রে॥

—বৈ. প. (সাহিত্যসংসদ সং) ১০০১ পৃ.

টীকা—গেহলি দেহলি—গৃহ ও দেউড়ি। আউলি সাজলি—প্যাগলি সাজলি। তীতলি—সিক্ত হলি। জিতলি—জয় করলি। ভেটলি—প্রবেশ করলি। জীবন বলি বলি—জীবন সমর্পণযোগ্য। উরে—বক্ষে। মদন মতায়লি—প্রেমোম্মত্ত হলি। মঞ্জীর—নূপুর। মেখলি—কটিভূষণ। বিরমি—থেকে থেকে। নিধুবনে—মিলন কাননে। পৈঠলি—প্রবেশ করলি।

পদটি উন্মত্তাভিসারের বর্ণনা।

বাসকসজ্জিকা-উৎকণ্ঠিতা-বিপ্রলব্ধা

১

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি সচকিত[১] মনে।
ভূমে পড়ি যায় খেনে খেনে॥
কমল[২] পল্লব বিছাইয়া।
রহে পহু ধেয়ান করিয়া[৩]॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসকসজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বোলে কিছু চরণে ধরিয়া॥

প. ক.—৩৫৬

১ চমকিত।
২ কোমল।
৩ রহে গোরা ধেয়ান ধরিয়া।
পদটি বাসকসজ্জিকার গৌরচন্দ্রিকা।

২

প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানু মনে॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল।
ঘরের বাহিরে মুঞি আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন।
তাই মুঞি আইনু কুঞ্জবন॥

বেশ বনাইনু[১] কত মতে।
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা।
অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে।
কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে॥

গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)—১৯৮ পৃ.

১ বনাইল।

টীকা—স্বরূপের—স্বরূপ দামোদর; চৈতন্যের অন্ত্যলীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ভোরা—বিহ্বল। বঞ্চিল—কাটাল। কিন্তু—সন্দেহ-যোগ্য পাঠ।

পদটি বিপ্রলব্ধা পর্যায়ের গৌরচন্দ্রিকা॥

৩

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্॥
নাথ হরে। সীদতি রাধা বাস-ঘরে[১]॥
ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী॥
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া॥
মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্॥

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্॥

প. ক.—৩৫৯

১ গৃহে

হে নাথ, হরি! কুঞ্জগৃহে বিষণ্ণভাবে অবস্থান করতে করতে অধরমধুপানোৎসুক তোমাকেই রাধা দিকে দিকে সন্ধান করছেন। তোমার অভিসার-রসের আগ্রহে রাধা কয়েক পা চলেই ভূপাতিত হচ্ছেন। বিশদ মৃণাল ও কিশলয়বলয় পরিহিতা রাধা তোমার রতিকলার আশায় জীবিত আছেন। মুহুর্মুহু রাধা নিজের সজ্জালীলা দেখছেন এবং নিজেকেই মধুরিপু কৃষ্ণ বলে মনে করছেন। ত্বরিতগতিতে হরি এখনও কেন অভিসার করে আসছেন না, একথা বারংবার সখীকে বলছেন। হরি এসেছেন মনে করে জলধরতুল্য প্রগাঢ় অন্ধকারকেই রাধা কখনও কখনও আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন। পরক্ষণেই তোমার বিলম্ব দেখে লজ্জাহীনভাবে বাসকসজ্জায় সজ্জিত রাধা বিলাপ ও রোদন করছেন। রসিক-জনের মনে শ্রীজয়দেব কবির এই গান উদিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ সঞ্চার করুক।

৪

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজোরলুঁ
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥

শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

প. ক.—২৮২

টীকা—শেজ—শয্যা। তাম্বুল—পান। উজোরলুঁ—উজ্জ্বল করলাম। **মন্দির হইল আলা**—গৃহ আলোকিত হল। আন—অন্য। বঞ্চনা **করিয়া**—প্রতারণা করে। প্রবোধিব মনে—চিত্তকে সান্ত্বনা দিব। পদটি ভাষাভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাচিহ্ন বহন করে না।

৫

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব[১] মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে॥

দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরী
মিলব বঁধুর সনে॥

প. ক.—৩৪৫

১ মোর।

টীকা—মেঘ গরজনি—মেঘ গর্জন। শেজ—শয্যা। গোঙাব—কাটাব।

৬

পবনক পরশহিঁ বিচলিত পল্লব
শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে
জানল আয়ল কান॥
মাধব সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥
পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চীতে।
ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল
না বুঝিয়ে নাগর রীতে॥
নূপুর-রণিত- কলিত নব মাধুরী
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥

প. ক.—৩৩২

টীকা—সমুঝল—বুঝলাম। চতুরাই—চাতুর্য। ছাপাই—লুকিয়ে। চীতে —মনে। আগুসরি—অগ্রসর হয়ে।

পদটি পাঠান্তরে পদরসসার সংকলনে গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে।

৭

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি কি ফল[১] পাপ পরাণ।
যামিনী আধ- অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরিতি[২] অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল
ভাঙু-ভুজঙ্গিনী-পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন-গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তুহুঁ সংশয়[৩]
নিরসব রসিক মুরারি॥

প. ক.—৩৪৬

১ ভেল।
২ কানু সমাগম।
৩ গোবিন্দদাস কহ জীবইতে সংশয়।

টীকা—কুলিশ—বজ্র। বিঘিনি বিথার—বিঘ্ন বিস্তার। অবহুঁ—এখনও। যতএ—যতবিধ। অনরথ—অনর্থ। ভাঙু ভুজঙ্গিনী পাশে—ভ্রূ সর্পিণীর বন্ধনে। বিথারল—বিস্তার করল। গারি—গালি।

এ দুহুঁ সংশয়—কুঞ্জে মদনশরযাতনা ও গৃহের গুরুজনগঞ্জনা এই উভয় সংকট যা রাধার প্রাণসংশয়ের কারণ। নিরসব—**উপশম** করবেন।

৮

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিচয়ে[1] জানিলুঁ
নিঠুর পুরুখ[2] জাতি॥
মেঘ দুর দুর দাদুরীর বোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে॥
যতনে সাজাপু ফুলের সেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ-জ্বরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥

প. ক.—১৪৮

১ নিশ্চয়।
২ পুরুষ।
৩ দুরুদুর।

টীকা—দাদুরীর বোল—ব্যাঙের ডাক। ঝিঝা—ঝিল্লি বা ঝিঁঝি। বোলে—ডাকে। মোহ মোহ—ম' ম' করা।

৯

বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ।
কী ফল উপচারপুঞ্জ॥
কী ফল অন্ধ সমীপ।
উজোরলুঁ রতন প্রদীপ॥
গাথলুঁ মালতী মাল।
মরমে রহি গেল শাল॥
কি ফল চতুঃসম গন্ধে।
ভূষণ বেশ সুছন্দে॥
কাহে আনলুঁ সব থীর।
তাম্বুল সুবাসিত নীর॥
কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি॥

জ্ঞা. প. / ক. বি.—২৩৯

টীকা—উপচারপুঞ্জ—উপকরণসমূহ। শাল—শেল। চতুঃসমগন্ধ—কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের মিশ্রিতগন্ধ। উজাগরি রাতি—রাত্রি জাগরণ। লেউ শাতি—শান্তি নিলেন।

১০

তেজ সখি কানু-আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ[১] নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহিঁ ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি-মানিক[২] মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥

অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এছন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভায।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

প. ক.—৩৬৭

১ অবহু।
২ মণি মোতিক।

টীকা—ডারহ্—ঢাল। জিউ—জীবন। মোহে—আমাকে।

খণ্ডিতা-মানিনী-কলহান্তরিতা

১

মান-বিরহ-ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অখিল জীবের[১] মনলোচন-ফাঁদ॥
প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
কান্দিয়া কহে পুন[২] ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলুঁ[৩] কানু গুণনিধি॥
হইল মনের দুখ কি বলিব কায়।[৪]
মঝু মন জীবন[৫] কৈছে জুড়ায়॥
হেন রূপে তারল[৬] সব নরনারী।
রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি॥

প. ক.—৪৩২

১ জনের।
২ কহইতে গদ গদ।
৩ না ভজিলুঁ।
৪ কাহারে কহিব দুখ কেবা পাতিয়ায়।
৫ লোচন।
৬ এইরূপে উদ্ধারিলা।

টীকা—তপতহি লোর—উত্তপ্ত অশ্রু। ভোরা—উন্মত্ত।
ভণিতায় রাধামোহন বলছেন যে চৈতন্যস্পর্শবঞ্চিত তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।

২

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়ন-শরঘাতম্ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্ ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগম্ ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো রাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্ ॥

—গীতগোবিন্দ, ১০/১

যদি তুমি যৎকিঞ্চিৎ কথাও বল তা হলেই তোমার দন্তপংক্তির জ্যোৎস্নায় আমার অন্তরের ঘন অন্ধকার দূর হয়। তোমার মুখ-চন্দ্রের উৎসারিত অধরসুধা পানের জন্য আমার লোচন চকোরের ন্যায় উৎসুক।

হে চারুশীলা প্রিয়তমে, আমার প্রতি মান পরিহার কর। মদন-অনলে আমার মন সেই অবধি দগ্ধ হচ্ছে; তোমার মুখপদ্মের মধুপানের অনুমতি আমাকে দাও।

সত্যই যদি আমার উপর রাগ করে থাক, তবে হে সুদর্শনা, তোমার তীক্ষ্ণ নয়নবাণের আঘাতে আমাকে বিদ্ধ কর। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ও দশন-দংশনে খণ্ডিত করে যাতে তোমার সুখ হয় সেভাবে আমার শাস্তিবিধান কর।

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভবপারাবারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। আমার প্রাণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে তুমি যেন আমার প্রতি সদানুকূল থাকো। হে তন্বি! তোমার নীল নলিনাক্ষিযুগল যেন সম্প্রতি রক্তপদ্মের রূপ ধারণ করেছে। কুসুমশররূপে যেন তা আমার এই কৃষ্ণবর্ণকে অনুরঞ্জিত করে তুলতে পারে। তোমার হৃদয়দেশ শোভিত করে কুচকুম্ভের উপর নীল-মণিমঞ্জরী স্ফুরিত হোক। তোমার ঘন জঘনমণ্ডল শোভিত করে শব্দিত স্বর্ণমেখলা মদন নির্দেশকে সশব্দে ঘোষণা করুক। হে কোমলভাষিণী! তুমি যদি বল তাহলে আমার হৃদয়রঞ্জক, স্থলকমলগঞ্জনকারী শৃঙ্গাররঙ্গে পরম আনন্দদায়ক তোমার চরণদ্বয় সরস অলক্তরাগে রঞ্জিত করে দি। আমার কামগরলবিনাশকারী শিরোভূষণস্বরূপ তোমার উদার পদপল্লব আমাকে দাও; নিদারুণ কামানলে আমার অন্তর জ্বলছে, তোমার স্পর্শে আমার কামবিকার হরণ কর।

রাধার উদ্দেশে মুরারির এই সুন্দর চটুল কুশলী চাটুভাষণ যা পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি রচনা করলেন সেই আনন্দময় গীতি জয়লাভ করুক।

৩

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়্যাছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনলোভা॥

খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাড়ি কোঁচার বলনী।
রমণী-রমণ হৈয়া রঙ্গিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
অধর-দংশন-রাগ বদনে বিরাজে[১] ॥
চারিপাশে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥

প. ক.—৪০৩

১ এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে।

টীকা—বলনী—সজ্জা। সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ—সুরঞ্জিত আলতার রঙ। উরে—বুকে। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে পদটি গোপালদাস ভণিতায়।

৪

আকুল চিকুর[১] চূড়োপরি[২] চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দন-চান্দ মাহা মৃগমদ লাগল
তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্করদেবা।
জাগর-পুণ-ফলে প্রাতরে ভেটলুঁ
দূরহি দূরে রহু সেবা ॥
চন্দন-রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম-সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ[৩]
মনোরথ সঞে জরি গেল ॥
তবহুঁ[৪] বসন ধর কাহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।

গোবিন্দদাস কহই[৫] পর-অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি ॥

প. ক.—৪০৫

১ অলক।
২ চারু শিখী।
৩ মনমথ।
৪ কহ ইহ।

টীকা—আকুল চিকুর—এলোমেলো চুল। চূড়োপরি চন্দ্রক—শীর্ষলগ্ন শিখীচন্দ্র। জাগর-পুণফলে—রাত্রি জাগরণের পুণ্যফলে। ভেটলুঁ—দর্শন পেলাম। ভসম সম—ছাইয়ের মতো। জরি গেল—জ্বলে গেল। পর-অম্বর—পরিহিতাম্বর। লেখি না লেখি—লক্ষিত হয়েও লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ গণ্য না করলেও চলতে পারে এতই সূক্ষ্ম।

দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে পদটির উৎসরূপে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে—

চূড়াচন্দ্রকমণ্ডিতালকতটে সিন্দূরমুদ্রাশিখা
তদ্বচ্চন্দনচন্দ্রমধ্যবিলসৎকস্তুরিকালোচনং।
তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহনা দগ্ধঃ স মে মন্মথ-
স্তদ্দূরাৎ প্রণমাম্যমাধবমহো ত্বামপ্যদিগ্‌বাসম্‌ ॥

৫

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন
কেশরি জিনি মাঝ[১] খীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈল-সুতাকর চীন ॥
সুন্দরি অব তুহুঁ চণ্ডী-বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ ॥
কালিয় কুটিল ভাঙু-যুগ-ভঙ্গিম[২]
সম্বরু তাকর দম্ভ।

পশুপতি-দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥
দহন[৩] মনোভবে তোহি[৪] জিয়াওবি
ঈষত-হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব[৫]
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

প. ক.—৪০৬

১ মাঝা।
২ ভুজঙ্গম।
৩ মদন।
৪ তুহুঁ।
৫ খণ্ডয়ে।

টীকা—রোখে—রোষে। মাঝ খীণ—ক্ষীণ কটি। চীন—চিহ্ন বা লক্ষণ। বিভঙ্গ—মূর্তি। কিঙ্কর—দাস। ভাঙু যুগ ভঙ্গিম—ভ্রূযুগলের ভঙ্গী। সম্বরু—সম্বরণ কর। দোখে—দোষে। পশুপতি—শিব বা গোপালক। নাহি সমুঝিয়ে—বুঝি না। বাদ সব খণ্ডব—সকল বিবাদ খণ্ডিত হবে।

বর্তমান পদটির সংস্কৃত উৎস শ্লোকটি সংকীর্তনামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে—

গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ
কাঠিন্যাদ্বিদিতাদ্রিরাজতনয় কালী ভ্রূবোর্ভঙ্গতঃ।
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্দ্ধাঙ্গমঙ্গীকুরু ॥

৬

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি ॥
অধরহিঁ কাজর তোর[১]।
বদন মলিন ভেল মোর ॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ॥

কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন-অভিলাষ।
তুহুঁ কহ[২] গদগদ ভাষ॥
সবে[৩] নহ তনু তনুসঙ্গ॥
হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম-অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

প. ক.—৪২৩

১ জোর।
২ ভেলি।
৩ অব।

টীকা—উজাগরি—জাগ্রত। নহ তনু তনুসঙ্গ—দেহের সঙ্গে দেহের মিল নেই। অতয়ে—অতএব। বাস—গৃহে। প্রথম ছয় চরণে অসংগতি অলংকার।

সংকীর্তনামৃতে বর্তমান পদের উৎসরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

তৎপীনোরসি পাণিজক্ষমিতো জাজ্জ্বল্যতে মে মনঃ
তদ্‌বিম্বাধরচুম্বিকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখং।
যামিন্যাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোনায়মানে ততো
দেহার্ধং কিমু যাচসে হি ভগবন্নৈকৈব যন্নৌ তনুঃ॥

গীতগোবিন্দের নিম্নোক্ত পদাংশের মধ্যেও পদটির প্রেরণা লক্ষণীয়—

দশন পদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্‌।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্‌॥

৭

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব[১] কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে[২] গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ রস[৩] এহ॥

ভামিনি[৪] মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি[৫]
দিনহিঁ তরুণী দিঠি মন্দ॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখ নিন্দসি
সিন্দূর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনি
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

প. ক.—৪২৪

১ ঘন।
২ কাহে।
৩ পদ।
৪ সুন্দরি।
৫ গঞ্জসি।

টীকা— রেহ—রেখা। দোখ—দোষ। যাবক—আলতা। ভানে—মনে করে। সম্বাদে—সংবাদে। পরিবাদসি—দোষ দিচ্ছ।

বর্তমান পদেরও উৎসশ্লোকটি দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাতাতিরিয়ং
ন লাক্ষাস্তঃক্রুরে পরিচিনু গিরৈগৈরিকমিদম্।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেহপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতাস্থিতিরভূৎ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি (নায়কভেদ)

৮

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে॥
তোহারি হৃদয় অধিদেবী।
তাকর[১] চরণ যাহ সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
তর্তাহিঁ করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কী ফল মুগধিনি ঠাম॥
এত কহুঁ[২] গদ-গদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

প. ক.—৩৭৪

১ তাক।
২ কহ।

টীকা—কান্দায়সি—কাঁদাচ্ছ। ঠামে—স্থানে। তাকর—তার। যাবক—আলতা। তর্তাহি—সেখানে।

৯

কত কত অনুনয় করু বর নাহ।
ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে[১] কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে[২] চমকিত চীত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি[৩] বদন পুন জোয়॥

বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জয় মান॥

প. ক.—৫১২

১ বিলাসয়ে।
২ নিঃসরে।
৩ খাড়ি।

টীকা—পালটি না চাহ—ফিরেও চাইল না। ঠাঁড়—দাঁড়িয়ে। জোয়—একদৃষ্টে দেখে।<জোষ, জোখ—পরিমাপ করা।

১০

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতুলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে॥[১]
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি[২] তোমার চরণের ধূলি[৩]॥
তুয়া রূপ[৪] নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন[৫] তুয়া পরচিত্ত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম[৬]॥

প. ক.—৫১৩

১ এরপর পদরত্নাকরে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
রাই কত পরখসি মোরে। আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
২ সাধ।
৩ তুয়া চরণ অঙ্গুলি।
৪ মুখ।
৫ খঞ্জন।
৬ জানে কার মন / জানিবে কারণ।

টীকা—পীতিপিন্ধন—পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান। ভেল ভোর—বিভোর হল। আগলি—অগ্রবর্তী।

১১

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদুহাসি॥
আনন্দমন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মুরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

প. ক.—২৯৫৫

টীকা—বাঞ্ছাকল্পলতা—কামনার কল্পলতিকা। সুখময় ধাম—সুখদায়ী মূর্তি। পাসরিব—ভুলব। কলেবর—দেহ। প্রাণের গুরুতর—প্রাণাধিক।

পদটির কবিত্বময় ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধে।

১২

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
চরণযুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই না পার॥

মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠয়ে নাগর কান॥
চরণ ঠেলি চলি[১] যায়ত রাই।
বলরাম দাস কানু মুখ চাই॥

প. ক.—৪১৪

জনি।

টীকা—পরসাদ—প্রসাদ বা প্রসন্নতা। লোর—অশ্রু। পসারল—প্রসারিত করল। করু পরিহার—মিনতি করে। রোই রোই—কাঁদিতে কাঁদিতে। নাহ—নাথ।

১৩

প্রেম-আগুনি মনহিঁ গুণি গুণি
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন-পঞ্জর[১] কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রস কণ[২] লাগি॥
কি ফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি।
তুহুঁ সে জলধর অঙ্গে শোহসি
যৈছন[৩] দামিনী গোরী॥
নওল-কিশলয়- বলয় মলয়জ
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
শয়নে ছটফটি লুঠই মহীতলে
তো বিনু দহ দহ গাত॥
জানি পুন পুন সো পিয়া পরিখন
যোই পূজে পাঁচবাণ।
রায় চম্পতি[৪] ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

প. ক.—৫৩৮

১ কুঞ্জয়।
২ পরশক।
৩ জলদ।
৪ প্রতাপাদিত্য / প্রতি আদিত।

টীকা—মদন পঞ্জর—কামকারাগারে বা প্রেমপিঞ্জরে। যোই—পুঁথিতে সোই।

পদের ভণিতায় গোবিন্দদাস রাজা প্রতাপাদিত্যকে অথবা "ক্ষণদা" পাঠান্তরে কবি-বন্ধু রায় চম্পতিকে এ গানের রসগ্রাহক বলে বর্ণনা করেছেন।

১৪

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব[১] পেশল জনি॥
এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ[২] জনি॥
ন খোজলুঁ দূতি[৩] ন খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত[৪] পাঁচবাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্ধন-রুদ্র-নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

প. ক.—৫৭৬

১ মনভব।
২ বিছুরল।
৩ দোতি।
৪ মধ্যেত।

টীকা—পহিলহি—প্রথমে। নয়ন ভঙ্গ—চোখের দেখায়। অবধি—শেষ। রমণ—পুরুষ। মনোভাব—মদন। পেশল—পেষণ ক'রে একীভূত করলে, ফলে নারী-পুরুষ ভেদভাব তিরোহিত হ'ল। কানু ঠামে—কৃষ্ণসমীপে। বিছুরহ জানি—সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়ে গেছে। মধ্যত—মধ্যস্থ।

উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র নামাঙ্কিত এই কলহান্তরিতার পদটি গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাধ্যসাধন তত্ত্বালোচনার শেষে রায় রামানন্দ গেয়েছিলেন বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত।

১৫

চরণ নখর-মণি-রঞ্জন ছান্দ।
ধরণি লোটায়ল গোকুল চান্দ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ তিমির এত বৈরি কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভাণ॥
নারি জনমে হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভালে সমুঝাই॥

প. ক.—৪৫২

পদটি বাঙালি বিদ্যাপতির। সঙ্কীতনামৃতেও পদটি নিম্নলিখিতভাবে ছোট বিদ্যাপাত কবিরঞ্জনের ভণিতায় আছে—

কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
প্রেম অমিয়ারসে লুবধ মুরারি॥

টীকা—চরণ নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ—শ্রীমতীর চরণের নখররূপ মণিকে-রঞ্জিত করার জন্যই যেন কৃষ্ণ-চন্দ্র পদতলে লুণ্ঠিত হলেন।

রোখ তিমির—রোষান্ধকার। গৈরিক ভাণ—গিরি-মাটি মনে হল। ভাগি—ভাগ্য। ভালে সমুঝাই—ভাল করে বুঝেও।

১৬

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
ঝাঁপলি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহিঁ দেখবি ইহ রঙ্গে॥
মা গো কিয়ে ইহ জীদ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পাওরি উতারব পার॥
শ্যামর ঝামর মলিন নলিন মুখ[১]
ঝরঝর[২] নয়নক নীর[৩]।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থীর[৪]॥
সাধি সাধি ছরমে ঘরমে মহাবিকল
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।
মনমথ-দাহ[৫] দহনে মন ধসি গেও
রোখে চলল নিজ বাস॥
অবিরোধি প্রেম পন্থ তুহুঁ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ॥
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি পরে নাহি চাহ॥

প. ক.—৪৬৮

১ মলিন মুখমণ্ডল।
২ ঝরই।
৩ লোর।
৪ খোর।
৫ হেরইতে খাক্প।

টীকা—জিউ—জীবন। জরি—জলে। প্যাওরি—পায়ে। প্যার—পারব। উতারব—নামাবে। পায়ে মানের বিষ নামাবে। ছরমে—শ্রমে। অবিরোধি—বাধাহীন। হামারি—আমার দিকে।

পল্লব, ভুজঙ্গ প্রভৃতি উপমান যোগে সাঙ্গরূপক অলংকার।

১৭

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলুঁ[১]
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে[২] বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপিনী জগ মাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল[৩]
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক নেহ॥

প. ক.—৪৫৩

১ জানলুঁ।
২ আদরে সাধি।
৩ ভাঙ্গল।

টীকা—পহিলে—প্রথমে। আদর সাধে—সমাদর প্রত্যাশায়। বাদ—বিবাদ। তা সঞে—তাঁর সঙ্গে। জগ মাহ—জগতের মধ্যে। তাকর—তাঁর। ভাগল—দূর হল। ঐছন—ঐরূপ। নেহ—স্নেহ।

১৮

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান[১]।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ॥
যো মঝু চরণ- পরশ-রস লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জরজর
পরশ[২] পরশসম ভেল॥
সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপলুঁ কাণ।
গোবিন্দদাস সরস-বচনামৃতে[৪]
পুন বাহুড়ায়ব কান॥

প. ক.—৪৩৪

১ পুন জনি হেরই কান।
২ দরশ।
৩ হেরলুঁ পুন।
৪ কহই ধনি বিরমহ।

টীকা—কোই—কেহ। জনি হেরই—যেন না দেখে। অতএ—অতএব। অব—এখনও। নাহি নিকসয়ে—বের হচ্ছে না। কেল—করল। পরশসম—স্পর্শমণিসদৃশ দুর্লভ। সমুঝায়ল—বোঝাল। না রোপলুঁ—আরোপ করলাম না। বাহুড়ায়ব—ফেরাব (<ব্যাঘুট্ট)।

১৭

যাকর চরণ- নখর-রুচি হেরইতে
মুরছিত কতকোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী[১] লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজ-কুল-নন্দন- চান্দ উপেখলুঁ
দারুণ মানকি লাগি॥
কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনলুঁ[২]
অব হিয়ে তুষ-দহ[৩] দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাহাঁ রহু কাহাঁ করু[৪]
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহ শুন বরনাগরি[৬]
সো পহুঁ তোহারি অদূর[৭]॥

প. ক.—৪৫৩

১ ধূলি।
২ সো হাম বচন শ্রবণে নাহি শুনলুঁ।
৩ তুষানলে।
৪ কৈসে হৃদয় ধরো কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ করো।
৫ দরশন লাগি।
৬ গোবিন্দদাস যব আনি মিলায়ব।
৭ তবহি মনোরথ পূর।

টীকা—পালটি—ফিরে। দীঠে—দৃষ্টিতে। মীঠ—মিষ্ট। নাহ—নাথ। তুষদহ দাহ—তুষাগ্নি দহন। সোঙরি—স্মরণ করে। ঝুর—কাঁদে।

২০

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপন কহই দোষ শত
মানই করম-অভাগে॥
দেখ রাধামাধব প্রীত।
দুহুঁ কর নিজ নিজ গুণ বাঢ়ায়ত
দুহুঁ জন নিজ নিজ রীত॥
সুমুখী কহত কাহে মোহে বিড়ম্বহ[১]
হাম তুয়া মুগধিনি নারী।
তুহুঁ সে রসিক বর বিদগধ নাগর
নাগরি-জন মনোহারি॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু কয়ল ধনি কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর॥

প. ক.—৪৪৯

১ বিড়ম্বসি।

টীকা—পসারই—প্রসারিত করে। নয়ন লোরে ঝাঁপল—চোখ জলে আবৃত হল। কোর—কোলে। ভোর—বিহ্বল।

দানলীলা ও নৌকালীলা

১

হের দেখ নব নব   গৌরাঙ্গ মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ   ঘাম কুল সঞ্চরু
যৈছন মোতিক দাম॥
নয়নহি নীর বহ   কম্পহি থির নহ
হাসি কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে   ঘর সঙে আয়লুঁ
ঠেকিলু শ্যামর হাত॥
বেশক উচিত   দান কভু না শুনিয়ে
কাহাঁ শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন   গোবর্ধন বন[১]
লুটবি তুহুঁ বাটপার॥
কো ইহ ভাব   ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে   আনন্দ ডুবব
ও রসমাধুরি দেখি॥

প. ক.—১৩৩১

১ বন সে গোবর্ধন।

টীকা—যৈছন মোতিক দাম—যেন মুক্তার মালা। দান—বিক্রয়-কর। বাটপার—ডাকাত (<বর্ত্মপাত)। ভরমাইত—ভ্রমায়িত, ঘূর্ণ্যমান। পাটল—রক্তবর্ণ।

২

সুন্দরি রাধা সুন সমুখে
পুছোঁ মোএঁ হৃষীকেশে।
কথাঁ না বসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমণ দেশে ॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাওঁ মো বিকে।
শুলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোন বথু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা ॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমন কারণে কাহ্নাঞিঁ
চাহ এহার বিচারা ॥
তোএঁ না জানসি মোএঁ মাহাদানী
এ দান সব আহ্মারে।
ভাঙে ষোল পণ দিআঁ মহাদান
চল মথুরা নগরে ॥
বিথর কালে বিথর শুণী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদানী ॥
আজলী রাধা তো আবালী বড়ী
হেন পাঞ্জী পরমাণে।

আপন চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহ দান
রাখহ আপণ মাণে ॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দানখণ্ড

টীকা—কিকে—কিজন্য। বিকে—বিক্রয়ের জন্য। ওলাহা—নামাও। বথু—বস্তু। কমন—কেমন বা কোন। মাহাদানী—কর সংগ্রহকারী প্রধান। বিথর—বিস্তর। আনেক সমএ—এতকাল পরে। আজলী—ঋজু বোকা। আবালী বড়ী—বড়োই খুকি। পাঞ্জী পরমাণে—পাঁজি প্রমাণে।

পদটি যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার সংলাপ অনুযায়ী সজ্জিত।

৩

আহির রমণী যত চালাঞা বাহির পথ
আপনে যাইছ আন ছলে।
বাহু নাড়া দিয়া যাও দানী পানে নাহি চাও
এত না গরব কার বলে[১] ॥
হেদে লো কিশোরি গোরি শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া তবে হাসিয়া বোলয়ে সভে
কিবা দান কহ দেখি কান ॥
পুন হাসি কহে বাণী শুন ওহে বিনোদিনী
অল্প নিব তোহারি পিরিতে।
পীত-বাস কাম-রায় সে বা যত দান চায়
তাহা তুমি[২] না পারিবে দিতে ॥
গলে গজমোতি হার একলক্ষ দান তার
দুই লক্ষ সিঁথার সিন্দূর।
তিন লক্ষ কেশ পাশ দান মাগে পীতবাস
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর ॥

কুসুম কবরী ঝুরি পাঁচলক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজসেবা কাঁচুলীতে লুকা কিবা
দেখাইঞা করাও পরতীত॥
কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কান
অন্ত হইলে আমি ভালে জানি।
যদি পুন হেন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল[৩]
হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥

প. ক.—১৩৩৮

১ বোলে।
২ পুন।
৩ তবে পাবে প্রতিফল।

টীকা—আহির—আভীর বা গোপ। পীতবাস কাম রায়—হলুদবসন মদন রাজা।

পদটিতে নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকের ছায়া লক্ষণীয়—

ক্ব যাসি দানীত্যপি নৈব পশ্যসি দৃগঞ্চলেনাপি গজেন্দ্রগামিনি।
কিমঞ্চলেনাপিহিতং কিশোরি মে তদাকলয্যাশু করঃ প্রদীয়তাম্॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডের পদের সঙ্গেও পদটি তুলনীয়।

৪

হেদে লো বিনোদিনী এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি।
এ ভর ছুপর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রম ভরে আউলাইল কবরী॥
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।

তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও[1] ছাড়িয়া ॥
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনী।
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়
শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি ॥

প. ক—১৪০৩

১ দেও।

টীকা—হেদে—ওহে। বোলে—কথায়। আউলাইল—এলিয়ে গেল। গোঙারের—গোঁয়ার বা ডাকাতের (<গ্রাম্যকার)। লাগি—সুযোগ।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের 'পসারিনী' কবিতায় এই পদটির প্রভাব লক্ষণীয়।

৫

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হৈয়া রাজবালা সনে
না জানি কিসের রঙ্গ ॥
গিরি গিয়া যদি আরাধনা কর
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে শরণ শৈলজা
পূজা কর একভাবে ॥
জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে
সঙ্কটে কামনা কর।
তবু বৃষভানু নন্দিনী-নিচোল
অঞ্চল ছুঁইতে নার ॥

অলপে অলপে সঘনে সঘনে
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ থাকিতে হিয়ার
হারে বাড়াইছ দিঠ॥
মদনে আকুল আপন দুকুল
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত নহিলে
কি লাগি বাহু পসার॥

প. ক.—১৩৪১

টীকা—শৈলজা—পার্বতী। জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে—গঙ্গাসাগরে। আপন দুকুল—নিজের পিতৃমাতৃকুল। পসার—প্রসারিত কর। পদটি পদকল্পতরুতে ভিন্নরূপে গোবিন্দদাসের ভণিতায় থাকলেও পদামৃত-লহরীতে পদটির এই পাঠ জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে পদটির ভণিতা এরকম—

গোবিন্দদাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যেই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ॥

৬

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ গিরি কোর[১]।
সুন্দর বদন ছবি কনক ধুম পিবি
ততহিঁ তপত জিউ[২] মোর॥
সুন্দরি তোহারি চরণযুগ[৩] ছোড়ি।
গোরি আরাধনে কাহা চলি যাওব
তুহুঁ সে তিরিথময়ি গোরি॥

সিন্দুর সুন্দর মৃগমদ পরশল
এহি সুরজ গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ- রাজহি সোপলুঁ
সুন্দরি সহস্র[৪] পরাণি॥
কাম সাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি[৫] অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

প. ক.—১৩৪২

১ জোর।
২ মন।
৩ নিয়ড় অব।
৪ সহজ।
৫ বোল।

টীকা—বেণি—ত্রিবেণী (তিনছড়া হার যেন বুকে ত্রিবেণীর সৃষ্টি করেছে।) বদরিকাশ্রম—হিমালয়ের অন্তর্বর্তী তীর্থ। (এক্ষেত্রে কুচগিরির আশ্রয়)। কনক ধূম—অগ্নিশিখাবাহিত স্বর্ণবর্ণের ধোঁয়া (এক্ষেত্রে গৌর মুখের আভা)।

৭

মথুরার হাট হৈতে ফিরিয়া আসিতে পথে
কানে কানে বহিছে যমুনা।
কুমারের চাক যেন ঘুরণি উঠিছে হেন
দেখি সভে হৈল বিমনা॥
(বড়াই) কহ কি উপায়ে হৈব পার।
সাঁতারের নদী নয় নামিতে লাগিছে ভয়
দেখি প্রাণ কাঁপিছে আমার॥

জল নহে কালো মেঘ পবন জিনিয়া বেগ
দেখি তনু কাঁপয়ে তরাসে।
ভুজঙ্গ কুম্ভীর ভাসে মীন পালায় ত্রাসে
নামি ইথে কেমন সাহসে॥
এক হাঁটু জল দেখি এখন গিয়াছি বিকি
কোথা হৈতে আল্য এত পানি।
হেন সভে অনুমানি জপিয়া সে মন্ত্রখানি
এতখানি কৈল সেই দানী॥
প্রণাম তাহার পায় তাই দিব যাহা চায়
কৃপা করি পার করুক আনি।
যত্নাথ দাস বোলে তরী সাজি হেন বেলে
দিল দেখা গোকুলের মণি॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—২৯৩

টীকা—কানে কানে—কানায় কানায়। কুমারের চাক—মৃৎপাত্রনির্মাতার চাকা। বিকি—বিক্রয় করে।

৮

মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাহি কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চাপিলুঁ [1] কেনে নায়॥
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।

ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি থির হৈয়া থাক দেখি[২]
এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥

প. ক.—১৪১১

১ উঠিনু।
২ তুমি।

টীকা—মানসগঙ্গা—গোবর্ধন গ্রামের বিশাল দিঘি ; অর্থপ্রসারে যমুনা। বাহিবার সন্ধান—নৌচালনার কৌশল। দে—দেহ। কোরে—কোলে। পরমাদ—প্রমাদ বা বিপর্যস্ত।

৯

ভুবন মোহন শ্যামচন্দ্র।
ভানুসুতা পানে চায় হাসি হাসি কথা কয়
শুন শুন যুবতীর বৃন্দ ॥
জলের ঘুরণি বড় তরণী আমার দড়
অশ্ব গজ কত নর নারী।
দেবতা গন্ধর্ব যত পার করি শত শত
যুবতী যৌবন ইথে ভারি ॥
উমড়িয়া শ্যাম মেঘে ফিরি দেখ চারি দিগে
পবনে কাঁপয়ে সব তনু।
ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল
তরুণী তরণী ভার তনু ॥
আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর
বসন ভূষণ ভার ছাড়।

নাবিকের বেতন দাও সঘনে তরণী বাও
নহে সবে গোবিন্দ সঙর ॥
শুনি সুবদনি কয় আগে পার করি দাও
পাছে দিব যে হয় উচিত ।
জ্ঞানদাস কহে বাণি আগে দিলে ভালে জানি
পাছে হয় হিতে বিপরীত ॥

পদামৃতমাধুরী—৫/৩৮১

টীকা—দড়—দৃঢ় । কেরোয়াল—দাঁড় । সঙর—স্মরণ কর ।

১০

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ ।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ ॥
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ ।
অধ নদী গেলেঁ পুণি রহে খর বাএ ॥
রাধাএঁ বুলিল কাহ্ন ঝাঁট বাহি যা ।
ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥
ত্বুতরত পার কর একবার কাহ্ন ।
পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন ॥
নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদর ।
দুগুণ বাঢ়িল রাধিকার মনে ডর ॥
কাহ্নের মনত ভৈল মদন বিকার ।
ছল করি টানিলেক রাধার পসার ॥
তখন ছড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল ।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিকে মাঙ্গে কোল ॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জানে ।
বড়ায়ি জানিলে জানে কংস আইহণে ॥

এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞি মনের হরিষে।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাসে॥
আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞ রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড

টীকা—পাতল কৈল—দেহ আভরণাদি মুক্ত করলে। রাধাএঁ—রাধা+এন। হালে—শিথিল বা কম্পিত হয়। দুতরত—দুস্তর+ত। টালিলেক—উলটে ফেললে। বাসলী—বিশালাক্ষী, বজ্রেশ্বরী।

রাসলীলা

১

নাচত গৌর রাস-রস অন্তর
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ-সমাজ রমণীগণ যৈছন
তৈছন অভিনয়-রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর-দ্বিজরাজ॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি মাদল[১] সুবাজত
ঝুনু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণা মৃদঙ্গ[২] মণ্ডল
সুমিলিত কর করতাল॥
এ হেন আনন্দ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
নিরুপম প্রেম-বিলাস।
ও সুখ সিন্ধু পরশ কিয়ে পাওব
কহ রাধামোহন দাস॥

প. ক.—১২৫৪

১ আর সব।
২ অরু।

টীকা—রবাব (ফা°)—সেতারজাতীয় (রুদ্রবীণা)। মৃদঙ্গ—খোল।

২

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে।
মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

উন্মদমদনমনোরথ-পথিকবধূজনজনিত-বিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে॥
মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে॥
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে॥
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে॥
মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।[১]
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ॥
স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভনপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্॥

—গীতগোবিন্দ, ১/৩

১ নবমালতিজাতি-সুগন্ধৌ।

টীকা—লবঙ্গলতা—যূইলতা। করম্বিত—গুম্ফিত। রভস—বেগ। কেশর—বকুল। শিলীমুখ—ভ্রমর। করুণ—লেবুফুল। নিকৃন্তন—সংহারক। কুন্ত—বল্লম। আশা—দিক্। নবমালিকা—নেয়ালি ফুল। অতিমুক্তলতা—মাধবী। চূত—আম্র।

ভাগবতে শারদীয় রাসে গোপীসহ কৃষ্ণের নৃত্যাদি, এখানে বাসন্তরাস বর্ণিত।

৩

পীতবস্ত্র[১] পরিধান দেব বনমালী।
নূতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজুলি॥
নীলমণি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।[৩]
তার মাঝে শোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥

চিত্রগতি চলে যেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া যুবতিগণ স্থির নহে মন॥
কামেতে পীড়িত চিন্তে কৃষ্ণের চরণ।
কেমতে প্রকারে পাই নন্দের নন্দন॥
মদন দগধে সব যুবতি সমাজ।
স্বামীরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ॥
রাত্রিদিনে গোপীর গোবিন্দে হৈল মতি।[৩]
গৃহকর্ম ছাড়িলেক সকল যুবতি॥
কোথা আছে গোবিন্দাই কোন তাঁর ঠাঞি।
কোন প্রকারে তাঁর দরশন পাই॥
হেন মতে গোবিন্দে চিন্তে গোপিগণ।
অন্তর্যামিনী গোঁসাঞি জানিলা তখন॥[৪]
জানিঞাত গোঁসাঞি পাতি যোগমায়া।
করিব ত রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে গিয়া॥
লড়িলা যমুনাতীরে সুন্দর কানাই।
নানা পুষ্প বৃক্ষলতা আছয়ে তথাই॥
একচিত্তে শুন নর সংসার-তারণ।
গুণরাজখান বলে বন্দি নারায়ণ॥

—শ্রীকৃষ্ণবিজয়

১ পীতধড়া।

২ মুকুর জিনিয়া তাঁর মুখানি অনুপাম।

বা নীলমণি দর্পণ যেন মুখ নিরমাণ।

৩ রাত্রিদিন গোপবধূর অন্য নাহি মতি।

৪ সভাকার প্রাণ প্রভু জানিলা তখন।

টীকা—লড়িলা—এলেন। লড়্ ধাতু চলনে। গুণরাজ খান—মালাধর বসুর উপাধি।

৪

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত[১] রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি[২]।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু[৩]
একু কুণ্ডল ডোলনি[৪]॥
শিথিল ছন্দ নিবিক[৫] বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি।
ততহি বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে[৬] মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস গাহনি[৭]॥

প. ক.—১২৫৫

১ হেরই।
২ খুরলি কনক লোলনি।
৩ মঞ্জীর এক।
৪ দোলনি।
৫ নীবি নিবন্ধ।
৬ ঐছনে।
৭ গাওলি / গায়নি।

টীকা—ভোরণি—বিহবল, মূর্ছিত। মনহি মনহি—মনে মনে। আপনা সোঁপি—আত্মসমর্পণ করে। বিসরি—বিস্মৃত হয়ে। বাহে—বাহুতে। ডোলনি—দোলানো। নিবিক বন্ধ—কটিবন্ধন। রসন চোলি—মেখলা ও ওড়না। লোলনি—আলুলায়িত।

বর্তমান পদটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের অন্তর্গত ২৯ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যস্তবস্ত্রাভরণার ছায়াবলম্বনে রচিত।

৫

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু-গাহনি।
পুছত সবক[১] গমন-খেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন[২] রজনি ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি[৩] কানন ওর
থোর নহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরিবন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ

মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ
বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনী ॥
কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জ ভরল কুসুমপাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি[৪] ।
এতহুঁ কহত[৫] না কহ কোই
রাখত কাহে মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই[৬]
গোবিন্দদাস গাহনি ॥

প. ক.—১২৫৬

১ সকল।
২ হেরত ঐছে।
৩ আয়লি।
৪ শোভনী।
৫ এতহি কহি।
৬ কোহি না হোই।

টীকা—প্রেম সিন্ধু গাহনি—গোপীদের প্রেমসমুদ্রে অবগাহনে ইচ্ছুক। গমন খেম—আগমনের কুশল। কীয়ে করব প্রেম—কোন প্রীতি-পূর্ণ আচরণ করব। কানন ওর—উদ্যান প্রান্ত। থোর নহত কাহিনী—সামান্য কথা নয়। বিশিখ বাহিনী—তীরন্দাজ দস্যুর দল। সাহনি—অভিলাষিণী (সাধনি)। গোই—গোপন।

পদটিতে শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে কৃষ্ণের গোপী-পরীক্ষণ ব্যঞ্জিত।

তুলনীয়—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কিচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্ ॥

১০/২৯/১৭

৬

হরি হে বুঝলো তুহু বর নিদয়া ।
নিকরুণ বাণী বাণে মরম হানি
দারল হামাকেরি হৃদয়া ॥
পতি সুত সব অব ছোড়ি পরল নাথ
তব্ধ পদপঙ্কজ আগ ।
ভকত কাপাল গোপাল তেরি কৈসে
টুটল নব অনুরাগ ॥
তুহুঁ যিনি মাধব দেহা নাহি রাখব
বিরহিণী ছোড়ব প্রাণ ।
ন করহু নৈরাশা তুহু জগতাবাসা
কৃষ্ণকিঙ্করে এহু ভাণ ॥

—কেলিগোপাল

টীকা—দারল—বিদারণ করলে। কাপাল—সর্বত্যাগী। কৃষ্ণকিংকর—কবি শংকর দেব।

৭

দেখ রে সখি শ্যাম-চন্দ্র ইন্দুবদনী-রাধিকা ।
বিবিধ ছন্দ[১] যুবতীবৃন্দ গাওয়ে রাগমালিকা ॥
মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন কুসুম-গন্ধ-মাধুরী ।
মদনরাজ রভস মাঝ[২] ভ্রমরা ভ্রমরি চাতুরী ॥
তরল তাল গতি দুলাল নাচে নটিনী নটনশূর ।
প্রাণনাথ করত হাত রাই তাহে অধিক পূর ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর কেহু রহত কাহুক কোর ।
জ্ঞানদাস কহত রাস যৈছে[৩] জলদে বিজুরি জোর ॥

প. ক.—১০৬৬

১ যন্ত্র।

২ নব সমাজ।

৩ যৈছন।

টীকা—বিবিধ ছন্দ—নানা ঢঙ। রাগ মালিকা—মালিকা রাগ বা রাগ-মালা। নটনশ্বর—নট দেবতা। অধিক পূর—বেশী আনন্দপূর্ণ। জোর—যুক্ত।

৮

সকল রমণীগণ ছোড়ি বর নাগর
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই
কেশবেশ করি দেল॥
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন
কান্ধে চড়ব মন কেল।
বুঝইতে ঐছে[১] বচন বহু-বল্লভ
নিজ তনু অলখিত ভেল॥
না দেখিয়া নাহ তাহিঁ ধনি রোয়ত
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ রমণীগণ[২] না দেখিয়া মন দুখে
ভাসল বিরহ হিলোলে॥
উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া
হেরল রোদতি রাধা।
সখিগণ মেলি ধরণী পর লুঠই
উদ্ধবদাস চিতে বাধা॥

প. ক.—১২৬২

১ ঐছন।

২ ব্রজচান্দ রমণ।

টীকা—তোড়ই—ছিঁড়ে। হিলোলে—তরঙ্গে।

কৃষ্ণের অদর্শনে রাধা ও ব্রজগোপীদের বিলাপাংশ ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয়—

অন্বেষ্যন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যো বিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং সখীং॥
হা নাথ রমণশ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং॥

৯

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমর ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুই[১] লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয়[২] গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি[৩] নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই মুখ ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥

কুসুমিত বৃন্দাবন কলপ-তরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম মনোরথ পুর॥

প. ক.—১০৭৮

১ কিবা রূপ।
২ পহুঁ।
৩ জোড়ি।

টীকা—রতনে খচিত হেম—মণিখচিত স্বর্ণতুল্য।

১০

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
আলুয়্যা আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণ নাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনি চাঁদ বদনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে রতন বেশর[১]
হাসিখানি তাহে মিশা[২]॥
পরিহাস[৩] করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ[৪] ভণে॥

প. ক.—১০৮১

১ নাকের নিশ্বাসে বেশর দুলিছে।

২ মুখে হাসি আছে মিশা।

৩ অনুমান।

টীকা—বা—বাহ, বাহা।

পদটি কীর্তনানন্দে গোবিন্দদাসের ভণিতায় ও পদরসসারে চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। কিন্তু পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর অধিকাংশ পুঁথিতে জগন্নাথ দাসের ভণিতা আছে।

বর্তমান পদটি স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকা-বর্ণন সমন্বিত।

সম্ভোগ ও রসোদ্গার

১

আরে মোর গৌরকিশোর।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর॥
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে[১] ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহই সরস রস[২] বিরস বয়ান॥
চকিত-নয়নে পহু চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে[৩] না যায়।
এ রাধামোহন পহু গোরাগুণ গায়॥

প. ক.—১০৯২

১ রসালসে।
২ কহইতে রস রস।
৩ বুঝন।
৪ চকিত হৃদয়।

টীকা—রজনী-বিলাস-রস-ভাবে—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৈশকেলির রসভাবনায়।

২

সখি হে কি কহব বচন না ফুর।
সপন কি পরতেখ কহই[১] না পারিয়ে
কিয়ে অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতা তলে তিমির সম্ভায়ল[২]
আঁতরে সুরধুনি-ধারা।

তরল তিমির শশি সূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু[৩] তারা ॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে ॥
প্রলয়-পয়োধি জলে জনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ-অবসানে।
কো বিপরীত[৪] কথা পাতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥

প. ক.—১০১৬

১ লখই।
২ জলদ সম্ভোজল।
৩ সঞ্চরু।
৪ পরতীত।

টীকা—বচন না ফুর—বাক্যস্ফূর্তি হয় না। পরতেখ—প্রত্যক্ষ। সম্ভায়ল—প্রবেশ করল। আঁতরে—অন্তরে, মধ্যে। সূর গরাসল—সূর্যকে গ্রাস করল। অম্বর—আকাশ, বসন। ধরাধর—পর্বত; স্তনশীর্ষ। ডোলে—কম্পনে। চঞ্চরী—ভ্রমরী। রোলে—শব্দে। ঝাঁপল—আবৃত করল। পাতিয়ায়ব—প্রত্যয় করবে।

পদটি প্রলয় বর্ণনার রূপকে বিপরীত সম্ভোগের রসোদ্‌গার।

৩

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কহ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ...

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোর সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো তুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসি
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
ঈষত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন / রাধাবিরহ

টীকা—দেখিলোঁ—দেখলাম। তোঁ—তুমি। কহিআরোঁ—বলছি। দুঅজ—দ্বিতীয়। তিঅজ—তৃতীয়। নেহালিলোঁ—দেখলাম। ভয়িলোঁ—হলাম। চউঠ—চতুর্থ। নিন্দে—নিদ্রা।
পদটি বিরহবিলাপ উপলক্ষে স্বপ্ন-রসোদ্গারের।

৪

পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে॥
পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে[১]॥

মুখে মুখ দিয়া সমান[২] হইয়া
বন্ধুয়া করল কোরে[৩]।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলুঁ বোলে ॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া[৪] হইলুঁ হারা ॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥

প. ক.—৬৯৬

১ শুতল আমার কাছে।
২ সমুখ।
৩ কোলে।
৪ জাগিতে।

টীকা—নাসার বেশর—নাকছাবি। পিয়ল বরণ—পীতবর্ণ। শিথান—শিরঃস্থান। অঙ্গ পরিমল—দেহের সুগন্ধ। বাঁটুল—গুলতির গুলি।

এটিও স্বপ্ন রসোদ্গারের পদ।

৫

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥
পদ আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥

করে কর ধরি পিয়া শপথি দেই মোরে।
পুন দরশন লাগি[১] কত চাটু বোলে[২] ॥
নিগূঢ় পিরিতি পিয়ার আরতি করে বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝে রহু ॥

প. ক.—৬৭১

১ মাগি।
২ কত করে কোরে।

৬

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত ॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়[১]।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল[২] কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে ॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে ॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ[৩] নিশ্বাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস ॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি ॥

প. ক.—৬৬৮

১ ছোঁয়ায়।
২ হৈল।
৩ দীরঘ।

টীকা—নিছনি—অর্ঘ্য। শেজে—শয্যায়। গোঙায়—কাটায়। নিদের—নিদ্রার। তরাস—ত্রাস।

৭

রাতি দিন চোখে চোখে[১] বসাই সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা[২] আরতি হিয়া মাঝে॥
সই ও দুখ[৩] লাগিয়া আছে মনে।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায়[৪] রাতি
নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে খেণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
খেণে বুকে খেণে পিঠে খেণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
খেণে ধরে হিয়ার উপরে।
খেণে পুলকিত হয় খেণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥

প. ক.—৬৮২

১ চৌখে চৌখে।
২ না।
৩ মুখ।
৪ জাগি পোহাইল।

টীকা—আরতি—আর্তি, ব্যাকুলতা। বিদগধ—রসিক। উতরোলে—ব্যাকুল। শেজে—শয্যায়।

৮

কত লাস[১]-বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাঁটায়।
দেখিয়া হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায়॥
সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত কুলবতী যারে হেরিয়া ঝুরিয়া মরে[২]
সেহ যোড় হাথে মোর আগে॥
অতিরসে গরগরি কাঁপে পহু থরথরি
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে॥
চন্দন মাখায়[৩] গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়॥
বিনি কাজে কত পুছে কত না মুখানি মুছে
হেন বাসে[৪] দেখিতে হারায়॥
তুমি মোর ধন প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাবে।
যতেক পিরিতি তার জগতে কি আছে আর
কি বলিবে[৫] বলরাম দাসে॥

প. ক.—৬৮৬

১ না।
২ থেয়ানে ভাবিয়া মরে।
৩ লাগায়।
৪ বা সে
৫ গুণ গায়।

টীকা—লাস—লাস্য। তেঁঞি—তাই। ঝুরিয়া—কেঁদে। তাম্বুল—পান।
পুছে—জিজ্ঞাসা করে। হেন বাসে—এরূপ ভাবে। আন—অন্য।

৯

চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কি ফল[১] পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এতদিনে পেখলুঁ আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জীতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি[২] বিরমহ
মৌনহিঁ সমুঝল[৩] কাজ॥

প. ক.—২২৭

১ কেল।
২ সখি।
৩ বুঝলু।

টীকা—ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ—আবৃত দেহ পুনরাবৃত করছ। বচনক ভাঁতি বচনভঙ্গী। বাঁচি—বঞ্চ বা বঞ্চনা করে। সাঁচি—সঞ্চিত। সাখী—সাক্ষী। গাঁঠিক হেম—আঁচলের গ্রন্থিবদ্ধ স্বর্ণ। জীতলি —জয় করলি। মৌনহিঁ—মৌনতাতেই। বিরমহ—বিরত হও। সমুঝল কাজ—কীর্তি বোঝা গেল।

১০

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতুন[১] হোয়॥
জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা[২]॥
বচন অমিয়া রস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি[৩]।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি[৪]॥

প. ক.—৯৩৭

১ তিলে তিলে নূতন।
২ সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেলা। ইত্যাদি
৩ অনুভব কাহে ন পেখ।
৪ লাখে না মিলিয়ে এক।

টীকা—পুছসি—জিজ্ঞাসা করছ। বাখানিয়ে—ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তিরপিত—তৃপ্ত। রভসে—সম্ভোগানন্দে। গোঙায়লুঁ—কাটালাম। রস অনুমোদই—রসের পর্যালোচনা করে। কাহু না পেখি—কারো মধ্যেই প্রত্যক্ষগম্য হয় না।

উজ্জ্বলনীলমণিতে রূপগোস্বামী প্রদত্ত অনুরাগ শ্লোকের ভাবার্থ বর্তমান পদে পাওয়া যায়—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ১৪/১৪৬

ভিন্ন পাঠে পদটি বিদ্যাপতির নামেও পাওয়া যায়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পদটিকে বিদ্যাপতির ভণিতায় এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক ॥

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে পদটিকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির নামেই উদ্ধৃত করেন। কিন্তু পদরত্নাবলী সংকলনে রবীন্দ্রনাথ কবিবল্লভের ভণিতায় পদকল্পতরুর পাঠ অনুযায়ী পদটিকে সংকলন করেছেন।

পদটি ভাব-গভীরতায় ও বচনচাতুর্যে অসামান্য। বিশেষোক্তির সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেমের অনির্বচনীয় অতিমর্ত্য স্বভাব এতে বর্ণিত।

প্রেমবৈচিত্ত্য

১

হরি হরি গোরা কেনে কাঁদে।

নিজ সহচরগণ পূছই কারণ[১]

হেরই গোরামুখ চাঁদে॥

অরুণিত লোচন প্রেম-ভরে ভেল দুন

ঝর ঝর ঝরে প্রেম বারি।

যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিফল[২]

খসয়ে উপরি উপরি॥

সোঙরি বৃন্দাবন নিশাসই পুন পুন

আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।

দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই[৩] করি

ধরণি পড়ল মুরছিয়া॥

তহিঁ প্রিয় গদাধর ধরিয়া[৪] করল কোর

কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।

পুন[৫] অট্ট অট্ট হাসে জগজন মন তোষে

বাসুঘোষে মরয়ে ঝুরিয়া॥

প. ক.—৭৬৪

১ না বুঝিয়ে কারণ।
২ মুকুতা ফল।
৩ গোপি গোপি।
৪ বসিয়া।
৫ গৌর

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ উ.

টীকা—পুছই—জিজ্ঞাসা করে। অরুণিত—রক্তিম। সোঙরি—স্মরণ করে। দুন—দুটোই। নিশাসই—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তঁহি—তখন। গদাধর—শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর; পঞ্চতত্ত্বানুযায়ী শ্রীচৈতন্যের রাধ-াশক্তি।

২

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু[১] মীন যেন কবহুঁ না জিয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

প. ক.—৯১২

১ বিনে।

টীকা—মীন—মাছ। কবহুঁ না জীয়ে—কখনও বাঁচে না। তুল—তুলনীয়। আপনা আপনি—স্বভাবতই, বহিরঙ্গ দৌত্যাদির বশবর্তী হয়ে নয়।

'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—এর মধ্যেই আছে প্রেম-বৈচিত্ত্যের বীজ। প্রেমবৈচিত্ত্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক স্বভাব পরিস্ফুট।

৩

নাগর[১] সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥

এ সখি আরতি কহনে না যাই ।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞিঁ ॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি ।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন দহনে[২] রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত[৩]
বয়ানে বাণী নাহি ফুর ।
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

প. ক.—৭৭৯

১ কানুক ।
২ বিরহ বেদনে ।
৩ চমকিত ।

টীকা—বিলসই—বিলসিঅ, বিলাসক্রীড়া সমাপ্তির পর । শূতলি—সুপ্তা হলেন । আরতি—অনুরাগ । মোহে—আমাকে । তেজল—ত্যাগ করল । কথি লাগি—কাহার জন্য । পদটি রাধার প্রেমবৈচিত্ত্য ভাবের বর্ণনা ।

৪

আর কিয়ে কনক কষিত তনু সুন্দরী
দরশ পরশ মঝু হোয় ।
উর পর পাণি হানি খিতি শূতল
আকুল কণ্ঠে ঘন রোয় ॥
সজনী না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হব তাকর সঙ্গ ॥

আর কিয়ে শ্রবণে শুনব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নহি বদনচান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদী হাস বিকাশ ॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজবনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—৭৭৩

টীকা—কনক কষিত—নিকষিত স্বর্ণ। মঝু—আমার। উরপর—বক্ষের উপর। খিতি—মাটিতে। ঘন রোয়—নিরন্তর কাঁদে। কৌমুদী—জ্যোৎস্না। বুঝই সংশয় ভেল—রাধাকৃষ্ণপ্রেমের এই রীতি অন্যান্য ব্রজগোপী ধরতে পারলেন না।

পদটিতে কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের বর্ণনা।

৫

সজনী প্রেমক কো কহবি শেষ।
কানুক কোরে কলাবতী কাতর
কহত কানু পরদেশ ॥
চান্দক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে
দিনহি রজনী করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
বিরহ পিয়ক করি ভান ॥
কব আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোয়ই খেণে ভোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস খেণে কাঢ়ই
খনই খনই তনু মোড়ি ॥

বিধুমুখি বদন কানু যব মোছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদ কান্ত কিয়ে কামিনী
বল্লভদাস সুখে মাতি॥

প. ক.—৭৭০

টীকা—কো কহবি শেষ—এর সীমা বর্ণনা করা যায় না। কোরে—কোলে। পরদেশ—প্রবাস। মান—মনে করে। ভান—কল্পনা। কাঢ়ই—ত্যাগ করে। ভাতি—প্রকারে।

৬

রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ-রস পীবই
কমলিনী মধুকর রাজ॥
সচকিতে নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল হোয়ল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে রাই ভেল অদরশ
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥
সো ধনি চাঁদ বয়ন কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়াময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয় তাপ কিয়ে মেটব
সোই করব কিয়ে কোল॥
ঐছন কতহুঁ বিলাপই মাধব
সহচরি দূরহি হাস।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর
কহতহি মাধবী দাস॥

প. ক.—৭৭৫

টীকা—বিলসই—বিলাস করে। বয়ন—বদন। মেটব—মিটবে বা দূর হবে।

পদটি কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের বর্ণনা। মাধবীদাস চৈতন্যভক্ত শিখী মাহিতীর সহোদরা বলে মনে হয় না। তাহলে মাধবীদাসী হত। চৈতন্যপরবর্তীকালের পুরুষ পদকর্তা হওয়াই সম্ভব।

৭

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা[১] নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ-আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ[২] দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরতের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা[৩]॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি[৪] গঢ়াই পুতলি॥
রসের সায়রে যদি[৫] করাই সিনান।
তভু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥

প. ক.—২০০৫

১ না জানি কি সুধা দিয়া।
২ বাপনি।
৩ তুলনা।
৪ বিধি।
৫ নিতি।

টীকা—নিধি—ঐশ্বর্য। অনিমিখ—অপলক। কলপ—যুগ। তিরপিত—তৃপ্ত। বটেক—ক্ষুদ্রতম পরিমাপ। সাঁচে—সিঞ্চনে। পরতীত—প্রতীতি। চিত—চিত্ত। তেঞি—তাই।

পদটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

প্রবাস

১

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ॥
খেনে ভীতে মুখ শির ঘসে।
কেহ নাহি রহে পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

প. ক.—১৬৪৩

টীকা—গম্ভীরা—নীলাচলে কাশীমিশ্রের আবাসে যে প্রকোষ্ঠে শ্রীচৈতন্যের শেষজীবন বিপ্রলম্ভ ভাবাবস্থায় অতিবাহিত হয়েছিল। ভিতে—দেওয়ালে। ভোরা—বিভোর বা বিহ্বল।

পদটি কার্যতঃ দূর-প্রবাসের অন্তর্গত ভূত-বিরহের গৌরচন্দ্রিকা।

২

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে॥
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী॥

নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পোআল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাশিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলি চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ

টীকা—পাড়হাসে—প্রতিভাসিত বা প্রতীত হয়। উপেখিআঁ—উপেক্ষা করে। দহ বলি—হ্রদ বলে। সমে—সঙ্গে। নেহা—স্নেহ বা প্রেম। গুপতে—গুপ্ত+এ। বিকাশিলোঁ—প্রকাশ করলাম। সামী—স্বামী। বোল—কথা। বাছে—বিচার করে বা দোষ ধরে। নেহাত লাগী—প্রেমের জন্য। মোকে নেহ—আমাকে নাও বা নিয়ে চল। বাসলী চরণ—চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী বাসলী অর্থাৎ বিশালাক্ষী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত রাধাবিরহের এই পদটি অদূরে প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত।

৩

যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি-বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥

সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি[১]
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥
যো মধু সরস সমাগম[২] লালসে
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে চরণ বেঢ়ল ফণি
মণি মঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমানি॥

প. ক.—১৬০৪

১ মধুপুরী।
২ পরশ রস।

টীকা—যাহে লাগি—যার জন্য। দূরেজন—দূর্জন। কিয়ে নাহি কেল—কি না করল। বরত—ব্রত। তিলাঞ্জলি—বিসর্জন। নাহি বাহিরাণ—(প্রাণ) বের হচ্ছে না। বিছুরব—বিস্মৃত হবেন। ইহ অনুমানি—এমন অনুমান করছি।

পদটি সুদূর প্রবাসের অন্তর্গত ভাবী-বিরহ ভাবনায় রাধার খেদোক্তি।

৪

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ[১]॥
সজনী রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী॥

যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ[2]
সো রাখউ[3] নিজ তাতে।
কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

প. ক.—১৬০২

১ কালিয় কালিম মাঝ।
২ ভাখব
৩ রাখব।

টীকা—অক্রূর—শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের দূত ও সারথি। ক্রূর—নিষ্ঠুর। কালি কালিহুঁ—কাল, কালই। প্রাতর—প্রাতঃকাল। যামিনী-নাথ—নিশানাথ বা চন্দ্র। নখতর—নক্ষত্র। বেকত—ব্যক্ত। অম্বরে—আকাশে। নহত পরভাতে—প্রভাত না হয়। কালিন্দী—যমুনা। ভাখহ—বল। রাখউ—ধরে রাখেন। তাতে—পিতাকে অর্থাৎ সূর্যকে। কীয়ে—কিংবা। শমন—যম। তুরিতে—দ্রুত।

বর্তমান পদটিও ভাবী-বিরহের।

৫

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐছন
কানু[1] সঞে জীবন যাহ॥
সজনি ইহ দুখ সাগর[2] মাঝ।
কো নাহি ডুবল ঐছন হেরইতে
গোকুল গোপ সমাজ॥

খেণে তৃণ মুখে ধরি রথক[৩] আগুসরি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে।
খেণে পুন মুরছই খেণে পুন উঠই
ডুবই বিরহ-তরঙ্গে॥
রাধামোহন-পহু আগমন সঙ্কেত
করি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রুর পুন সময়হি ঐছন
রথ লেই করল পয়ান॥

প. ক.—১৬২৭

১ নাহ।
২ জলনিধি।
৩ রামক।

টীকা—সঙে—সঙ্গে। তৃণ মুখে ধরি—মিনতির জন্য মুখে তৃণ নিয়ে। হরল গেয়ান—জ্ঞান হরণ করলেন। পয়ান—প্রয়াণ বা প্রস্থান। পদটি ভবন-বিরহের।

৬

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥
কৈছনে যায়ব যামুন[১] তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥
সহচরি সঞে[২] যাহাঁ করল ফুলখেরি[৩]।
কৈছনে জীয়ব তাহি[৪] নেহারি॥

বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি[৫] তহি রহু কান॥

প. ক.—১৬৩৯

১ যমুনা।
২ সনে।
৩ ফুল ধারি।
৪ তরহি।
৫ ছাপিত।

টীকা—করুণাক রোল—সকরুণ ধ্বনি। হিলোল—তরঙ্গ। শূন—শূন্য। সগরি—সকলি। সঞে—সঙ্গে। কর অবধান—শ্রবণ কর। ছাপি—লুকিয়ে।

পদটি ভূত-বিরহের।

৭

হরি গেও[১] মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতি-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব[২] ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কুদিন[৩] দিবস দুই-চারি॥

প. ক.—১৬৪১

১ পিয়া গেল।
২ কৈছে বঞ্চব হাম।
৩ দুখ।

টীকা—গেও—(গতঃ) গেলেন। মধুপুর—মথুরা। যৈছে—যেমন। কৈছনে—কেমন করে। বঞ্চব—কাটাব। নিন্দা—নিদ্রা। বয়নক—মুখের।

৮

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা[১]॥
বড় দুখ রহল[২] মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে[৩] পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর[৪] ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

প. ক.—১৬৭০

১ পিয়া বিনে অব কোন কিয়ে নাহি কহলা।
২ ইহ বড় শেল।
৩ অভিলাষে।
৪ হিয়া মোর।

টীকা—চির—বস্ত্রাঞ্চল। উরে—বক্ষে। আঁতর—ব্যবধান। <অন্তর। কাহুক—কাহাকে। মোহে—আমাকে। বিছুরল—বিস্মৃত হল। বিহি—বিধি। ভরমে—ভ্রমবশতঃ। দোখ—দোষ। ঝাঁঝর—জর্জর।

পদটির প্রথম দুটি পংক্তির সঙ্গে 'মহানাটকম্' এর নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরাঃ॥

৯

সজনী কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে[১] পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা[২]॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লুঁ
খোয়লুঁ এ তনু-আশে।
হিম কর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন-তাপে যদি[৩] জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-নেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরযুবতী
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

প. ক.—১৯৫৭

১ পুন।
২ খোয়লু এ তনুক আশা।
৩ তনু।

টীকা—পয়োধি—সমুদ্র। নাহি পাতিয়াই—প্রত্যয় হয় না। গোঙায়লুঁ—কাটালাম। বরিখ—বৎসর। হিমকর—চন্দ্র। জারব—জ্বলে যায়। নেহে—স্নেহে। মাধবী মাস—বৈশাখ মাস। বারিদ মেহে—বর্ষার মেঘে।

১০

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
ন ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা॥
সখি হে[১] অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি[২] রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ[৩]॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পূর॥

প. ক.—১৬৪০

১ সজনী। ২ অব হি।
৩ পরমাণ।

টীকা—আত—আতপ, রৌদ্র। পলাশা—পাতা। প্রতিপদ—প্রথমা। সুখ লব—আনন্দ লেশ। ভৈ গেল—হয়ে গেল। মোহে—আমাকে। অবধি—এখনও পর্যন্ত। বিছুরাই—বিস্মৃত হয়ে। সুজান—সুজন। বিঘটিত—বিপর্যস্ত। ঝুরে—কাঁদে।
পদটি বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ রচনা ; পরে গোবিন্দদাস এর রসপূরণ করেন।

১১

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত কালি কহে সবাহিঁ[১]।
কহ কহ রে সখি কালি কবাহিঁ॥

কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ[২] ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পুররমণীগণ রাখল বারি ॥

প. ক.—১৮৬১

১ ভেল পরভাত পুছয়ে সবহুঁ।
২ কান্ত কি মিলব কান্তাক পাশ।

টীকা—অবধি—সীমা। ভীত—দেওয়াল। পরভাত—প্রভাত। সবহিঁ—সবাই। কবহিঁ—কবে। বারি—নিবৃত্ত করে।

১২

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি যতনহি বৈঠত[১]
পুনহি উঠই[২] নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগ মাহা তাপিনী[৩]
বৈরী মদন-শর-ধারা ॥
অরুণ-নয়ন-লোরে তীতল কলেবর[৪]
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়[৫]
সহচরি গণতহি শেষা[৬] ॥
আনি নলিনী কেহো ধনিক শুতাওলি
কোই দেই মুখ পর নীরে।
নিশবদ হেরি কোই শাস নেহারত
কোই দেই মন্দ সমীরে ॥

কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন বন্ধন-আশ-পাশ॥

প. ক.—১৮৭৭

১ উঠন্ত।
২ পুন উঠইতে।
৩ সহজহি কমলিনী জগমনমোহিনী।
৪ অবিরত লোচনে গলত জলধার।
৫ ঘর সঞে বাহির বাহির সঞে ঘর।
৬ ভ্রমতহি উনমত বেশা।

টীকা—পরবোধব—প্রবোধ বা সান্ত্বনা দেব। বেরি বেরি—বার বার। জিউ—জীবন। সমাধা—শেষ। তিতল—সিক্ত হল। বিলুলিত—বিলুণ্ঠিত। দীঘল—দীর্ঘ। মন্দির—গৃহ। শেষা—সমাপ্তি বা অবসান। সৃতাওলি—শোয়াল। জীবন বন্ধন-আশ-পাশ—আশার বাঁধনে জীবনটুকু বাঁধা আছে।

পদটিতে বিরহিণী রাধার দশমী দশা চিত্রিত।

১৩

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সিনেহ[১]।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহিঁ[২]
আধা আধা কহু[৩] বাণী॥

রাধা সঞে যব পুন তহিঁ মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহু দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

প. ক.—১৬৮৭

১ স্নেহ।
২ রটইত।
৩ সব।

টীকা—অনুখন—অনবরত। সোঙরিতে—স্মরণ করতে করতে। ভেলি—হলেন। আপন গুণ লুবধাই—নিজের গুণে লুব্ধ হয়ে। ভোরহি—বিহ্বল হয়ে। রটতহিঁ—উচ্চারণ করেন। সঞে—সঙ্গে। দুহু দিশে—দুদিকে। দারু—কাষ্ঠখণ্ড।

পদটিতে শ্রীমতীর বিরহোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা।

১৪

কি ছার পিরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল[২] রাই।
সফরী সলিল বিন[৩] গোঙাইব কতদিন[৪]
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে[৫]।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরিতি তোষে[৬]

স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।

তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু

শুখাইলে পিরিতি না রয়[৭]॥

যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা

করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি।

গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে[৮]

নিদানে হইল কুহুরাতি॥

প. ক.—১৬৯৯

১ পরাণ মারিয়া আইলা।
২ খঞ্জনী নয়নী ধনী।
৩ বিনে।
৪ দিনে।
৫ বহয়ে যোগান।
৬ পোষে।
৭ মারয়।
৮ দুই পক্ষ অবশেষে।

টীকা—সফরী—পুঁটি মাছ। অযোগানে—সরবরাহ ছাড়া। বাসো—মনে করি। ঝাট—দ্রুত। কুমুদবন্ধু ভাতি—চন্দ্রতুল্য। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত। দ্বিপক্ষ—শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। নিদান—অবশেষ বা অন্তিম। কুহুরাতি—অমাবস্যা।

১৫

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি[১] ঘন গর- জন্তি সন্ততি

ভুবন[২] ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুণ

সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

কুলিশ কত শত[৩] পাত-মোদিত

মউর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগভরি ঘোর[৪] যামিনী
ন থির বিজুরিক[৫] পাঁতিয়া।
ভণয়ে শেখর[৬] কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥

প. ক.—১৭৩৫

১ ঝঞ্ঝা।
২ গগন।
৩ শত শত।
৪ জোর।
৫ দমকে দামিনী।
৬ বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি।
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

টীকা—ওর—শেষ। মাহ—মাস। ঝাঁপ—ঝেঁপে, আবৃত ক'রে। ঘন—মেঘ। সন্ততি—অনবরত। বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করছে। পাহন—পাষাণ। হন্তিয়া—হানছে। কুলিশ—বজ্র। দাদুরী—ব্যাঙ। পাঁতিয়া—পংক্তি।

পদকল্পতরুতে ও অন্যান্য প্রাচীন সংকলনে পদটি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত। কিন্তু প্রাচীনতম সংকলন রসকল্পবল্লীতে এবং পদরসসার ও পদরত্নাকরে পদটি রায় শেখরের ভণিতাতে পাওয়া যায়।

১৬

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
নিকুঞ্জে রাখিল মোর এই গলার[১] হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
এই তরুশাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥

এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী।
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সভার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেন দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন না[২] ফুর॥

পদরসসার—৯০৪

১ হিয়ার।
২ নাহি।

টীকা—পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে। বচন না ফুর—বাক্যস্ফূর্তি হয় না। শেষ দশায় মৃত্যুর উদ্‌যোগ বর্ণিত।

১৭

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ[১] সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ-মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥

যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু[2] ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

প. ক.—১৯৫৩

১ হাম ভরি।
২ সোই।

টীকা—যাঁহা—যেখানে। গাত—গাত্র। নাহ—স্নান করেন। তথি মাহ—তার মধ্যে। নিরদন্দ—নির্বিরোধ। বীজনে—পাখার। ভরমই—ভ্রমণ করেন। ঠাম—স্থান।

শেষ দশা অর্থাৎ মৃত্যুর উদ্‌যোগ বর্ণিত পদটি রূপগোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণিতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুসরণে রচিত—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥ স্থায়ীভাব, ১৮৯

১৮

ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং রাই[1]
গচ্ছং মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে[2]
যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
ভদ্রং অতি[3] ভদ্রং অতি
শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুর
আওল ব্রজরমণা[4]॥
মথুরাবাসিনী এক রমণী[5]
তাকর দূতী পুছে।[6]

নন্দ নন্দন[৭] কৃষ্ণ খ্যাত
কাহার ভবনে আছে ॥
শুনি তার বাণী[৮] কহয়ে সো ধনি[৯]
সো কাহে ইহ আওব ।
দেবকীসুত কৃষ্ণখ্যাত
কংসঘাতী মাধব ॥
সোই সোই কোই কোই
দরশনে মোর আসা ।
যদুনন্দন[১০] দাসে কহে
ঐ যে উচ্চ বাসা ॥

—বৈষ্ণব পদাবলী (ক. বি. সং)
ঐ (সাহিত্য অকাদেমী সং)

১ রহু ।
২ পতি-প্রতীক্ষে ।
৩ অতি ভদ্রৎ ।
৪ প্রবেশ করিল ললনা ।
৫ এক রমণী অল্প বয়সী ।
৬ নিজ প্রয়োজনে পুছে ।
৭ নন্দ জাত ।
৮ সো ধনী ।
৯ কহয়ে বাণী ।
১০ গোকুলচন্দ্র ।

টীকা—মথুরাওয়ে—মথুরার নিমিত্ত । ঢুঁড়ব—প্রবেশ পূর্বক অনুসন্ধান ।
প্রতক্ষে—প্রতি কক্ষ ।
বর্তমান পদটি সংস্কৃত বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্রভাষার উদাহরণ ।

১৯

মাধব তুবরী পেখলুঁ তাই ।
চৌদশী-চাঁদ জনু[১] অনুখন খীয়ত
ঐছন জীবয়ে রাই ॥
নিয়ড়ে সখীগণ বচন যো পুছত
উতর না দেয়ই রাধা ।

হা হরি হা হরি কহতহি[২] অনুখন
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা ॥
সরসহি মলয়জ পঙ্কহি[৩] পঙ্কজ
পরশে মানয়ে জনু আগি।
কবহি ধরণী শয়নে তরু চমকিত
হৃদি মাহা মনমথ জাগি ॥
মন্দ মলয়ানিল বিষ সম মানই
মুরছই পিককুল-রাবে।
মালতী-মাল পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে ॥

প. ক.—১৮৭৮

১ জিনি।
২ করতহি।
৩ সঙ্কহি।

টীকা—দুবরী—দুর্বলা। নিয়ড়ে—নিকটে। উতর—উত্তর। সাধা—আকাঙ্ক্ষা। পিককুল রাবে—কোকিলের কলরবে।

বিরহে ব্যাধির বর্ণনা।

২০

অতিশীতল মলয়ানিল
মন্দমধুর-বহনা।
হরি-বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥
কোকিলকুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে ॥

সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি নামে।
যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে
নবরাগিণী গানে॥[২]
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া।
শশিশেখরে কহে গোচরে
যাওত জিউ ফাটিয়া॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—২৫৭

১ হরি লীলা।

২ ঐছন বাণী শুনে তৈখনে রাগিণী মোহ গেলা।

টীকা—মলয়ানিল—বসন্ত বাতাস। বহনা—বহমান। হরি-বৈমুখ—কৃষ্ণ-বিমুখ। দহনা—দগ্ধ হচ্ছে। ললিতা, বিশাখা—সখীদ্বয়। নাটিয়া—নাড়ী।

ভাবোল্লাস ও নিবেদন

১

নবদ্বীপ-চাঁদের আজি আনন্দ দেখিয়া।
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥
শচীসুত উনমত প্রেম-সুখে কয়।
মোর আজু যত সুখ কহিল না হয়॥
চিরকাল বিরহ-জনিত যত তাপ।
সো মুখ-দরশনে ঘুচল আব॥
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥

প. ক.—১১৬৯

টীকা—আব—এখন। নিছনি—নিবেদিত। কহিল না হয়—বলা যায় না।

২

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয় কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই[১] আঁখি॥
বেদি বনাব[২] হাম আপন অঙ্কমে[৩]।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব[৪] তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প[৫]॥
নিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদকি হাট॥

বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয়-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

প. ক.—১৯৭৩

১ দুই।
২ করব।
৩ অঙ্গমে।
৪ রোপব।
৫ ঝাম্প।

টীকা—যতহুঁ—যাবতীয়। কনয় কুম্ভ—স্বর্ণকলস। অংকমে—ক্রোড়ে। চিকুর বিছানে—কেশ এলিয়ে। কিংকিনী সুঝাম্প—সুসজ্জিত মেখলা।

৩

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই[১] কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ[২] উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন[৩] বহু মন্দা॥
অব হন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত[৪]
তবহুঁ মানব[৫] নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

প. ক.—১৯৯৬

১ ওহি।
২ গগনে।
৩ সমীর।
৪ আজু শুভদিন সখী মধু পরি হোয়ল।
৫ আজু ধনি মানি।

টীকা—ভাগে—ভাগ্যে। নিরদন্দা—নির্বিরোধ। মোহে—আমার প্রতি। অবহন ইত্যাদি—পাঠবিকৃতি। সম্ভাব্য পাঠ হবে—"অব হোয় যবহুঁ মোহে পরিরম্ভণ"—অর্থাৎ এখন যদি আমি আলিঙ্গন পাই।

৪

কি কহব রে সখি[১] আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ[২] সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে[৩] তত সুখ ভেল[৪]॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা[৫]।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না[৬]॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥

প. ক.—১৯৯৬

১ আজুক।
২ চিরদিনে।
৩ হেরইতে।
৪ সব দুখ গেল।
৫ বারি।
৬ তরী।

টীকা—ওর—সীমা। চিরদিন—বহু বিলম্বে। আঁচর—আঁচল। মহানিধি মহৈশ্বর্য। ওড়নি—ওড়না। গিরিষের বা—গ্রীষ্মের বাতাস। দরিয়ার না—পারাবারের নৌকা।

পদটি শান্তিপুর নিবাসে সমাগত সদ্যসন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে লক্ষ্য করে অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক গীত।

৫

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

প. ক.—১৪০৮

টীকা—দরপণ—আয়না। অঞ্জন—কাজল। তাম্বুল—পান। গীমক—গলার। তুহুঁ কৈছে মাধব—হে মাধব তুমি কেমন?

৬

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥

কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

নী. মু. সং—৭৩২

টীকা—কুশলে—মঙ্গলে। কোরে—কোলে।
পদটির ভাষা আধুনিক। প্রচলিত সংকলনগুলিতে পদটি স্থান পায় নি। তা ছাড়া "কোকিল আসিয়া" প্রভৃতি চারটি চরণ বিদ্যাপতির অনুরূপ বর্ণনের সার সংক্ষেপ। সুতরাং পদটি সন্দিগ্ধ।

৭

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার[১] চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া[২]
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব[৩] কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি[৫] যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি[৬]
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি[৭] ॥

নী. ম. সং—৭৩৯

১ ও দুটি।
২ কায় মন হিয়া।
৩ কান্দিব।
৪ তোমা শুধু বিনু।
৫ আর।
৬ তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি।
৭ হিয়ায় পরহ তুমি।

টীকা—একুলে ওকুলে—পিতৃকুল ও পতিকুলে। নিমিখে—পলকে।

৮

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥

নী. মু. সং—৭৪৬

টীকা—তোহারে—তোমাকে। অখিলের—বিশ্বের। বিদিত—জ্ঞাত। পাপ পুণ্য সম—পাপ ও পুণ্য সমান।

৯

বঁধু তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি[১] ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হৈতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি[২]॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।

জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

—জ্ঞানদাসের পদাবলী (রমণীমোহন সং)
পৃঃ—২৫৪

১ লয়।
২ কোনো কোনো পুঁথিতে অতিরিক্ত দুটি পংক্তি—
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক
পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥

টীকা—নয়নের অঞ্জন—চোখের কাজল। তুং নয়নক অঞ্জন—বিদ্যাপতি।

১০

শুন শুন হে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া ॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে বাহির হইয়া
কি রূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার করমের দুখ
সকল করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর ॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে ।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান লোরে ॥

প. ক.—২০০৬

টীকা—পাইয়াছি লাগি—সঙ্গ পেয়েছি। আঁখির আড়—চোখের আড়াল।

১১

শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি ।
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা[১] সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও[২] চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি ।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ কানু ।
কুলশীল সব ভাসাইলু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি ।
সকল ছাড়িয়া রহিলুঁ[৩] তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥

প. ক.—২৯৫৭

১ তোমার / তোর।

২ এ।

৩ রহিল।

টীকা—চিত নিবারণ—চিত্ত নিবৃত্তি কারণ অথবা বাসনা-বারণ। পাসরিতে—ভুলতে।

পদকর্তা সৈয়দ মর্তুজা ছিলেন মুর্শিদাবাদবাসী (মতান্তরে চট্টগ্রাম নিবাসী) বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। কবির রাগাত্মিক ভণিতাটি লক্ষণীয়।

পরিশিষ্ট

বর্ণানুক্রমিক কবিপরিচয়

।। অনন্ত ।।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে 'অনন্ত' নামে অন্ততঃ দুজন কবি ছিলেন। দুজনেই ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য। একজন অনন্ত আচার্য। অন্যজন অনন্ত দাস। এঁদের মধ্যে অনন্ত দাসই শ্রেষ্ঠ। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই অনন্ত দাসের রচনা সুখপাঠ্য। দাস ভণিতাহীন দানলীলার পদটি অনন্ত আচার্যের রচনা।

।। উদ্ধব দাস ।।

উদ্ধব দাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। টেঙা বৈদ্যপুর তাঁর নিবাসস্থল। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। তিনি ছিলেন পদকল্পতরুর সংকলনকর্তা গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু। বহু বিষয়ে বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তাঁর পদরচনায় তুল্য দক্ষতা ছিল।

।। কবিশেখর ।।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একজন পদকর্তা কবিশেখর, রায়শেখর, শেখর প্রভৃতি ভণিতা দিয়ে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। এঁর প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ; পিতার নাম চতুর্ভুজ ও মাতার নাম ইরাবতী। ইনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য। এঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ—গোপাল বিজয়, গোপাল চরিত প্রভৃতি কাব্য এবং গোপীনাথ বিজয় নাটক।

।। কবিরঞ্জন ।।

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন ব্রজবুলি ভাষায় বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করেন। এই কারণে এঁকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলে অভিহিত করা হয় (রসকল্পবল্লী)। অনেকে উপরিউক্ত কবিশেখরকেও 'ছোট বিদ্যাপতি' বলেন।

।। কবিবল্লভ ।।

করতোয়া তীরবর্তী মহাস্থানের নিকট অরোড়া গ্রামে কবিবল্লভের

জন্ম। পিতার নাম রাজবল্লভ। মাতার নাম বৈষ্ণবী। গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত উদ্ধবদাস ছিলেন কবিবল্লভের গুরু। গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদে 'শ্রীবল্লভ' বলে এঁর উল্লেখ আছে। 'রসকদম্ব' নামক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ এঁর রচনা।

॥ কানুরাম দাস ॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে একাধিক কানুরাম দাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে পদাবলীখ্যাত কানুরাম দাস ছিলেন নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌত্র এবং পদকর্তা পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কানু ঠাকুর। যশোর জেলার পশ্চিমাংশে এঁর পাট। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। এছাড়া শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র ও জাহ্নবাদেবীর অনুচর এক কানুরাম, অদ্বৈতশিষ্য কানু পণ্ডিত এবং শ্যামানন্দশিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য নীলাচলবাসী এক কানুদাস বিদ্যমান ছিলেন।

॥ কৃষ্ণদাস ॥

উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে বাঙ্গালী সদগোপকুলে কৃষ্ণদাসের জন্ম। পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। বহু সন্তানের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাসের জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হয় দুঃখী। অম্বিকা কালনায় নিত্যানন্দ-চৈতন্য মন্দিরের সেবক ভক্ত হৃদয়চৈতন্য তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নাম দেন কৃষ্ণদাস। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী তাঁর পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে শ্যামানন্দ নাম রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে মিলিতভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। প্রধানতঃ কৃষ্ণদাস নামে এবং শ্যামানন্দ নামেও বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তাঁর পদ আছে।

॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ॥

সুবিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫২৭-১৬১৫) কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটী গ্রামের কাছাকাছি ঝামটপুর নিবাসী ছিলেন। বলরামবেশী নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে সনাতন-রূপের আশ্রয় নেন। রূপের তিরোধানের পর কৃষ্ণদাস রঘুনাথ দাসের আশ্রয়ে ছিলেন। বঙ্গভাষায় সুবিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, সংস্কৃতে গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য ও সারঙ্গরঙ্গদা টীকা রচনায় তিনি বিখ্যাত। পৃথকভাবে পদ রচনা

না করলেও চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর উৎকৃষ্ট পদ রচনার নিদর্শন আছে।

॥ গোবিন্দ আচার্য ॥

ঈশ্বর পুরীর শিষ্য বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য গোবিন্দ আচার্য বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের সেবাইত ছিলেন। তাঁর কিছু ভাল পদ আছে।

॥ গোবিন্দ ঘোষ ॥

মুর্শিদাবাদের অধিবাসী বল্লভ ঘোষের অন্যতম পুত্র গোবিন্দ ঘোষ প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার পরিকর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং পরে চৈতন্যের নীলাচললীলার সঙ্গী হন। এঁর অন্য দুই ভাই মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। গোবিন্দের সমস্ত পদই গৌরাঙ্গ বিষয়ক। তিনি কীর্তন গানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

॥ গোবিন্দ চক্রবর্তী ॥

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বোরাকুলি গ্রামে নিবাস। পত্নীর নাম সুচরিতা, পুত্রের নাম মাধবেন্দ্র। কবিত্ব ও কীর্তনে বিশেষতঃ ভক্তিতে দশাপ্রাপ্তির জন্য তিনি 'ভাবক চক্রবর্তী" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

চৈতন্য তিরোধানের চার বছর পর ১৫৩৭ খৃঃ গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম; পিতা চৈতন্য-পরিকর চিরঞ্জীব। মাতার নাম সুনন্দা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ। প্রথম জীবনে মাতামহ দামোদরের আশ্রয়ে শাক্ত পরিবেশে প্রতিপালিত হন। চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপায় ব্যাধিমুক্ত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাসের কবিত্বে তুষ্ট হয়ে জীব গোস্বামী 'কবীন্দ্র' উপাধি দেন। বহুসংখ্যক ভালো বৈষ্ণব পদ ছাড়াও 'সঙ্গীত মাধব' নাটক রচনা করেন। আনুমানিক ৭৬ বৎসর বয়সে ১৬১৩ খৃঃ আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে গোবিন্দদাস তিরোহিত হন।

॥ গোপাল দাস ॥

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে গোপাল দাস বা রামগোপাল দাস শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের বংশধর ও শিষ্য রতিপতি ছিলেন

গোপাল দাসের দীক্ষাগুরু। প্রথম বৈষ্ণব পদসংকলন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী গোপাল দাসের সংকলন। এখানে গোপাল দাসের ভণিতায় কবির স্বরচিত পদ আছে। চণ্ডীদাসের কোন কোন বিখ্যাত পদ এই সংকলনে গোপাল দাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

॥ ঘনশ্যাম দাস ॥

পদাবলী সাহিত্যে দুজন ঘনশ্যাম দাস। একজন গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম। ইনি সপ্তদশ শতকের। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য। সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে পদ রচনায় ইনি প্রশংসার যোগ্য। 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামে ইনি রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির ভাষ্য রচনা করেন। অপর ঘনশ্যাম দাস হলেন অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্তী। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ও 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলনে নরহরি ঘনশ্যাম দাস ভণিতায় স্বরচিত পদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

॥ চণ্ডীদাস ॥

চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস দুজনেই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বাশুলী-উপাসক বলে উভয়েরই পরিচয় আছে। বাঁকুড়ার ছাতনা ও বীরভূমের নান্নুর গ্রাম এক এক চণ্ডীদাসকে নিজেদের বলে দাবী করে। চৈতন্যদেব কোন একজন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন বলে জানা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের নিকট মুকুন্দ কর্তৃক গীত চণ্ডীদাসের যে পদটি উদ্ধৃত তা পদাবলীর চণ্ডীদাসের। রজকিনী রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমমূলক আখ্যান নিয়ে উল্লেখ ও কিংবদন্তী বর্তমান।

॥ চন্দ্রশেখর ॥

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্মভূমি কাঁদড়া। পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর। ভ্রাতা শশিশেখরও ছিলেন পদকর্তা। দুজনেই ব্রজবুলি পদের ছন্দোনিপুণ কবি। 'নায়িকা রত্নমালা' সংকলনে চন্দ্রশেখরের স্বরচিত ৪৩টি পদ বর্তমান। পদাবলীতে আর একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর চন্দ্রশেখর আচার্য; ইনি কোমল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের রচয়িতা।

॥ চাঁদ কাজি ॥

পরিচয় অজ্ঞাত।

॥ জয়দেব ॥

বীরভূমের অজয় নদের তীরে কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, স্ত্রী পদ্মাবতী। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন। জয়দেবের রচিত সংস্কৃত কাব্যের নাম গীতগোবিন্দ।

॥ জগন্নাথ দাস ॥

ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। জগন্নাথ দাসের নৌকাবিলাস ও রাসের পদগুলি প্রসিদ্ধ।

॥ জগদানন্দ ॥

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর জগদানন্দ ছিলেন অষ্টাদশ শতকের কবি। পিতার নাম নিত্যানন্দ বা মদন ঠাকুর। দুবরাজপুরের জোফলাই গ্রামে কবি জগদানন্দ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ ও গৌরাঙ্গ মূর্তি বর্তমান। ১৭৮২/৮৩ খৃঃ জগদানন্দের তিরোধান। পদাবলী ছাড়া জগদানন্দের 'ভাষা শব্দার্ণব' নামে একখানি সমধ্বন্যাত্মক শব্দকোষের খসড়া গ্রন্থ পাওয়া যায়। কবি ছিলেন ছন্দোনিপুণ।

॥ জ্ঞানদাস ॥

বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ বংশে জ্ঞানদাসের জন্ম। কবি ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও অনুচর। খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এখানে সমসাময়িক কবি বলরাম দাস ও গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

॥ নরহরি ॥

(সরকার)—পদাবলী সাহিত্যে নরহরি প্রধানতঃ দুজন। একজন ষোড়শ শতকের নরহরি সরকার। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে এঁর জন্ম। পিতার নাম নরনারায়ণ দেব; মাতার নাম গৌরীদেবী। বয়সে গৌরাঙ্গের চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকে নিমাইএর

সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরে গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত হন এবং নবদ্বীপ লীলার অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন। পুরীতে রথযাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যের অনুবর্তী সপ্ত কীর্তন সম্প্রদায়ের অন্যতম দলের নেতা হতেন নরহরি। সর্বপ্রথম তিনিই শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ পূজার প্রবর্তক। চৈতন্য বিষয়ক প্রথম বাংলা পদের রচয়িতা। রঘুনন্দন, লোচনদাস তাঁর শিষ্য। গৌরনাগরবাদের প্রবর্তক নরহরি সমসাময়িক নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজে কিছুটা উপেক্ষিত ছিলেন।

(চক্রবর্তী)—অপর নরহরি হলেন অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্তী। পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী। কবি প্রথম জীবনে নবদ্বীপে থাকলেও পরে গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বাস করেন। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, শ্রীনিবাসচরিত্র, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর সংস্কৃত সাহিত্যে ও ছন্দ-সঙ্গীতে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ঘনশ্যাম ও নরহরি উভয় ভণিতাতেই তিনি পদ রচনা করেছেন।

।। নরোত্তম ।।

রাজশাহী জেলার গোপালপুর পরগণার অধিপতি রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। মাতা নারায়ণী। পিতার মৃত্যুর পর বিষয়-বিরাগী নরোত্তম পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ্যভার দিয়ে বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হন। পিতৃরাজধানী খেতুরীতে আনুমানিক ১৫৮১ খৃঃ নরোত্তমের চেষ্টায় এক ঐতিহাসিক বৈষ্ণব মহোৎসব হয়েছিল। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত। নরোত্তম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তন গায়ক। তাঁর প্রার্থনা পদগুলি সুবিখ্যাত।

।। নৃসিংহ ।।

অষ্ট কবিরাজের অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা নৃসিংহ ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। এঁর উপাধি কবিরাজ। ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গে খেতুরীর মহোৎসব বর্ণনা প্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের যে শিষ্যসঙ্গীবর্গের বর্ণনা আছে সেখানে নৃসিংহ কবিরাজ ও তাঁর ভ্রাতা নারায়ণের নাম আছে।

।। নসির মামুদ ।।

পরিচয় অজ্ঞাত।

॥ বলরাম দাস ॥

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের অস্তিত্ব বর্তমান। তার মধ্যে প্রেমবিলাস কাব্যরচয়িতা শ্রীখণ্ডবাসী নিত্যানন্দ বলরাম নামে যেমন পদ লিখেছেন তেমনি 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্য রচয়িতা দীন বলরামের পদ আছে। কিন্তু পদাবলীখ্যাত বলরাম মুখ্যতঃ দুজন। তার মধ্যে একজন দোগাছিয়া গ্রামের বলরাম দাস। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে এঁর জন্ম। নিত্যানন্দের নিকট ইনি দীক্ষিত হন। কবি ছিলেন কৃষ্ণের বালগোপাল মূর্তির উপাসক। বাৎসল্যের পদে তিনি শ্রেষ্ঠ। প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় পদ রচনায় তিনি বিখ্যাত। ব্রজবুলি পদে খ্যাতি অর্জন করেছেন একজন পরবর্তীকালের বলরাম দাস (কবিরাজ)। ইনি গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনেয় বলে প্রসিদ্ধ। মতান্তরে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামই বলরাম।

॥ বল্লভ দাস ॥

বল্লভদাস নামে দুজন পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন হলেন নরোত্তম দাসের শিষ্য বল্লভ। ইনিই পদাবলী-প্রসিদ্ধ বল্লভদাস।

এ ছাড়া 'বংশীলীলা' গ্রন্থের রচয়িতা বল্লভদাস ছিলেন বংশীবদনের পৌত্র এবং শচীনন্দনের পুত্র। পূর্বোক্ত বল্লভদাসের সঙ্গে এর কিছু রচনা মিশে যাওয়া সম্ভব।

॥ বসন্ত রায় ও রায় বসন্ত ॥

বসন্ত রায় ছিলেন নরোত্তম-শিষ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বৈষ্ণব পদকার। গোবিন্দদাসের পদে এঁর উল্লেখ থাকায় মনে হয় পরস্পর বন্ধু ছিলেন। গোবিন্দদাসের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শেষ জীবনে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন বলে প্রসিদ্ধি। এই বসন্ত রায় যশোরের প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

॥ বংশীবদন ও বংশীদাস ॥

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বয়ঃকনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলেন বংশীবদন। পিতার নাম ছ কড়ি ও মাতার নাম চন্দ্রকলা। চৈতন্যের নীলা-চলে গমনের পর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশুনা করতেন

বংশীবদন। তিনি পদাবলী রচনায় বংশীবদন ও বংশীদাস দুরকম ভণিতা ব্যবহার করতেন। ষোড়শ শতকে সম্ভবতঃ আর একজন বংশীদাস ছিলেন যিনি একখানি রাগরাগিণী চিহ্নিত গীতিপ্রধান কৃষ্ণায়ন কাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে শ্রীনিবাস আচার্যের এক শিষ্যের নাম ছিল বংশীদাস ; তিনিও পদকর্তা ছিলেন।

॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

বল্লভ ঘোষের পুত্র বাসুদেব অপর দুই ভ্রাতা মাধব ও গোবিন্দ অপেক্ষা পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চৈতন্যাশ্রিত কবি বাসুদেব নিমাইসন্ন্যাস পালাগান রচনা করে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করে-ছিলেন।

॥ বিদ্যাপতি ॥

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার বিসফী গ্রামে আনুমানিক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম। পিতা গণপতি। কবি মিথিলার ওইনিবার রাজবংশের সাতজন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। শিবসিংহ রূপনারায়ণের সভাকবি রূপে তিনি অনেকগুলি রাজনামাঙ্কিত পদ রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণ পদ ছাড়া শিববিষয়ক পদ এবং কীর্তিলতা, ভূপরিক্রমা, পুরুষ-পরীক্ষা শৈব-সর্বস্বহার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, লিখনাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা রূপে বিদ্যাপতি স্বদেশে বিখ্যাত। শেষজীবনে তিনি অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন বলে জানা যায়। বিদ্যাপতির উপাধি ছিল 'অভিনব জয়দেব'।

॥ বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীচৈতন্যের অনুচর শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন-দাসের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত। আনুমানিক ১৫২০-২২ খৃস্টাব্দে কবির জন্ম। নবদ্বীপের নিকটবর্তী মামগাছি গ্রামে তাঁর প্রথম জীবন কাটে। শেষজীবনে তিনি বর্ধমানের দেনুড় গ্রামে থাকেন। চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলেও কবি নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। আঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। খেতুরির উৎসবকালে তিনি জীবিত ছিলেন। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ তত্ত্ববিলাস, বৈষ্ণববন্দনা, ভক্তিচিন্তামণি।

॥ বৈষ্ণবদাস ॥

বৈষ্ণবদাসের আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। জাতিতে বৈদ্য ; নিবাস কাটোয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে টেঙা বৈদ্যপুর গ্রামে। গোকুলানন্দ বা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন উদ্ধবদাস। কথিত হয় এঁরা ১৭১৮ খৃঃ রাধামোহন ও কৃষ্ণদেবের সুবিখ্যাত স্বকীয়া-পরকীয়া মতের বিতর্কসভায় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবদাস পদ-রচয়িতা অপেক্ষা সর্ব-বৃহৎ বৈষ্ণবপদসংকলন পদকল্পতরুর সংকলক বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

॥ ভূপতি ॥

ভূপতি সিংহকে কেউ বলেছেন বিদ্যাপতির নামান্তর। কেউ এঁকে বলেছেন কবি চম্পতি। ইনি আসলে উত্তর রাঢ়ের জমিদার নরসিংহ। শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরক্ত। সহজিয়া বৈষ্ণবরা এঁকে বলতেন 'রসিক' মহাজন।

॥ মাধব ঘোষ ॥

গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষ ছিলেন বল্লভের পুত্র। গৌরাঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করে দুই ভাইয়ের সঙ্গে ইনিও চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার পরিকর হন। মাধব ছিলেন কীর্তন গানে ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলায় গৌরপদ ছাড়া ব্রজবুলিতে মাধবের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কিছু পদও বর্তমান।

॥ মালাধর বসু ॥

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রামে কবির জন্ম। পিতার নাম ভগীরথ ; মাতার নাম ইন্দুমতী। গৌড়েশ্বর রুকুনুদ্দীন বারবক্ শাহের নিকট কবি গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খৃঃ পর্যন্ত ৭ বছরে রচিত কবির 'গোবিন্দমঙ্গল' বা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। কবির পুত্রের নাম সত্যরাজ খান।

॥ মুরারি গুপ্ত ॥

নিমাইএর সহাধ্যায়ী ও বাল্যসঙ্গী মুরারির আদি নিবাস শ্রীহট্টে। পরে নবদ্বীপে এসে বাস করেন। গৌরাঙ্গের চেয়ে মুরারি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাঁকে ব্যাকরণে নিমাই ব্যতিব্যস্ত করতেন।

প্রথমে মুরারি ছিলেন অদ্বৈতপন্থী ও রামোপাসক। পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রভাবে ভক্তিবাদে দীক্ষিত হলেও রামোপাসনায় অচল ছিলেন। একনিষ্ঠভাবে রামের উপাসক ছিলেন বলে বৈষ্ণব-বিশ্বাসে তিনি হনুমানের অবতার। পদাবলী ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত রচনা সংস্কৃত কড়চা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' প্রথম চৈতন্য-জীবনী।

॥ যদুনন্দন দাস ॥

সপ্তদশ শতকের কবি যদুনন্দন দাস কাটোয়ার নিকটবর্তী মালিহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। কবি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতাদেবীর অনুচর ছিলেন। রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটক, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণ-কর্ণামৃত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ অনুবাদ করে যদুনন্দন বিখ্যাত হন। মূলত অনুবাদক হলেও তাঁর রচনা নিছক অনুবাদ নয়।

এ ছাড়া ষোড়শ শতকে অদ্বৈত গণভুক্ত আর এক যদুনন্দনাচার্য গৌরাঙ্গের 'অদ্ভুত চরিত' লেখেন এবং নিত্যানন্দ পার্ষদ যদুনন্দন চক্রবর্তীর নামেও কিছু পদ পাওয়া যায়।

॥ যদুনাথ দাস ॥

যদুনাথ দাস নামে যিনি গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন সেই যদুনাথ চক্রবর্তী ছিলেন নিত্যানন্দের সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ শিষ্য গদাধরের অনুচর বলে প্রসিদ্ধ।

॥ যাদবেন্দ্র ॥

অষ্টাদশ শতকের কবি যাদবেন্দ্র ছিলেন বীরভূমের কচুজোড়ের রাজা রুদ্রচরণ রায়ের গুরুদেব যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য। বাংলাভাষায় লেখা কবির সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদগুলি বিখ্যাত।

॥ রাধামোহন ঠাকুর ॥

শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব পদকার এবং বৈষ্ণবপদ সংকলক। তাঁর পদ সংকলনের নাম পদামৃতসমুদ্র। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংকলিত। এর সংস্কৃতে রচিত টীকা 'মহাভাবানুসারিণী'ও তাঁরই রচনা।

১৭১৮ খৃঃ জয়পুর থেকে আগত স্বকীয়াবাদী কৃষ্ণদেবকে বিতর্কে পরাজিত করে রাধামোহন পরকীয়ামতের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য তিনি সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য।

।। রামানন্দ বসু ।।

বর্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর বংশজ (পৌত্র ?) রামানন্দ বসু গৌরাঙ্গ পরিজন ছিলেন। প্রতি রথযাত্রার সময় কুলীন গ্রামের ভক্তদের নিয়ে রামানন্দ নীলাচলে যেতেন ও মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতেন। বসু রামানন্দের ভণিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলি উৎকৃষ্ট। চৈতন্যপ্রসাদবঞ্চিত রামানন্দ দাস নামে আর একজন পদকর্তার পদ রামানন্দ ভণিতায় পাওয়া যায়। ইনি চৈতন্যোত্তর যুগের কবি।

।। রায় রামানন্দ ।।

উড়িষ্যার নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে (১৪৮৯-১৫৪০) অধীনস্থ বিদ্যানগরের প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন রায় রামানন্দ। পিতার নাম ভবানন্দ রায়। গোদাবরী তীরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়। রাজবৈভব ছেড়ে রামানন্দ চৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করেন। চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন রায় রামানন্দ। রামানন্দের সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটকটির নাম 'জগন্নাথবল্লভ'। ব্রজবুলি পদটি চৈতন্যের সঙ্গে গোদাবরী তীরে সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনার শেষে রামানন্দ শুনিয়েছিলেন বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত।

।। রূপ গোস্বামী ।।

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের দবীর খাস্‌ বা একান্ত সচিব রূপ রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভের পর সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যপদাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চৈতন্য-নির্দেশে অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ কাব্য রূপ গৌড়ে থেকেই রচনা করেন। বৃন্দাবনে রচনা করেন বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র ও গীতাবলীর অনেক গান। জয়দেবানুসারী গীতগুলিতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের

ভণিতা থাকলেও গানগুলি যে আসলে রূপেরই রচনা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন গানগুলির টীকায় রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব।

॥ লোচন দাস ॥

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রামে লোচন দাস বা ত্রিলোচন দাসের জন্ম। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী। লোচনের বৈদ্যবংশে জন্ম। নরহরি সরকার ছিলেন লোচনের দীক্ষাগুরু। নরহরির গৌরনাগর-বাদের প্রচারক ছিলেন লোচন দাস। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। ছড়ার ছন্দে ধামালি-জাতীয় পদরচনা লোচন দাসের পদাবলীর বিশিষ্টতা।

॥ শঙ্করদেব ॥

আনুমানিক ১৪৬১ খৃঃ ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত নওগাঁ জেলার বড়দোয়া গ্রামে কায়স্থ ভূস্বামীর গৃহে জন্ম। শঙ্করদেবের পিতার নাম কুসুমবর। আসামে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের নেতা শঙ্করদেবের সঙ্গে সম্ভবতঃ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়। শেষজীবনে (১৫৬০-১৫৬৮ খৃঃ) শঙ্করদেব কামতার রাজা নরনারায়ণের আশ্রয়ে ছিলেন। শঙ্করের পদাবলীর সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি ব্রজবুলি পদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান।

॥ শশিশেখর ॥

কাঁদড়া গ্রামের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র শশিশেখর অষ্টাদশ শতকের পদকর্তা। এঁর ভাইএর নাম চন্দ্রশেখর। মতান্তরে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর এক ব্যক্তি। 'নায়িকা রত্নমালা' সংকলনে ১৪টি পদ শশিশেখরের রচনা। ব্রজবুলি রচনায় চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর উভয়েই সুনিপুণ। তবে চন্দ্রশেখরে গাম্ভীর্য বেশী কিন্তু শশিশেখরে তারল্য অধিক।

॥ শ্রীনিবাস আচার্য ॥

ষোড়শ শতকের শেষদিকে ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন নদীয়ার চাখন্দী গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মাতার নাম লক্ষ্মী। পিতৃবিয়োগের পর বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের

কাছে শ্রীনিবাসের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা ও জীবের কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্রে শিক্ষা হয়। পরে বাংলাদেশে ফিরে তিনি বৈষ্ণব সমাজের প্রধান আচার্য হয়েছিলেন। রচনাকার্য অপেক্ষা প্রচার কার্যে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর নামে কয়েকটি বাংলা পদ পাওয়া যায়।

॥ সাহ আকবর ॥

পরিচয় অজ্ঞাত।

॥ সৈয়দ মর্তুজা ॥

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নিকটবর্তী বালিয়াঘাটা নামক পল্লীতে কবির জন্ম। পিতা হাসান কাদেরী। কোন কোন মতে ইনি চট্টগ্রামের কবি। কবির নামে ২৮টি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ পাওয়া গেছে।

॥ হাম্বীর ॥

বিষ্ণুপুরের মল্লভূমির অধিপতি বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্যদাস। কালাচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে ইনি নিজ রাজ্যে বৈষ্ণব ভক্তির প্রসার ঘটান। এঁর নামে দু'একটি ভাল পদ পাওয়া যায়।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

ধ

ন

প

ভাষা শব্দার্ণব

বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ পদাবলীতে প্রযুক্ত সমধ্বন্যাত্মক একটি শব্দপঞ্জী তৈরী করেছিলেন। খসড়া থেকে প্রাপ্ত জগদানন্দের সংকলিত ভাষাশব্দার্ণবের শব্দমালা।*

কৃষ্ণ	ভেদ	থোর
বিষ্ণু	স্বেদ	ভোর
তৃষ্ণ	কঞ্জ	মোর
দীন	খঞ্জ	লোর
খীন	গঞ্জ	সোর
চীন	ভঞ্জ	হোর
হীন	রঞ্জ	কীর
মীন	কুঞ্জ	খীর
পীন	গুঞ্জ	গীর
ভীন	জুঞ্জ	চীর
লীন	পুঞ্জ	তীর
কাম	ভুঞ্জ	থীর
ধাম	মুঞ্জ	ধীর
গ্রাম	গঞ্জি	নীর
জাম	পঞ্জি	পীর
ঠাম	ভঞ্জি	ফীর
দাম	ওর	বীর
নাম	কোর	হীর
রাম	গোর	কেশ
শ্যাম	খোর	বেশ
কোক	চোর	ঠেশ
টোক	ছোর	দেশ
লোক	জোর	রেশ
শোক	ঝোর	লেষ
খেদ	ঠোর	শেষ
ছেদ	ডোর	তোষ
বেদ	তোর	দোষ

পোষ
রোষ
শোষ
আশ
ত্রাস
দাস
নাশ
পাশ
ফাঁস
বাস
ভাস
লাস
মাস
রাস
শ্বাস
হ্রাস
খণ্ড
গণ্ড
চণ্ড
দণ্ড
ভণ্ড
অনল
বিমল
কমল
যুগল
চপল
টলল
তরল
ঘামল
ঘুমল
চুমল
ধুমল
ধমিল

ধোয়ল
বিরল
সরল
গরল
ঘেরল
হেরল
কষিল
ঘষিল
ধসিল
পসিল
বসিল
হসিল
মিলল
খলল
গলল
চলল
ছলল
জ্বলল
ঝলল
টলল
দলল
ফলল
বলল
কোল
গোল
চোল
ডোল
ঢোল
দোল
রোল
ভোল
মোল
লোল

বোল
কোপি
গোপি
রোপি
সোঁপি
গহন
দহন
বহন
সহন
অলক
ঝলক
তিলক
ভালক
পলক
ফলক
ললক
হলক
ক্ষুধা
সুধা
বিবুধা
কামিনী
গামিনী
যামিনী
দামিনী
ধামিনী
ভাবিনী
ভামিনী
স্বামিনী
অঞ্জন
খঞ্জন
গঞ্জন
ভঞ্জন
রঞ্জন

অঞ্জন	সঞ্চয়	বিগলিত
গঞ্জন	চঞ্চলা	বিচলিত
ভঞ্জন	বঞ্চিত	মাধুরি
মঞ্জুল	কুঞ্চিত	চাতুরি
কুঞ্জর	মুঞ্চিত	নন্দ
গুঞ্জর	পিঞ্ছ	নন্দন
গঞ্জিত	কম্প	আনন্দ
ভঞ্জিত	চম্পক	চন্দ্র
রঞ্জিত	ঝম্প	চন্দন
সঞ্জিত	অন্ত	দন্দ্ব
পঞ্জর	অন্তিক	ধন্ধ
জাঞ্জর	অন্তর	বন্দিত
মঞ্জরী	কান্ত	নন্দিত
গঞ্জক	কান্তি	নিন্দিত
ভঞ্জক	শ্রান্ত	মন্দ মন্দ
রঞ্জক	শান্ত	বৃন্দ
অঞ্চল	সন্ততি	বৃন্দাবন
চঞ্চল	নিতান্ত	সুন্দর
বঞ্চল	মন্ত্র	কুন্দ
সঞ্চর	তন্ত্র	বিন্দু বিন্দু
বঞ্চক	অরুণ	কন্দ
কঞ্চুক	করুণ	কান্দে
পঞ্চক	তরুণ	অন্ধ
চঞ্চুক	বরুণ	গন্ধ
কাঞ্চন	প্রেম	ধন্ধ
বঞ্চন	হেম	বন্ধ

* উদ্ধৃত তালিকাটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কালিদাস নাথ রচিত 'বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।